শুদ্ধ সনদসহ

আসবাবুন নুযূল

(কুরআনীক আয়াতের শানে-নুযূল)

মূল: আবু আব্দুর রহমান মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদিয়ী (রহ:)

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাজশাহী-বাংলাদেশ

শুদ্ধ সনদ-সহ

আসবাবুন নুযূল

(কুরআনী আয়াতের শানে-নুযূল)

মূল আরবী

আবূ আব্দুর রহমান মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদিয়ী

অনুবাদ

আবু সালমান আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...وبعد:

কুরআন কারীমের তফসীরের নামে বহু জাল ও যয়ীফ হাদীস প্রচলিত আছে বহু তফসীর-গ্রন্থ ও বই-পুস্তকে। আয়াতের ব্যাখ্যায় বা তার শানে-নুযূলের ব্যাপারে বহু এমন হাদীস ও আষার উল্লিখিত আছে, যার কোন সহীহ ভিত্তি নেই। বিধায় তা বিশ্বাস করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। সহীহ সুন্নাহর অনুসারিগণ সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ করবে সর্বক্ষেত্রে। আকীদা, আহকাম, সীরাত, তারীখ ইত্যাদি সকল দ্বীনী বিষয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহই হবে শুদ্ধতার মানদন্ড।

শায়খ ওয়াদিয়ী সনদ উল্লেখ-সহকারে সহীহ-যয়ীফ বাতলে দিয়ে অনেক আয়াতের শানে-নুযূল এই পুস্তকে জমায়েত করেছেন। অনেকের ধারণা হতে পারে যে, প্রত্যেক আয়াত বা পুরো কুরআনের শানে নুযূল হয়তো এতে আছে, বাস্তব কিন্তু তা নয়। যতটুকু সহীহভাবে পাওয়া গেছে, কেবল ততটুকুই তিনি এতে উল্লেখ করেছেন।

বাংলার সাধারণ পাঠক হয়তো হাদীসের সনদগুলি পড়তে বিরক্তিবোধ করবেন। কেউ ভাববেন, সহীহাইন বুখারী-মুসলিমের সনদ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন ছিল। তবুও লেখক 'মুসনাদ' আকারে বইটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কারো উপকারে লাগবে এই আশায়।

মহান আল্লাহ লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক, সকলকেই জাযা-এ-খাইর প্রদান করুন। আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

২১ রমযান ১৪৩৮

১৬ জুন ২০১৭

লেখকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}. أما بعد :

জামেআ ইসলামিয়া (মদীনা ইউনিভার্সিটি)র জন্য যে গবেষণা-পুস্তিকা আমি পেশ করব, তার বিষয়বস্তু হল 'শুদ্ধ সনদ-সহ[১] আসবাবুন নুযূল'। এ বিষয়টি এখতিয়ার করার কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ-

---

(1) 'শুদ্ধ বা সহীহ' বলতে আমার উদ্দেশ্য, পূর্ববর্তী উলামাগণের পরিভাষায় যা বলা হয়। তাতে সহীহ ও হাসান শামিল; যেমন তাদরীবুর রাবী ২১পৃষ্ঠায় রয়েছে।

১। বিষয়টি দুটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা আল্লাহর কিতাবের তফসীর ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত, যা আমাদের দ্বীনের বুনিয়াদ।
২। আয়াতের শানে-নুযূল জানার ফলে তার অর্থ জানায় সহযোগিতা লাভ হয়। কিছু আয়াতের অর্থ কিছু সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তিগণের বুঝার সমস্যা হলে শানে-নুযূল জেনে তাঁরা তার সমাধান পেয়েছেন।
যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١٩٥) سورة البقرة

"তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৫)
উক্ত আয়াত বুঝতে সাহাবাগণের সমস্যা হয়। অতঃপর আবূ আইয়ূব আনসারী ﷺ তাঁদেরকে তার শানে-নুযূল বাতলে দিলে তাঁদের নিকট অর্থ স্পষ্ট হয়। যেমন যথাস্থানে তার বিবরণ আসবে ইন শাআল্লাহ।
যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (٨٢) سورة الأنعام

"যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" (আন্আম ঃ ৮২)
এই আয়াত বোঝার ব্যাপারে তাঁদের সমস্যা দেখা দিল। এক বর্ণনানুসারে সমাধানের জন্য আয়াত অবতীর্ণ হল,

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣) سورة لقمان

"আল্লাহর অংশী করা তো বড় যুলুম।' (লুক্বমান ঃ ১৩)
যেমন এ কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হবে।
মহান আল্লাহর বাণী,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (١٥٨) سورة البقرة

"নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া (পাহাড় দু'টি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্ব কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে তার জন্য এই (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষিণ (সাঈ) করলে কোন পাপ নেই। আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য কাজ করলে, আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাতা।" (বাক্বারাহ ঃ ১৫৮)
উক্ত আয়াতের ব্যাপারে উরওয়ার মনে সমস্যা দেখা দিল। পরিশেষে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে তার শানে-নুযূল জানিয়ে সমাধান দিলেন।
৩। যে সকল কারণে আমি এই বিষয় নির্বাচনে অনুপ্রাণিত হয়েছি, তার অন্যতম হল, কুরআনী শানে-নুযূল বিদ্যায় বহু ভেজাল অনুপ্রবেশ করেছে, যেমন অনুরূপ সকল বিদ্যায় ভেজাল অনুপ্রবেশ করেছে। ওয়াহেদী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'আসবাবুন নুযূল'[২]-এর ভূমিকায় লিখেছেন, আবীদাহ সালমানীকে কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাঁরা গত হয়েছেন, যাঁরা জানতেন কুরআন কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।'
অতঃপর ওয়াহেদী লিখেছেন, 'আর আজকে প্রত্যেকেই নিজের লাগামকে অজ্ঞতার হাতে সঁপে দিয়ে এবং আয়াতের শানে-নুযূল না জেনে কথা বলার শাস্তির ধমকের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা না ক'রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করছে, অবাস্তব ও মিথ্যা রচনা করছে। এই বাস্তবতাই আমাকে শানে-নুযূলের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যাতে উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধানী ছাত্র এবং কুরআনী আয়াতের শানে-নুযূল নিয়ে যারা কথা বলে, তারা এর প্রতি রুজু করতে পারে। সঠিকটা জানতে পারে, বিভ্রান্তি ও মিথ্যার আশ্রয় থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং শ্রবণ ও অনুসন্ধানের পর তার সুরক্ষা করতে সচেষ্ট হতে পারে।
সুয়ূতী তাঁর 'আল-ইতক্বান' গ্রন্থে[৩] এক দল মুফাস্সির যেমন ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ যাঁরা সনদ-সহ তফসীর পেশ ক'রে থাকেন, তাঁদের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'অতঃপর বহু লেখকই তফসীর

---

(2) ৫ পৃষ্ঠা
(3) ২য় খন্ড ১৯০পৃষ্ঠা

বিদ্যায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সনদ বাদ দিয়ে সংক্ষেপ করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। তার ফলে এই পথে ভেজাল অনুপ্রবেশ করেছে এবং শুদ্ধের সাথে অশুদ্ধ একাকার হয়ে গেছে। অতঃপর প্রত্যেকেই যার উক্তি সামনে পেয়েছে, তা উল্লেখ করেছে এবং মনে যা উদয় হয়েছে, তা ভিত্তি ক'রে বসেছে। অতঃপর তার পরে যে আসে, সে তার নিকট থেকে তা নকল করে---এই ধারণা ক'রে যে, তার কোন বুনিয়াদ আছে। তখন সে সলফে সালেহীন ও তফসীরের ব্যাপারে যাঁদের প্রতি রুজু করা হয়, তাঁদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। এমনকি আমি একজনকে দেখেছি, তিনি

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}

"তাদের পথ --যারা ক্রোধভাজন নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।"
মহান আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে প্রায় ১০টি উক্তি উল্লেখ করেছেন।[৪]
অথচ এর তফসীরে 'ইয়াহুদী-খ্রিস্টান' উদ্দিষ্ট। এ কথাই নবী ﷺ এবং তাঁর সকল অনুসারীবর্গ থেকে বর্ণিত আছে। এমনকি ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, 'এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরীনদের মাঝে কোন মতভেদ আমি জানি না।'
আমি (লেখক) বলি, এই বাস্তবতাই আমাকে যথাসাধ্য সনদ উল্লেখ করতে উৎসাহিত করেছে। যদিও তাতে পরিশ্রম ও কষ্ট আছে, যেমন এ বিদ্যার পন্ডিতগণের কাছে তা বিদিত।
পাঠকের নিকট একটি উদাহরণ পেশ করছি, যা উক্ত ইমামদ্বয় যা বলেছেন, তার সত্যায়ন করবে। আর তা এই যে, তফসীর-গ্রন্থসমূহে অপ্রমাণিত উক্তি উদ্ধৃত করার ব্যাপারে শৈথিল্য আপতিত হয়েছে। উদাহরণটি হল ষা'লাবাহ বিন হাত্বেবের কাহিনী। যাতে আছে, (তিনি ধন চাইলে নবী ﷺ তাঁকে বললেন,) "সেই অল্প যার তুমি শুকরিয়া আদায় কর, সেই অধিক থেকে উত্তম, যা তুমি বহন করার ক্ষমতা রাখো না।"
উক্ত ঘটনাটি মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখ করেছেন মহান আল্লাহর এই আয়াত তফসীরের সময়,

{وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} (٧٥) سورة التوبة

"তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দান-খয়রাত করব এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (তাওবাহ ঃ ৭৫)
এমন কোন তফসীর-গ্রন্থ নেই, যাতে উক্ত ঘটনা উল্লিখিত নেই। পরন্তু খুব কম সংখ্যকই মুফাস্‌সির সতর্ক করেছেন যে, তা সহীহ নয়।
পক্ষান্তরে প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ও সমালোচকগণ উক্ত ঘটনার ব্যাপারে কী বলছেন, পড়ুন ঃ-
ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন হায্‌ম (রাহিমাহুল্লাহ) ঘটনাটি মিসকীন বিন বুকাইর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। মিসকীন বলেন, আমাদেরকে মাআন বিন রিফাআহ সুলামী খবর দিয়েছেন, তিনি আলী বিন য়্যাযীদ হতে, তিনি কাসেম বিন আব্দুর রহমান হতে, তিনি আবূ উমামাহ হতে, তিনি বলেছেন, ষা'লাবাহ বিন হাত্বেব তাঁর সদকা নিয়ে উমারের কাছে এলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং বললেন, 'নবী ﷺ তা গ্রহণ করেননি, আবূ বাকরও না, আমিও তা গ্রহণ করব না।'
আবূ মুহাম্মাদ বলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বাতিল। যেহেতু মহান আল্লাহ মুসলিমদের যাকাত গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং নবী ﷺ ইন্তিকালের সময় আদেশ দিয়েছেন যে, "আরব বদ্বীপে যেন দুটি দ্বীন অবশিষ্ট না থাকে।" আর ষা'লাবাহ হয় মুসলিম হবে, তাহলে আবূ বাকর ও উমারের জন্য অবশ্য-অবশ্যই তার যাকাত গ্রহণ করা ফরয, তাতে কোন প্রশস্ততা নেই। পক্ষান্তরে সে যদি কাফের হয়, তাহলে তাঁদের জন্য ফরয ছিল আরব বদ্বীপে তাকে অবশিষ্ট না রাখা। সুতরাং এ আষার নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নয়। আর এর বর্ণনাসূত্রে রয়েছে মাআন বিন রিফাআহ, কাসেম বিন আব্দুর রহমান, আলী বিন য়্যাযীদ আবূ আব্দুল মালেক আলহানী, এরা সবাই দুর্বল রাবী। আর মিসকীন বিন বুকাইর শক্তিশালী রাবী নয়। (মুহাল্লা ১১/২০৮)

([4]) এর থেকে আরো বড় আশ্চর্যের বিষয় হল, যা শওকানী ফাতহুল ক্বাদীর ৩/২৫৪ তে {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কিছু সত্যানুসন্ধানী উলামা লিখেছেন যে, 'রূহ' শব্দের ব্যাপারে মতভেদকারীদের উক্তি-সংখ্যা ১১৮ তে গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং যখন তাঁরা জেনেছেন যে, মহান আল্লাহ সে অর্থ নিজের ইল্‌মে গোপন রেখেছেন, অনুসৃত সম্প্রদায় তো দূরের কথা তিনি তাঁর নবীগণকেও সে ব্যাপারে খবর করেননি, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা ও তাঁর প্রকৃতত্বের ব্যাপারে অনুসন্ধান করাতে অনুমতি দেননি, এর পরেও এই অনাবশ্যক অনর্থক উক্তি ও উপকারিতা থেকে শূন্য পরিশ্রম লক্ষ্য করুন।---' (তফসীর রুজু করুন)

লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে সুয়ূত্বী বলেছেন, 'এর সনদ দুর্বল।' তাখরীজুল কাশ্শাফ গ্রন্থে হাফেয বলেছেন, 'এর সনদে রয়েছে আলী বিন য়্যাযীদ আলহানী, সে অসার রাবী।' ফাতহুল বারী ৩/৮এ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, 'কিন্তু তা হল দুর্বল হাদীস, যাকে দলীল বানানো যায় না।' মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/৩২ এ হাইষামী বলেছেন, 'এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে রয়েছে আলী বিন য়্যাযীদ আলহানী। আর সে পরিত্যক্ত রাবী।' তাজরীদু আসমাইস সাহাবাহ গ্রন্থে যাহাবী বলেছেন, 'এটা একেবারেই আপত্তিকর হাদীস।' ফাইযুল ক্বাদীর ৪/৫২৭ এ মুনাবী বলেছেন, 'বাইহাক্বী বলেছেন, "এ হাদীসের সনদে ভাববার বিষয় আছে। তা মুফাস্সিরীনগণের নিকট প্রসিদ্ধ।" আল-ইস্বাবাহ গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ইবনে হাজার) হাদীসটিকে উক্ত ষা'লাবাহর ব্যক্তি-পরিচিতি-বিবরণে উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'এই ঘটনার ব্যক্তির বদরী (সাহাবী) হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, যদি হাদীস সহীহ হয়। আর আমার মনে হয় না যে, তা সহীহ।' (মুনাবীর কথা শেষ।) তাখরীজুল ইহ্য়্যা ৩/৩৩৮ এ হাফেয আল-ইরাকী বলেছেন, 'এর সনদ দুর্বল।'

আমি উদাহরণে এই কাহিনী পেশ করলাম, কারণ এটি তফসীর গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ। আর যেহেতু বহু পেশাদার বক্তা (আল্লাহ আমাকে ও তাঁদেরকে তওফীক দিন) উক্ত ঘটনাটিকে ভালো মনে করেন এবং জনসাধারণের সামনে অসতর্কভাবে তা বর্ণনা ক'রে বক্তৃতা ক'রে থাকেন। অথচ সনদের দিক থেকে তা সহীহ নয়। অর্থগত দিক থেকেও তা সহীহ নয়। [৫] যেহেতু তা শরীয়তের একটি মৌলনীতি-বিরোধী। আর তা হল এই যে, তওবাকারীর গোনাহ আকাশের মেঘ-বরাবর হলেও তওবা শুদ্ধ হলে মহান আল্লাহ তা কবুল করেন।

৪। গবেষণার এই বিষয় নির্বাচন করার আরও একটি কারণ হল, আমার জানার আগ্রহ ছিল, এই বিশাল বিধানের রহস্যগুলি কী? শানে-নুযূলে কী কী উপদেশ রয়েছে? কীভাবে সংকটময় সমস্যার সময় ইলাহী সমাধান আগমন করেছে। যেমন তিনজন সাহাবীর কাহিনী, যাঁদের তওবা স্থগিত রাখা হয়েছিল, আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের কাহিনী এবং তার ফলে মহানবী ﷺ-এর যে নিদারুণ কষ্ট হয়েছিল। অনুরূপ উম্মুল মু'মিনীনের কত কষ্ট হয়েছিল। তিনি এমন কান্না কেঁদেছিলেন, যা দেখে তাঁর পিতামাতা ধারণা করেছিলেন যে, কান্না তাঁর কলিজাকে বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে। অতঃপর কষ্ট আসান হওয়ার উপায় আসে। যেমন হিলাল বিন উমাইয়ার কাহিনী, যখন তিনি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যাভিচারের অভিযোগ আনলেন, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "প্রমাণ দাও, নচেৎ তোমার পিঠে দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে।" তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! আমি অবশ্যই সত্য বলছি। অবশ্যই আল্লাহ এমন কিছু অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে দন্ড থেকে রক্ষা করবে।' অতঃপর রসূল ﷺ তাঁকে শাস্তির চাবুক প্রয়োগের ইচ্ছা করলেন। ইতিমধ্যে মহান আল্লাহ লিআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তাঁর কসমকে সত্য প্রমাণ করলেন এবং চরম রোগবৃদ্ধির পর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং ব্যর্থ ও অসফল হোক সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে এই প্রজ্ঞাময় বিধানের অমুখাপেক্ষী ধারণা করে।

৫। বিধানের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উপকৃত হওয়ার আশা ছিল মনে। যেহেতু আমাদের জন্য আবশ্যক এই যে, আমরা নিজেদেরকে সংস্কারক গণ্য করব এবং নতুনভাবে দাওয়াতী কর্ম শুরু করব। আর শানে-নুযূলের বয়ানে রয়েছে বহু সংখ্যক দাওয়াতী পর্যায় এবং ইলাহী নির্দেশনা। যেমন সশস্ত্র সংগ্রামের আয়াত, এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হল, যখন মহান আল্লাহ জানলেন যে, তাদের এখন সশস্ত্র সংগ্রামের শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। অনুরূপভাবে মক্কী ও মাদানী বিধানের মাঝে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে, যা বিদিত।

একটি সতর্কতা ঃ

আমি হাদীসের সূত্রসমূহকে যথাসাধ্য জমা করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু তাতে হাদীস মাওসূল না মুরসাল, সহীহ না দোষযুক্ত ইত্যাদি জানার উপকার লাভ হয়। [৬] এক কিতাবে কোন কোন হাদীসের বাহ্যিক সনদ (সহীহ) দোষমুক্ত। আবার অন্য কিতাবে তা দোষযুক্ত। উলূমুল হাদীস গ্রন্থে ইবনে সালাহ বলেছেন, 'আলী ইবনে মাদীনী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "একই বিষয়ের সকল (হাদীসের) সূত্রাবলী একত্রিত না করা হলে

---

(5) ইবনে জারীরের নিকট এই কাহিনীর অন্য একটি সূত্র আছে। কিন্তু তা হল ইবনে আব্বাস হতে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ষা'লাবাহ বিন আবী হাত্বেবের ব্যাপারে। আর সে ষা'লাবাহ বিন হাত্বেব থেকে অন্য একজন। তবে সে সূত্রের প্রত্যেক স্তরে আওফী আছে। আর তারা সকলেই দুর্বল। অতএব সে সনদ খুবই দুর্বল।

(6) এর আরো উপকারিতা হল, কোন কোন সূত্রে মুদাল্লিস রাবী শোনার কথা স্পষ্ট করলে জানা যায়, অখ্যাত রাবী চেনা যায়, যয়ীফ রাবীর সমর্থক রাবী পাওয়া যায় ইত্যাদি।

তার ত্রুটি স্পষ্ট হয় না।”
আপনাকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। হাকেম (মুস্তাদরাক ২/৩২৪এ) বলেছেন, ‘আমাদেরকে হাদীস বয়ান করেছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বয়ান করেছেন আহমাদ বিন আব্দুল জাব্বার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বয়ান করেছেন ইউনুস বিন বুকাইর, তিনি ইবনে ইসহাক হতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বয়ান করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আব্বাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, ‘মক্কাবাসীরা যখন তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে এল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা আবুল আসের মুক্তিপণ পাঠালেন, তাতে ছিল একটি হার, যা আবুল আসের সাথে বাসর করার সময় খাদীজা মেয়েকে উপহার দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেটা দেখলেন, তখন দারুণভাবে মেয়ের জন্য ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন, “যদি তোমরা মনে করো, তার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া এবং তাকে তার জিনিস ফিরিয়ে দেওয়াতে (কোন সমস্য নেই) তাহলে তাই করো।” তাঁরা বললেন, ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!’ অতঃপর তাঁরা তার সেই জিনিস ফিরিয়ে দিলেন।
বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি মুসলিম ছিলাম।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার ইসলাম সম্বন্ধে আল্লাহই বেশি জানেন। যদি তাই হয়, যা তুমি বলছ, তাহলে আল্লাহ তোমাকে নেক বদলা দেবেন। সুতরাং তুমি তোমার ও তোমার দুই ভাই নওফাল বিন হারেষ বিন আব্দুল মুত্তালিব ও আকীল বিন আবূ তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের এবং তোমার মিত্র উতবাহ বিন আম্র বিন জাহদাম বানী হারেষ বিন ফিহরের ভাইয়ের মুক্তিপণ দাও।” আব্বাস বললেন, ‘সে তো আমার কাছে নেই হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি ও উম্মুল ফায্ল মিলে যে মাল দাফন করেছ এবং তাকে বলেছ, আমি মারা গেলে এ মাল ফায্ল, আব্দুল্লাহ ও কুষামের সন্তানদের জন্য, তা কোথায়?” আব্বাস বললেন, ‘আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল। কারণ এ খবর আমি ও উম্মে ফায্ল ছাড়া কেউ জানত না। সুতরাং হে আল্লাহর রসূল! আমার মাল থেকে আপনাদের পাওনা বিশ উকিয়্যা আপনি হিসাব ধরে নিন।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তাই করলাম।” অতএব আব্বাস মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে, দুই ভাইয়ের সন্তানদেরকে এবং মিত্রকে মুক্ত ক’রে নিলেন। মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٧٠) سورة الأنفال
“হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, ‘আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তাহলে তোমাদের নিকট হতে (মুক্তিপণ হিসাবে) যা নেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা ক’রে দেবেন। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আন্‌ফাল ঃ ৭০)
আব্বাস বলেন, ‘এর ফলে তিনি ইসলামে ঐ বিশ উকিয়্যার জায়গায় বিশটি এমন গোলাম দান করলেন, যাদের প্রত্যেকের হাতে মাল ছিল, যা দিয়ে তারা ব্যবসা করত। এর সাথে আমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ক্ষমাও কামনা করি।’
(হাকেম বলেছেন,) ‘হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।’ যাহাবী এতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।
মাজমাউয যাওয়াইদ (৭/২৮) এ হাইষামী বলেছেন, ‘হাদীসটিকে ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন। আর আওসাত্বের বর্ণনাকারিগণ সহীহ (হাদীসের) রাবী। কেবল ইবনে ইসহাক (মুদাল্লিস রাবী), তবে তিনি শোনার কথা স্পষ্ট করেছেন।
অতঃপর সুনানে বাইহাক্বী (৬/৩২২) দেখার ফলে স্পষ্ট হল যে, এই সনদে আব্বাসের কাহিনী সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বাইহাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘এই ভাবেই আমাদের শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ (হাকেম) মুস্তাদরাক কিতাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন।’
অতঃপর হাফেয বাইহাক্বী সঠিকরূপে উল্লেখ করেন এবং স্পষ্ট করেন যে, আব্বাসের কাহিনীর জন্য পৃথক সনদ আছে। আর সেটা মুরসাল।
ফাতহুল বারী (৯/৩৮২)তে উক্ত কাহিনী উল্লেখ করার পর হাফেয বলেছেন, ‘আত্বা সূত্রের সনদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আছেন। আর তাঁর নিকট এই কাহিনী সনদযুক্ত নয়; বরং জটিল অসংলগ্ন। পরন্তু ইবনে ইসহাকের রীতি---যে রীতির অনুসরণ করেছেন ত্বাবারানী ও ইবনে মারদাওয়াইহ---এ কথার দাবী করে যে,

কাহিনীটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত। আর ইল্‌ম আল্লাহ তাআলার নিকট।'

আল-মাত্বালিবুল আ-লিয়াহ কিতাবের লেখক (৩/৩৩৭ এ) বলেছেন, 'আমি মনে করি এ কাহিনী হাদীসে ইবনে ইসহাকের উক্তি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আব্বাসের হাদীসটি জটিল গোলমেলে। অবশ্য বাহ্যতঃ বাগধারায় তা সনদযুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও এটি ইবনে ইসহাকের কাজ।'

আর এরূপ উদাহরণ আছে অনেক।

ত্রুটি স্বীকার ঃ

মুহাদ্দিসীন ও তাঁদের গ্রন্থসমূহের হাওয়ালা দিতে চেষ্টায় আমি ত্রুটি করিনি। অবশ্য কখনো কখনো সময়-সংকীর্ণতার দরুন কোন কোন কিতাবের হাওয়ালা দিতে পারিনি, বরং সে ক্ষেত্রে কিছুর হাওয়ালা দিয়ে যথেষ্ট মনে করেছি। আর এমনটি খুব কম ঘটেছে। কখনো দুর্লভ বা নিখোঁজ কিতাবে থাকার জন্য সনদের ব্যাপারে জ্ঞানলাভ কঠিন হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে কোন এমন ইমাম যদি সেটাকে 'সহীহ' বলেছেন, যাঁর 'সহীহ' বলাতে মন আশ্বস্ত হয়, তাহলে আমি তা বিনা সনদে লিখেছি। নচেৎ সে সনদ পাওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত বিরতি অবলম্বন করেছি।

মহান আল্লাহরই কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই কর্মকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ করেন এবং এই কিতাব দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে উপকৃত করেন। (আমীন)

মৌলিক নীতিমালা

শানে-নুযূলের বহু মৌলিক নীতিমালা আছে। আমরা সংক্ষেপ করার মানসে জরুরী ও প্রসিদ্ধ নীতমালার প্রতি ইঙ্গিত করব, যেভাবে আমাদের শায়খ মাহমূদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ফায়েদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১। শানে-নুযূলের সংজ্ঞা

শানে-নুযূল দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ঃ-

(ক) কোন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হয়। যেমন {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}এর শানে-নুযূল। ইন শাআল্লাহ যথাস্থানে তা আসবে।

(খ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তর বা বিধান নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হয়। যেমন লিআনের আয়াতের শানে-নুযূল। তাও যথাস্থানে আসবে ইন শাআল্লাহ।

২। শানে-নুযূল জানার উপায়

শানে-নুযূল জানার ব্যাপারে উলামাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা সাহাবা ﷺ কর্তৃক বিবৃত কোন সহীহ বর্ণনার উপর ভিত্তি ক'রে থাকেন। যেহেতু অত্র ব্যাপারে সাহাবীর খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবরের মান রাখে।

ইবনে সালাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব 'উলূমুল হাদীস' ৪৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'তৃতীয় ঃ যা বলা হয়েছে যে, সাহাবীর তফসীর সনদযুক্ত হাদীস, তা আসলে এমন তফসীরের ক্ষেত্রে, যা কোন আয়াতের শানে-নুযূলের সাথে সম্পৃক্ত; সাহাবী সে ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন অথবা অনুরূপ কিছু। যেমন জাবের ﷺ-এর উক্তি, 'ইয়াহুদীরা বলত, যে ব্যক্তি পশ্চাৎ দিক হতে স্ত্রীসহবাস করবে, তার সন্তানের চোখ টেরা হবে।'[৭] সুতরাং মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية

"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)।" (বাক্বারাহ ঃ ২২৩)

পক্ষান্তরে সাহাবাগণের অন্যান্য তফসীর, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত নয়, তা 'মাওকূফ' (সাহাবার উক্তি) বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহই বেশি জানেন।

অনুরূপ তাবেঈর উক্তি, '(আয়াতটি) অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে' মুরসাল গণ্য হবে। অতঃপর তার সূত্র যদি একাধিক হয়, তাহলে মুহাদ্দেসীনদের সঠিক রায় মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। নচেৎ না।

৩। (অবতীর্ণের) কারণ বিশেষ হলেও ব্যাপক শব্দ দ্বারা বিধান গ্রহণ করা হবে।

এর দলীল হল সেই আনসারীর ঘটনা, যে এক মহিলাকে চুম্বন দিয়ে ফেলেছিল এবং তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল,

---

(7) এর হাওয়ালা দেখুন পৃষ্ঠায়

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (١١٤) سورة هود
"নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।" (হূদ ঃ ১১৪)
আনসারী বলেছিল, 'এটা কি আমার জন্যই খাস, হে আল্লাহর রসূল?'
এর অর্থ হল, এই আয়াতের বিধান কি কেবল আমারই জন্য, যেহেতু আমিই তার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ? নবী ﷺ উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে, ব্যাপক শব্দ দ্রষ্টব্য। "বরং আমার সকল উম্মতের জন্য।"
পক্ষান্তরে ব্যাপকতায় প্রবেশে কারণের ধরনটা কেমন হবে? সে ব্যাপারে অধিকাংশ উলামা মনে করেন সুনিশ্চিতভাবে। সুতরাং কোনও সীমিত বিষয় দিয়ে তা হতে বের করা বৈধ নয়। আর এটাই হল সত্যানুসন্ধানীদের রায়। অবশ্য ইমাম মালেক কর্তৃক বর্ণিত আছে, ব্যাপকতায় প্রবেশে কারণের ধরনটা হবে অন্যান্য আম বিষয়গুলির মতো অনিশ্চিতমূলক। (মুযাক্কিরাতু উসূলিল ফিক্হ, শায়খ মুহাম্মাদ আমীন শানক্বীত্বী (রাহিমাহুল্লাহ) সংক্ষেপিত ২০৬ ও ২১০পৃঃ)
৪। কখনো কখনো শানে-নুযূল একাধিক হয় এবং অবতীর্ণ আয়াত একটি হয়। যেমন লিআন প্রভৃতির আয়াত, যা ইন শাআল্লাহ যথাস্থানে দেখতে পাবেন।
আবার কখনো শানে-নুযূল একটি হয় এবং অবতীর্ণ আয়াত একাধিক হয়। যেমন আবূ তালেবের মৃত্যুর ব্যাপারে মুসাইয়িব ؓ-এর হাদীস। নবী ﷺ বলেছিলেন, "আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।" মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,
{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة
"অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" (তাওবাহ ঃ ১১৩)
এবং আবূ তালেবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল,
{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (٥٦) سورة القصص
"কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৫৬)
আর এ ব্যাপারে উদাহরণ অনেক আছে, আপনি যথাস্থানে দেখতে পাবেন ইন শাআল্লাহ।
৫। শানে-নুযূলের বাচ্য হয় কারণ-বিবরণে স্পষ্ট হবে, নচেৎ সম্ভাবনাসূচক হবে। স্পষ্ট তখন হবে, যখন বর্ণনাকারী বলবে, 'আয়াতটির শানে-নুযূল হল এই।' অথবা ঘটনা বা প্রশ্ন উল্লেখ করার পর 'অতঃপর বা তখন এই আয়াত নাযেল হল' বলবে। যেমন 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেন, অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল।' এ দুটি হল শানে-নুযূলের স্পষ্ট বাচ্য। এর আরো উদাহরণ আসবে ইন শাআল্লাহ।
আর শানে-নুযূলের সম্ভাবনাসূচক বাচ্য তখন হবে, যখন আয়াতের অর্থ বা নির্দেশে কারণ বিবরণের সম্ভাবনা থাকবে। যেমন বর্ণনাকারীর উক্তি, 'এই আয়াত এই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে কখনো সম্ভাবনা থাকে যে, সেটা তার শানে-নুযূল। আবার কখনো এই সম্ভাবনা থাকে যে, সেটা আয়াতের অর্থে শামিল। (অর্থাৎ, ঘটনার সাথে আয়াতের অর্থের সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে না যে, উক্ত ঘটনা উক্ত আয়াতের শানে-নুযূল।)
তদনুরূপ বর্ণনাকারী যদি বলে, 'আমি মনে করি এই আয়াত এই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।' অথবা 'আমার ধারণা এই আয়াত এই কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে।' এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী এই বাচ্যে নিশ্চিতরূপে বলতে পারে না যে, এটাই তার শানে-নুযূল। সুতরাং এই দুটি বাচ্যও শানে-নুযূল বা অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা বর্ণনা করে। এর উদাহরণ পরে আসবে ইন শাআল্লাহ। (মান্না' আল-ক্বাত্ত্বানের 'মাবাহিষ ফী উলূমিল কুরআন' থেকে সংক্ষেপিত)

একটি ফায়দা ঃ
কুরআনের কোন কোন অংশের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ আছে। আবার কোন কোন অংশ শানে-নুযূল ছাড়াই

শুরু থেকেই ঈমান-আকীদা, ইসলামী কর্তব্যাকর্তব্য ইত্যাদি বিধান বর্ণনা করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।[৮]
এ কথা উল্লেখ করার কারণ হল, একদা আমি {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الآيـة এর শানে-নুযূলে বর্ণিত ষা'লাবার কাহিনী যয়ীফ বললে একজন আমার কাছে তার অন্য কোন শানে-নুযূল উল্লেখ করার দাবী জানালেন।
অনুরূপভাবে {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলির জন্য যে বলা হয়েছে, আলী ও ফাতেমার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তা সহীহ নয়। বর্ণনাটিকে ইবনুল জাওযী তাঁর 'আল-মাওযূআত'[৯] কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং সুয়ূতী তাতে সহমত প্রকাশ করেছেন। এ কথা বললে একজন ঐ একই দাবী করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে আমি সতর্ক করতে পছন্দ করলাম। যাতে শানে-নুযূল বিষয়ক যার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সে ধারণা না রাখে যে, প্রত্যেকটি আয়াতেরই শানে-নুযূল আছে।
যথাসাধ্য আমি মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করলাম। অতিরিক্ত জানার ইচ্ছা হলে আপনি হাফেয সুয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ)র 'আল-ইতক্বান' পড়ুন।
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশক শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ)কে আমার ভুল-ভ্রান্তির উপর তাঁর সুনির্দেশনা ও সতর্কীকরণে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। যেহেতু তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সূক্ষ্মভাবে সব কিছু লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর আমল, সন্তান ও সম্পদে বর্কত দান করুন। আমীন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সূরা বাক্বারাহ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} الآية ٧٩

"সুতরাং তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য বলে, 'এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।' তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের শাস্তি (রয়েছে)।" (বাক্বারাহ ঃ ৭৯)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব 'খালক্বু আফআলিল ইবাদ'এ বলেছেন, আমাদেরকে য়্যাহয়্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে অকী' হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফয়্যান হতে, তিনি আব্দুর রহমান বিন আলক্বামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ}

'এ আয়াত আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান)দের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।'
হাদীসের বর্ণনাকারীগণ 'সহীহ'র বর্ণনাকারী। তবে আব্দুর রহমান বিন আলকামা নয়। অবশ্য নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ও ইজলী তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন। ইবনে শাহীন বলেছেন, ইবনে মাহদী বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য প্রামাণিকদের অন্যতম।' (তাহযীবুত তাহযীব)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية ٨٩

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে বিজয় কামনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের নিকট এল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক।" (বাক্বারাহ ঃ ৮৯)
ইবনে ইসহাক বলেছেন, আর আমাকে আস্বেম বিন উমার বিন কাতাদাহ তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের কিছু লোক

---

(৮) (আবার কোন অংশের হয়তো কোন শানে-নুযূল আছে, কিন্তু তা বর্ণিত হয়নি অথবা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।)----অনুবাদক
(৯) নববী আহলে বায়তের ফযীলতে এই হাদীস এবং অনুরূপ আরো অন্য যয়ীফ ও জাল হাদীস আমরা আমাদের কিতাব 'রিয়াযুল জান্নাহ'তে উল্লেখ করেছি। এ সকল বাতিল হাদীস থেকে আল্লাহ নবী ﷺ-এর আহলে বায়তকে অমুখাপেক্ষী করেছেন।

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলল, মহান আল্লাহর রহমতের সাথে যে জিনিস আমাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করল এবং আমাদেরকে তার দিকে পথপ্রদর্শন করল, তা হল যা আমরা ইয়াহুদী লোকেদের কাছে শুনতাম। আমরা ছিলাম মুশরিক ও পৌত্তলিক। আর আহলে কিতাবের নিকট এমন জ্ঞান ছিল, যা আমাদের নিকট ছিল না। সর্বদা তাদের ও আমাদের মাঝে লড়াই-ঝগড়া লেগেই থাকত। সুতরাং যখন তাদের অপছন্দনীয় কিছু তাদের নিকট লাভ করতাম (তাদের উপর বিজয়ী হতাম), তখন ওরা বলত, 'সে যুগ নিকটবর্তী হয়েছে, এখন একজন নবী প্রেরিত হবেন। আমরা তাঁর সাথে যুদ্ধ ক'রে তোমাদেরকে আদ ও ইরামের মতো হত্যা করব।' আমরা ওদের নিকট থেকে এ কথা অনেক বার শুনতাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি আমাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান করলে আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম। আমাদেরকে যা দিয়ে হুমকি দিত, তা জেনে নিয়ে আমরা অগ্রণী হয়ে তাঁকে বিশ্বাস করলাম এবং ওরা তাঁকে অবিশ্বাস করল। সুতরাং আমাদের ও ওদের ব্যাপারে বাক্বারার আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল,

{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ}

(সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২১১) এটি হাসান হাদীস। যেহেতু ইবনে ইসহাক যখন স্পষ্টভাবে হাদীস শোনার কথা বলবেন, তখন তাঁর হাদীস হাসান, যেমন হাফেয যাহাবী মীযান-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} الآية ٩٧

"(হে নবী!) বল, 'যে জিব্রাঈলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক, সে (জিব্রাঈল) তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।" (বাক্বারাহ ঃ ৯৭)

ইমাম আহমাদ (তাঁর মুসনাদ ১/২৭৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে আবূ আহমাদ[১০] হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বিন অলীদ ইজলী হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর ছিল সুদর্শন দেহ। তাঁকে আমরা হাসানের নিকট দেখেছি। তিনি বুকাইর বিন শিহাব হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আবুল কাসেম! আমরা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব, যদি আপনি তার খবর আমাদেরকে বলতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে 'নবী' জানব এবং আপনার অনুসরণ করব।' সুতরাং তিনি তাদের নিকট সেই অঙ্গীকার নিলেন, যা ইসরাঈল তাঁর পুত্রদের কাছে নিয়েছিলেন। অতঃপর তারা যখন বলল, 'আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।' (সূরা ইউসুফ ৬৬ আয়াত দ্রঃ) তখন তিনি বললেন, "জিজ্ঞাসা কর।"

তারা বলল, 'নবীর নিদর্শন বলুন?' তিনি বললেন, "তাঁর চক্ষুদ্বয় নিদ্রিত হয়, কিন্তু হৃদয় নিদ্রিত হয় না।"

তারা বলল, 'মহিলা কীভাবে পুত্র-কন্যা জন্ম দিয়ে থাকে বলুন?' তিনি বললেন, "দুটি পানি মিলিত হয়। অতঃপর যদি পুরুষের পানি মহিলার পানির উপর বিজয়ী হয়, তাহলে পুত্র-সন্তান জন্ম দেয়। আর যখন মহিলার পানি পুরুষের পানির উপর বিজয়ী হয়, তাহলে কন্যা-সন্তান জন্ম দেয়।" তারা বলল, 'ইসরাঈল নিজের উপর কী হারাম করেছিলেন বলুন?' তিনি বললেন, "তিনি সাইঅ্যাটিকা (পাছার বাতের) রোগী ছিলেন। সুতরাং অমুক অমুক দুধ ছাড়া অন্য কিছু মনোমতো খাবার পেতেন না।"

আব্দুল্লাহ বলেন, আমার আব্বা বলেছেন, কিছু উলামা বলেছেন, 'তাঁর উদ্দেশ্য ঃ উট। তিনি তার মাংস হারাম করেছিলেন।'

তারা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। রা'দ (বজ্রধ্বনি) সম্বন্ধে বলুন।' তিনি বললেন, "তিনি মহান আল্লাহর একজন ফিরিশ্তা, মেঘমালা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত। তাঁর হাতে আছে আগুনের চাবুক, তার দ্বারা মেঘমালা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা ক'রে থাকেন।" তারা বলল, 'তাহলে যে শব্দ শোনা যায়, সেটা কী?' তিনি বললেন, "সেটা তারই শব্দ।" তারা বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। বাকী আছে একটি,

---

(10) তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ যুবাইরী।

যার ভিত্তিতে আমরা বায়আত করব, যদি আপনি তার ব্যাপারে আমাদেরকে বলতে পারেন। যেহেতু এমন কোন নবী নেই, যাঁর নিকট সংবাদবাহী একজন ফিরিশ্তা আসেন না। আপনি বলুন, আপনার সঙ্গী কে?' তিনি বললেন, "জিবরীল (আলাইহিস সালাম)।" তারা বলল, 'জিবরীল তো সেই ফিরিশ্তা, যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আযাব নিয়ে অবতরণ করে, সে তো আমাদের শত্রু। যদি আপনি মীকাঈল বলতেন, যিনি রহমত, উদ্ভিদ ও বৃষ্টি নিয়ে অবতরণ করেন, তাহলে হতো।' অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{قل مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} إلى آخر الآية.

মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৮/২৪২)এ হাইষামী বলেছেন, হাদীসটিকে আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। আবূ নুআইম তাঁর হিল্য়্যাহ (৪/৩০৫)তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের সনদে রয়েছে বুকাইর বিন শিহাব। যাঁর ব্যাপারে হাফেয তাক্বরীব কিতাবে বলেছেন, 'মাকবূল' (গ্রহণযোগ্য)। অর্থাৎ, যখন তার সমর্থক রাবী পাওয়া যাবে। নচেৎ তিনি নরম (দুর্বল); যেমন তিনি ভূমিকায় সতর্ক করেছেন। তবে হাদীসটির ইবনে আব্বাস পর্যন্ত অন্যান্য সূত্রও আছে; যেমন তফসীর ইবনে জারীরে আছে। তার মধ্যে একটি সূত্র, যা ইমাম আহমাদ (১/২৮৭), ত্বায়ালিসী (২/১১), ইবনে জারীর ১/৪৩১, ইবনে সা'দ ১/১১৬ শাহ্র বিন হাওশাব সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর এ ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন যে, আয়াতটি বানী ইসরাঈলের ইয়াহুদীদের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তারা তাদের ধারণা প্রকাশ করল যে, জিবরীল তাদের শত্রু এবং মীকাঈল তাদের বন্ধু। সুতরাং ইজমা উক্ত সূত্র দুটির সমর্থক হবে, যেহেতু তাতে দুর্বলতা রয়েছে। প্রথম সূত্রে দুর্বলতা রয়েছে, কারণ বুকাইর বিন শিহাবের বিরোধিতা করা হয়েছে। যেমন বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর (২/১১৪-১১৫)এ রয়েছে। সুতরাং সুফয়্যান সাওরী হাবীব হতে, তিনি সাঈদ হতে তিনি ইবনে আব্বাস হতে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সূত্রে শাহরের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الآية ١٠٩

"সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (বাক্বারাহঃ ১০৯)

কিতাবুল আখলাকে আবুশ শায়খ বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইবনে আবী আসেম, তিনি বলেন, আমাদেরকে আম্র বিন বিশ্র বিন সাঈদ[১১] হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি উসামা বিন যায়দ হতে, তিনি তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার পিঠে চড়ে সা'দকে বললেন, "তুমি কি শোনোনি, আবুল হুবাব (তাঁর উদ্দেশ্য আব্দুল্লাহ বিন উবাই) এই এই বলেছে?" সা'দ বিন উবাদা বললেন, 'ওকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করুন।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ আহলে কিতাব ও মুশরিকদেরকে ক্ষমা করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে আবী আসেম বিশাল হাফেয। তাঁর পরিচিতি-বিবরণ রয়েছে তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/৬৪০)এ। আর বাকীদের রয়েছে তাহযীবুত তাহযীবে। আর হাদীসটি সহীহ (বুখারী ৪৫৬৬, ৬২০৭নং)তে শুআইব বিন আবী হামযার সূত্রে উক্ত সনদ-সহ রয়েছে। তবে সহীহতে শানে-নুযূলের কথা নেই। এমনটাই বলা হয়েছে তফসীরে ইবনে আবী হাতেমে, যেমন রয়েছে তফসীরে ইবনে কাষীর (১/১৩৫)এ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية ١١٥

"পূর্ব ও পশ্চিম (সর্বদিক) আল্লাহরই। সুতরাং যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহরই দিক

---

(11) মূল কপিতে এমনটাই আছে। সঠিক হল বিশ্র বিন শুআইব। আর তিনি হলেন যুহরী হতে বর্ণনাকারী হাদীসের রাবী, যেমন বুখারী (৯/২৯৯) ও উমদাতুল ক্বারী (১৮/১৫৫)তে রয়েছে।

(মুখমন্ডল)।” (বাক্বারাহ ঃ ১১৫)
ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৫/২০৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ বিন উমার কাওয়ারীরী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে য়্যাহয়া বিন সাঈদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল মালেক বিন আবী সুলাইমান হতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে সাঈদ বিন জুবাইর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমার হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের পথে নিজের সওয়ারীর উপর তার সম্মুখ অনুযায়ী নামায পড়তেন। এই ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে,

{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}.

হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী তফসীর অধ্যায়ে (৪/৬৮), নাসাঈ (১/১৯৬), আহমাদ মুসনাদে (২/২০), ইবনে জারীর (১/৫০৩)এ। আর তিরমিযী বলেছেন, 'হাসান সহীহ হাদীস।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} الآية ١٢٥

'তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর।' (বাক্বারাহ ঃ ১২৫)
ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে (২/৫১)এ বলেছেন, আমাদেরকে আম্র বিন আওন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হুশাইম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস হতে, (তিনি বলেছেন,) উমার বলেছেন, “তিনটি বিষয়ে আমি আমার প্রতিপালকের সাথে একমত হয়েছি ঃ একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা (নামাযের জায়গা)রূপে গ্রহণ করি?' সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

আর পর্দার আয়াত, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করতে আদেশ দিতেন? যেহেতু তাদের সাথে ভালো-মন্দ (সবাই) কথা বলছে। সুতরাং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।
একদা নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর ব্যাপারে ঈর্ষা করাতে একমত হল। আমি তাদেরকে বললাম,

{عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ}

“যদি সে (নবী) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী।” (তাহরীম ঃ ৫)
সুতরাং উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল।”
অতঃপর ইমাম বুখারী তফসীর অধ্যায়ে (৯/২৩৫এ) উল্লেখ করেছেন। সেখানে হুশাইমের সমর্থক রাবী হিসাবে য়্যাহয়া বিন সাঈদকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে দুই জায়গায় সনদহীন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। সেখানে হুমাইদ আনাসের নিকট যে সরাসরি শুনেছেন, তা স্পষ্ট করা হয়েছে। হাফেয (ইবনে হাজার) ফাতহুল বারী (২/৫১)তে বলেছেন, 'সুতরাং তাদলীস থেকে নিরাপদ হল।'
হাদীসটিকে তিরমিযীও (৪/৬৯এ) উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, 'এটি হাসান সহীহ হাদীস। এই বাবে ইবনে উমার থেকেও বর্ণিত হাদীস আছে।' তবে তিনি কেবল মাক্বামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা বানানোর কথাই উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাষীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে (১/১৬৯এ) নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর হাওয়ালা দিয়েছেন। ইবনে মাজাহ (১/২৪) ও ত্বাবারী (১/৫৩৪) তিরমিযীর অনুরূপ।
হাদীসটিকে মুসলিমও (তাঁর সহীহ গ্রন্থের) মানাক্বিব অধ্যায়ে ইবনে উমারের হাদীস হিসাবে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে মাক্বামে ইব্রাহীম, বদর যুদ্ধের বন্দী ও পর্দার কথা উল্লেখ আছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} الآية ١٤٢

“নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, 'তারা এ যাবৎ যে ক্বিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?” (বাক্বারাহ ঃ ১৪২)
ইবনে ইসহাক বলেন, আমাকে ইসমাঈল বিন আবী খালেদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবী ইসহাক হতে,

তিনি বারা' হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়তেন এবং (ক্বিবলার ব্যাপারে) আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় অনেকানেক আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

"আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব (নামাযে) তুমি মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বাগৃহের) দিকে মুখ ফেরাও।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৪)

এর ফলে মুসলিমদের কিছু লোক বলল, আমাদের জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, ক্বিবলা পরিবর্তনের পূর্বে যে মারা গেছে, তার নামাযের অবস্থা কী? সুতরাং আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}

"আর আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান তথা নামায)কে ব্যর্থ করবেন।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

আর নির্বোধ লোকেরা বলল যে, 'তারা এ যাবৎ যে ক্বিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} إلى آخر الآية

"নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, 'তারা এ যাবৎ যে ক্বিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই! তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪২)

(লুবাবুন নুক্বূল ফী আসবাবিন নুযূল, হাফেয সুয়ূত্বী এবং তফসীর ইবনে কাষীর থেকে উদ্ধৃত)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} الآية ١٤٣

"আর আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান তথা নামায)কে ব্যর্থ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

ইমাম বুখারী (৯/২৩৭এ) বলেছেন, আমাদেরকে আবূ নুআইম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহাইরের নিকট শুনেছেন, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি বারা' ﷺ হতে, (তিনি বলেছেন,) নবী ﷺ ১৬ অথবা ১৭ মাস বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়েছেন। তিনি পছন্দ করতেন যে, তাঁর ক্বিবলা কা'বাগৃহ হোক। তিনি (কা'বার দিকে মুখ ক'রে সর্বপ্রথম) আসরের নামায পড়েন। তাঁর সাথে একদল লোক নামায পড়ল। অতঃপর যারা তাঁর সাথে নামায পড়ল, তাদের মধ্যে একজন মসজিদ-ওয়ালা (সালাতরত মুসল্লী)দের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে দেখল, তারা রুকূ অবস্থায় আছে। সে বলল, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ ক'রে নামায পড়লাম। সুতরাং তারা ঐ অবস্থাতেই কা'বার দিকে ঘুরে গেল। কা'বা ক্বিবলা হওয়ার পূর্বে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কিছু লোক খুন হয়েছিলেন, তাদের জন্য জানি না, আমরা কী বলব? সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ}

হাদীসটিকে বুখারী ঈমান অধ্যায়েও (১/১০৩এ) উদ্ধৃত করেছেন। হাফেয (ইবনে হাজার) ফাতহুল বারী (১/১০৪এ) বলেছেন, গ্রন্থকারের তফসীর অধ্যায়ে সওরীর সূত্রে আছে, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, (তিনি বলেছেন,) আমি বারা'কে (বলতে) শুনেছি। সুতরাং আবূ ইসহাকের তাদলীস করার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ হল।

হাদীসটিকে আরও উদ্ধৃত করেছেন, আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী ১/৮৫, ইবনে সা'দ দ্বিতীয় বিভাগ ১/৫, ইবনে জারীর ২/১৭ বারা' ও ইবনে আব্বাস হতে, তিরমিযী ৪/৭০, আর তিনি বলেছেন, 'হাসান-সহীহ।' আবূ দাউদ ৪/৩৫৪, ত্বায়ালিসী ২/১২, হাকেম ২/২৬৯, আর তিনি বলেছেন, 'সনদ সহীহ' এবং যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} الآية ١٤٤

"আকাশের দিকে তোমার বারংবার মুখ ফিরানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৪)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে (২/৪৮)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন রাজা', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল, তিনি আবী ইসহাক হতে, তিনি বারা' বিন আযেব হতে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ ১৬ অথবা ১৭ মাস বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়েছেন। তিনি পছন্দ করতেন যে, তাঁর ক্বিবলা কা'বাগৃহ হোক। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}

সুতরাং তিনি কা'বার দিকে মুখ করলেন। কিছু নির্বোধ লোক---যারা ইয়াহুদী ছিল তারা---বলতে লাগল,

{مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

'তারা এ যাবৎ যে ক্বিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' (মহান আল্লাহ বললেন,) বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই! তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' (বাক্বারাহ ঃ ১৪২)

অতঃপর নবী ﷺ-এর সাথে এক ব্যক্তি নামায পড়ল। অতঃপর নামায পড়ার পর সে বের হল। অতঃপর আনসারদের এক জামাআতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে দেখল, তারা বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ ক'রে আসরের নামায পড়ছে। সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল, সে নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছে এবং তিনি মক্কার দিকে মুখ ক'রে ছিলেন। সুতরাং তারা ঘুরে গিয়ে কা'বার দিকে মুখ করল।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী ৪/৭৯ এবং তিনি বলেছেন, 'হাসান-সহীহ।'

উদ্ধৃত করেছেন, ইবনে মাজাহ ১০১০নং, আর তাতে রয়েছে, {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} এর শানে-নুযূল।

উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ ৪/২৭৪, দারাক্বুত্বনী ১/২৭৪, ইবনে আবী হাতেম; যেমন ইবনে কাষীরে রয়েছে।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে সা'দ ত্বাবাক্বাতে ৪র্থ খন্ড ২য় ভাগে। আর তাঁদের দুজনের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, কিছু নির্বোধ লোকে বলল, 'তারা এ যাবৎ যে ক্বিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.

"বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই! তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪২)

আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ৫/১১ আনাসের হাদীস হিসাবে, অনুরূপ ইবনে সা'দ ৪র্থ খন্ড ২য় ভাগে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية ١٥٨

"নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া (পাহাড় দু'টি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে, তার জন্য এই (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষিণ (সাঈ) করলে কোন পাপ নেই। আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য কাজ করলে, আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাতা।" (বাক্বারাহ ঃ ১৫৮)

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৪/২৪৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল য়্যামান, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শুআইব, তিনি যুহরী হতে, (তিনি বলেন,) উরওয়া বলেছেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা ক'রে বললাম, 'মহান আল্লাহর বাণী,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

সম্বন্ধে আপনার রায় কী? আল্লাহর কসম! (আয়াত দ্বারা মনে হচ্ছে,) স্বাফা-মারওয়ার সাঈ না করলে কোন পাপ নেই।' তিনি বললেন, 'তুমি খুব খারাপ কথা বললে বোনপো! এই আয়াতের অর্থ যদি তাই হতো, যা তুমি করলে, তাহলে বলা হতো, 'উভয়ের সাঈ না করলে কোন পাপ নেই।' কিন্তু আয়াতটি আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাগূত মানাত (মূর্তি)র উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধত, মুশাল্লাল

(নামক জায়গায়) তারা যার পূজা করত। সুতরাং যে ইহরাম বাঁধত, সে সাফা-মারওয়ার সাঈ করতে পাপবোধ করত। অতঃপর তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল, বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা সাফা-মারওয়ার সাঈ করতে পাপবোধ করতাম।' সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'দুটি পাহাড়ের মাঝে সাঈ করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং তার মাঝে সাঈ বর্জন করার এখতিয়ার কারো নেই।'

(উরওয়া বলেন,) অতঃপর আমি আবূ বাকর্ বিন আব্দুর রহমানকে (বিষয়টি) জানাই। তিনি বলেন, 'এই হল জ্ঞান। আমি (ইতিপূর্বে) শুনিনি। অবশ্য আমি অনেক জ্ঞানবান লোকেদেরকে উল্লেখ করতে শুনেছি, আয়েশা যে লোকেদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা মানাতের জন্য ইহরাম বাঁধত, তারা ছাড়া সকলেই সাফা-মারওয়ার সাঈ করত। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন কুরআনে কা'বার তওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার সাঈর কথা উল্লেখ করলেন না, তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা সাফা-মারওয়ার সাঈ করতাম। আর মহান আল্লাহ (কেবল) কা'বার তওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন এবং সাফা-মারওয়ার সাঈর কথা উল্লেখ করেননি, তাহলে আমরা সাফা-মারওয়ার সাঈ করলে কি কোন পাপ হবে?' সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية

আবূ বাকর্ বলেন, 'তাহলে শুনছি যে, এই আয়াত দুটি দলের সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জাহেলী যুগে সাফা-মারওয়ার সাঈ করতে পাপবোধ করত তাদের ব্যাপারে এবং যারা (জাহেলী যুগে) সাঈ করত অতঃপর ইসলাম গ্রহণের পর তার সাঈ করতে পাপবোধ করল, তাদের ব্যাপারেও। এই কারণে যে, মহান আল্লাহ কা'বার তওয়াফ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ সাফা-(মারওয়ার সাঈ)র নির্দেশ দেননি। পরিশেষে কা'বার তওয়াফের কথা উল্লেখ করার পর এর কথা উল্লেখ করলেন।'

হাদীসটিকে বুখারী অন্যত্র (৪/৩৬৪)এ উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে তিনি আবূ বাকর্ বিন আব্দুর রহমান ও তাঁর উক্তি উল্লেখ করেননি। যেমন (১০/২৩৬)এ সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করেছেন।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৯/২১-২৪)এ। উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৭০)এ। আর বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান সহীহ।' তাতে এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, 'অতঃপর আমি আবূ বাকর্ বিন আব্দুর রহমানকে (বিষয়টি) জানাই'--এ কথার বক্তা হলেন যুহরী (উরওয়া নয়)।

হাদীসটিকে আবূ দাউদও (২/১২১) উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে আবূ বাকর্ বিন আব্দুর রহমানকে যুহরী যা বলেছিলেন, তা নেই।

উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈও (৫/১৯০)এ ঠিক আবূ দাউদের মতো।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ (২৯৮৬নং), ইমাম আহমাদ (৬/১৪৪, ১৬২, ২২৭), ইমাম মালেক (মুঅত্ত্বা ১/৩৩৮), হুমাইদী (১/১০৭)।

পক্ষান্তরে বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৯/২৪২), মুসলিম (৯/২৪), তিরমিযী (৪/৭১)এ এবং তিনি সহীহ বলেছেন। সকলে আনাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সাফা-মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, 'আমরা মনে করতাম বিষয়টা জাহেলী যুগের। সুতরাং ইসলাম এলে তার (সাঈ) হতে বিরত হলাম। তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

আর এ কথা মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} الآية ١٨٧

"রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের

পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থে (৫/৩১)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ বিন মূসা, তিনি ইস্রাঈল হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি বারা' ﵁ হতে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণের মধ্যে এমন প্রচলিত ছিল যে, রোযা অবস্থায় ইফতারীর সময় হলে কোন লোক ইফতারী করার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়লে সে রাত্রি এবং পরবর্তী দিনেও সন্ধ্যা (ইফতারীর সময়) না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারত না। একদা কাইস বিন স্বিরমাহ আনসারী রোযা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর ইফতারীর সময় হলে স্ত্রী সহবাস করার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে কোন খাবার আছে?' সে বলল, 'না। তবে যাই, আপনার জন্য (খাবারের) ব্যবস্থা করি।' তিনি দিনের বেলায় কাজ করতেন। (অপেক্ষা করতে করতে) তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে ঘুমাতে দেখে বলল, 'আপনি বঞ্চিত হলেন।' অতঃপর দিনের মাঝামাঝি সময় এসে উপস্থিত হলে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

তখন সকলে প্রচন্ড খুশী হলেন। আর অবতীর্ণ হল,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}.

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী তফসীর অধ্যায়ে পুনঃ উদ্ধৃত করেছেন। তার সনদে কিছু পরিবর্তন আছে এবং সেখানে আবূ ইসহাকের শোনার কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। তার শব্দাবলী হল, রমযানের রোযা যখন ফরয হল, তখন পুরো রমযান তারা স্ত্রীদের নিকটবর্তী হতেন না। কিছু লোক (সহবাসের মাধ্যমে) আত্মপ্রতারণা করত। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ} الآية.

প্রকাশ্যতঃ দুটি শানে-নুযূলে ভিন্নতা রয়েছে। তবে এতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি ওদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এদের ব্যাপারেও অবতীর্ণ হয়েছে।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (২/২৬৫), নাসাঈ (৪/১২১), তিনি বুখারীর উভয় হাদীসকে একত্রিত করেছেন। তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে, দুটি ঘটনাই ছিল আয়াতের শানে-নুযূল।
আরো উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ (৪/২৯৫), দারেমী (২/৫)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِنَ الْفَجْرِ} الآية ١٨٧

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (৫/৩৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আবী মারয়্যাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাযেম, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি সাহল বিন সা'দ হতে,
অন্যসূত্রে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আবী মারয়্যাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ গাস্সান মুহাম্মাদ বিন মুত্বার্রিফ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ হাযেম, তিনি সাহল বিন সা'দ হতে, তিনি বলেছেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল এবং

{مِنَ الْفَجْرِ}

এই অংশটি অবতীর্ণ হয়নি। ফলে কিছু লোক ছিল, তারা রোযা রাখার ইচ্ছা করলে, তাদের কেউ কেউ তার পায়ে সাদা ও কালো সুতো বেঁধে নিতো এবং দৃশ্যে উভয় সুতোর পার্থক্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত খেতেই থাকত।

অতঃপর অবতীর্ণ হল,

{مِنَ الْفَجْرِ}

ফলে তারা জানতে পারল যে, (কালো ও সাদা সুতো বলতে) উদ্দেশ্য, রাত ও দিন।
হাদীসটিকে তফসীর অধ্যায়ে শেষোক্ত সনদে ইবনে আবী মারয়্যামের হাদীস হিসাবে পুনঃ উদ্ধৃত করেছেন। আর এটি হল সেই বিরল হাদীসসমূহের একটি, যা তিনি কোন পরিবর্তন ছাড়াই পুনঃ উদ্ধৃত করেছে।
হাদীসটিকে মুসলিমও (৭/২২০এ) উদ্ধৃত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} الآية ١٨٩.

“পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ নয়; কিন্তু পুণ্যের কাজ হল সংযম অবলম্বন করে চলা। অতএব তোমরা দরজাসমূহ দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে।” (বাক্বারাহ ঃ ১৮৯)
ইমাম বুখারী (৪/৩৭০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল অলীদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু’বাহ, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি বলেন, আমি বারা’কে বলতে শুনেছি, এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আনসারগণ হজ্জ ক’রে ফিরে এলে তাঁরা তাঁদের বাড়ির দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন না; বরং তার পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করতেন। একদা এক আনসারী ব্যক্তি (হজ্জ থেকে ফিরে) এসে তিনি তাঁর বাড়ির দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাঁকে তার জন্য লজ্জা দেওয়া হয়। অতঃপর অবতীর্ণ হয়,

{وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}.

হাদীসটিকে বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তফসীর অধ্যায়ে (৯/২৪৯এ) পুনঃ উদ্ধৃত ক’রে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ বিন মূসা, তিনি ইস্রাঈল হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে।
উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৮/১৬১), ত্বায়ালিসী (২/১২), হাকেম মুস্তাদরাক (১/৪৮৩) জাবেরের হাদীস রূপে। আর তাতে আছে, আনসার ও (হুম্‌স বা কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য) আরবগণ (দরজা দিয়ে প্রবেশ করত না)। তাতে বারা’র হাদীসে অস্পষ্ট ব্যক্তির বিবরণ, আর তিনি হলেন কুত্ববাহ বিন আমের। আর হাকেম বলেছেন, বুখারী-মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ এবং যাহাবী তাতে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অথচ তাঁরা উভয়ে যা বলেছেন, তা সঠিক নয়। কারণ আবুল জাওয়াব, যার নাম আহওয়াস বিন জাওয়াব ও আম্মার বিন রুযাইক উভয়ের হাদীস বুখারী একটিও বর্ণনা করেননি, যেমন তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি কেবল মুসলিমের শর্তে সহীহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية ١٩٥.

“তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। আর তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।” (বাক্বারাহ ঃ ১৯৫)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (৯/২৫১তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নায্‌র, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু’বাহ, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলের নিকট শুনেছি, তিনি হুযাইফা হতে, তিনি বলেছেন,

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

এই আয়াতটি খরচের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৭৩এ), তিনি বলেছেন, হাসান গারীব হাদীস, আবূ আইয়ুবের হাদীস রূপে সহীহ। আর তার শব্দাবলী হল, তিনি বলেছেন, আসলাম আবূ ইমরান তুজীবী বলেছেন, একদা আমরা রোম শহরে ছিলাম। রোমকরা আমাদের দিকে বিরাট কাতারবিশিষ্ট রোমক সৈন্য বের করল। সুতরাং মুসলিমদের মধ্য হতেও অনুরূপ অথবা তারও বেশী সৈন্য বের হয়ে গেল। তখন মিসরের আমীর ছিলেন

উকবাহ বিন আমের। সৈন্যদলের আমীর ছিলেন ফাযালাহ বিন উবাইদ। এক সময় মুসলিমদের এক ব্যক্তি আক্রমণের উদ্দেশ্যে রোমকদের বূহ্য ভেদ ক'রে তাদের ভিতরে প্রবেশ করল। তা দেখে লোকেরা চিৎকার ক'রে বলতে লাগল, 'সুবহানাল্লাহ! ও নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।' তা শুনে আবূ আইয়ুব আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াতের এই অর্থ গ্রহণ করছ। কিন্তু আসলে এই আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ যখন ইসলামকে বিজয়ী করলেন এবং তার সাহায্যকারী অনেক হয়ে গেল, তখন আমাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না জানিয়ে গোপনে বলল, আমাদের ধন-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আর আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং তার সাহায্যকারী অনেক হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি (জিহাদে না গিয়ে) ধন-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ক'রে যা নষ্ট হয়ে গেছে, তা মেরামত করি, (তাহলে কত ভালো হয়।) ফলে আল্লাহ তাঁর নবীর উপর আয়াত অবতীর্ণ ক'রে সে কথার জবাব দেন, যা আমরা বলেছিলাম।

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

সুতরাং 'ধ্বংস' ছিল ধন-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, তা ঠিক ও মেরামত করা এবং যুদ্ধ বর্জন করা।'

তাই আবূ আইয়ুব রোম দেশে কবরস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।

তিরমিযীর হাদীসের মতোই হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ। তবে তিনি বলেছেন, 'সৈন্যদলের আমীর ছিলেন আব্দুর রহমান বিন খালেদ বিন অলীদ।'

তিরমিযীর হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান মাওয়ারিদুয যামআন (৪০১পৃঃ)তে। ত্বায়ালিসী (২/১৩), হাকেম (২/২৭৫), আর তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি। যাহাবী এতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু আসলাম আবূ ইমরানের কোন হাদীস তাঁরা বর্ণনা করেননি। তাহলে হাদীসটি তাঁদের শর্তে সহীহ নয়। অবশ্য আসলাম নির্ভরযোগ্য রাবী, যেমন বলা হয়েছে তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে।

মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/৩১৭)এ আছে, আবূ জুবাইরা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আনসারগণ সাদকা করতেন এবং মাশাআল্লাহ দান করতেন। অতঃপর তাঁদের উপর কোন বিপদ এলে দান বন্ধ ক'রে দিলেন। এই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

ত্বাবারানী এটিকে তাঁর কাবীর ও আওসাত্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর উভয় গ্রন্থের বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। তবে আওসাত্বে অতিরিক্ত আছে,

{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

নু'মান বিন বাশীর কর্তৃক বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহর উক্তি

{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

এর ব্যাপারে বলেছেন, লোকে পাপ ক'রে বলত, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না।' তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

ত্বাবারানী এটিকে তাঁর কাবীর ও আওসাত্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর উভয় গ্রন্থের বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী।

ফাতহুল বারী (৯/২৫১)তে বারা'র হাদীসরূপে অনুরূপ উল্লিখিত রয়েছে। হাফেয বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ।' অতঃপর বলেছেন, 'প্রথমোক্ত উক্তিটাই বেশি স্পষ্ট। যেহেতু আয়াতের শুরুতে ব্যয় করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং শানে নুযূলে সেটাই নির্ভরযোগ্য।

আমি বলি, বর্ণনা দুটিকে, অর্থাৎ নু'মান ও বারা'র বর্ণনাকে বাতিল গণ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু দুটিই সহীহ। সুতরাং আয়াতটিতে সে ব্যক্তিও শামিল, যে জিহাদ ত্যাগ করে ও কার্পণ্য করে এবং সেই ব্যক্তিও শামিল, যে পাপ ক'রে ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। এ কথা মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে, সকলের জন্যই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية ١٩٦

“আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর।” (বাক্বারাহঃ ১৯৬)
ত্বাবারানী বলেছেন---যেমন মাজমাউল বাহরাইন মিন যাওয়ায়িদিল মু'জামাইন (পান্ডুলিপি ২/১৪১)এ রয়েছে, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ,[১২] তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সাবেক, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম বিন ত্বাহমান, তিনি আবুয যুবাইর হতে, তিনি আত্বা বিন আবী রাবাহ হতে, তিনি সাফওয়ান বিন য়্যা'লা বিন উমাইয়াহ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার উমরার ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করবেন?' সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “উমরার ব্যাপারে জিজ্ঞাসক কে?” লোকটি বলল, 'আমি।' তিনি বললেন, “তুমি তোমার কাপড় খুলে ফেলে গোসল কর ও সাধ্যমতো পরিচ্ছন্ন হও। অতঃপর তুমি তোমার হজ্জে যা কর, তাই তোমার উমরাতে কর।”
আবুয যুবাইর থেকে ইব্রাহীম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং আবুয যুবাইর আত্বা ও সাফওয়ানের মাঝে কাউকে প্রবিষ্ট করেননি। হাদীসটিকে মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন আত্বা হতে, তিনি সাফওয়ান হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে। আমি (ত্বাবারানী) বলি, 'এটা সহীহ (বুখারী)তে রয়েছে, তবে তাতে

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

মহান আল্লাহর এই উক্তি নেই।'
মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/২০৫)এ (হাইষামী) বলেছেন, য়্যা'লা বিন উমাইয়া বলেছেন, “এক ব্যক্তি 'খালূক'[১৩] মেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল, যার টুকরা তার উপর দৃশ্যমান ছিল। সে উমরার ইহরাম বেঁধেছিল।” অতঃপর বাকী হাদীস উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'এটিকে ত্বাবারানী আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী।' হাফেয (ইবনে হাজার) ফাতহুল বারীতে উল্লেখ ক'রে তার ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।
পক্ষান্তরে ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীরে হাদীসটিকে 'গারীব' (উদ্ভট) বলার কোন কারণ নেই। যেহেতু ত্বাবারানীর বর্ণনায় রয়েছে, এর প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

এটি বুখারী-মুসলিমের হাদীসকে স্পষ্ট করে। যাতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হল।'
বাকী থাকল ইবনে আবী হাতেমের নিকট সনদে, 'সাফওয়ান বিন উমাইয়া হতে', যা মনে হয়, তা এই যে, 'তিনি তাঁর পিতা হতে'---এই অংশটি ছুটে গেছে। হাদীসের সনদ হবে, 'সাফওয়ান বিন য়্যা'লা বিন উমাইয়া হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে।' যেমন বুখারী-মুসলিম, ত্বাবারানীর আওসাত্ব প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية ١٩٦

“অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে, তার পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্ইয়া (বিনিময়) দেবে।” (বাক্বারাহঃ ১৯৬)
ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৪/৩৮৭তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ নুআইম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাইফ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলার নিকট শুনেছি যে, কা'ব বিন উজরাহ তাঁকে

(12) মূল কপিতে হাদ্দাষানা আহমাদ ও হাদ্দাষানা মুহাম্মাদের মাঝে কিছু জায়গা সাদা আছে।
(13) 'খালূক' হল, জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়।----অনুবাদক

হাদীস বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, আমি হুদাইবিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দাঁড়ালাম। তখন আমার মাথা থেকে উকুন ঝড়ে পড়ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, "তোমার পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তুমি তোমার মাথা নেড়া করো।" তিনি বলেন, আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হল,

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إلى آخرها.

অতঃপর নবী ﷺ বললেন,

(صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك مما تيسر).

"তুমি তিনটা রোযা রাখো অথবা এক 'ফারাক' (৩ সা'= মোটামুটি সাড়ে ৭ কেজি খাদ্য) ছয়জন (মিসকীন)কে সাদকা কর অথবা সাধ্যমতো (ছাগল) কুরবানী কর।"

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী (৯/২৫২তে) তফসীর অধ্যায়েও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন (৮/৪৫১তে) যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়েও উদ্ধৃত করেছেন।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৮/১১৯-১২০)তে, তিরমিযী (৪/৭৩)তে এবং তিনি বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।'

উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (২/১১), ইবনে মাজাহ ৩০৭৯নং, ইমাম আহমাদ (৪/২৩১, ২৪২-২৪৩, ত্বায়ালিসী (২/১৩), দারাকুত্বনী (২/২৯৮), ইবনে জারীর ২য় খন্ড বিভিন্ন সূত্রে কা'ব বিন উজরা থেকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} الآية ١٩٧.

"আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৭)

ইমাম বুখারী (৪/১২৭এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন বিশ্র, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাবাবাহ, তিনি অর্কা হতে, তিনি আম্র বিন দীনার হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, ইয়ামানবাসীরা হজ্জ করত, কিন্তু পাথেয় সাথে নিতো না। তারা বলত, আমরা (আল্লাহর উপর) ভরসাকারী। অতঃপর যখন মদীনায় আসত, তখন যাচ্ঞা (ভিক্ষা) করত। তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

ইবনে উয়াইনাও এটিকে বর্ণনা করেছেন আম্র হতে, তিনি ইকরামা হতে মুরসাল সূত্রে।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (২/৭৫)এ, ইবনে কাষীর ও শওকানী আব্দ বিন হুমাইদ ও নাসাঈর হাওয়ালা দিয়েছেন। আর ইবনে জারীর উদ্ধৃত করেছেন তাঁর তফসীর (২/২৭৯)এ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الآية ١٩٨.

"(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৮)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ (৫/২২৪)তে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি আম্র হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, উকায, মাজান্নাহ ও যুল-মাজায জাহেলী যুগে বাজার ছিল। অতঃপর ইসলাম আগমন করলে (মুসলিমরা সে সব বাজারে) ব্যবসা করতে পাপবোধ করল। তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج.

ইবনে আব্বাস এইভাবেই পড়েছেন।

বুখারী তফসীর অধ্যায়েও (৯/২৫২তে) হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর উস্তায মুহাম্মাদ হতে, তিনি ইবনে

উয়াইনা হতে।
উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (২/৭৫), হাকেম (১/৪৪৯, ২/২৭৭), তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।'[১৪] আর যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।
উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২/২৭৩এ)। উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (২/৭৫), ইমাম আহমাদ (২/১৫৫), দারাক্বুত্বনী (২/২৯২), ইবনে জারীর (২/২৮২) ইবনে উমারের হাদীসরূপে অনুরূপ। আর তার সনদ সহীহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} الآية ١٩٩.

"অতঃপর (কুরাইশের মত আরাফাত না গিয়েই কেবল মুযদালিফা থেকে না ফিরে অন্য) লোকেরা যেখান থেকে ফিরে, সেখান থেকেই (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়) ফিরে চল। আর আল্লাহর কাছে মার্জনা চাও; বস্তুতঃ আল্লাহ চরম মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯৯)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের (সালাফিয়া ছাপা ফাতহুল বারী-সহ ৩/৫১৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ফারওয়া বিন আবিল মাগরা', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন মুসহির, তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ হতে, উরওয়াহ বলেছেন, হুম্স ছাড়া বাকী লোকেরা জাহেলী যুগে উলঙ্গ তওয়াফ করত। আর 'হুম্স' হল কুরাইশ ও তাদের ঔরসজাত সন্তানদল। হুম্স সওয়াবের আশায় লোকেদেরকে কাপড় দান করত। পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত, সে তা পরে তওয়াফ করত, মহিলা মহিলাকে কাপড় দিত, সে তা পরে তওয়াফ করত। সুতরাং হুম্স যাকে কাপড় দিত না, সে উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফ করত। সকল লোক আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করত। আর হুম্স প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। (হিশাম) বলেন, আমাকে আমার আব্বা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, এই আয়াত হুম্সের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

বর্ণনাকারী বলেন, তারা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত, তাই তাদেরকে আরাফাত যেতে নির্দেশ দেওয়া হল।
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের (৮/১৮৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন হাযেম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, কুরাইশ ও তাদের ধর্ম-মতাবলম্বীরা মুযদালিফায় অবস্থান করত। তাদেরকে 'হুম্স' বলা হতো। আর সকল আরব আরাফাতে অবস্থান করত। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটলে আল্লাহ তাঁর নবীকে আদেশ করলেন, তিনি যেন (অন্যান্য লোকেদের মতো) আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করেন, তারপর সেখান থেকে (মুযদালিফায়) প্রত্যাবর্তন করেন। এটাই হল মহান আল্লাহর উক্তি,

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৮/১৯৭), আবূ দাউদ (২/১৩২), তিরমিযী (৩/৬২৫), নাসাঈ (৫/২৫৫), ত্বায়ালিসী (২/১৩), ইবনে হিব্বান ঃ মাওয়ারিদুয যামআন (৪২৫পৃঃ), ইবনে জারীর (২/২৯১)। ইবনে জারীর (২/২৯১)এ ইবনে আব্বাস সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীসটি যয়ীফ। যেহেতু তা হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব কর্তৃক বর্ণিত। আর তিনি হলেন দুর্বল রাবী। পরন্তু এখানে তাঁর দাদার প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ এ মর্মে নির্ভরযোগ্য হল প্রাগুক্ত আয়েশার হাদীস। আর আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية ٢٠٧.

"পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিক্রয় ক'রে দেয় এবং আল্লাহ নিজ

---

[14] বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি---হাকেমের এই উক্তিটি ধারণা-বিভ্রম। যেহেতু হাদীসটিকে বুখারী উদ্ধৃত করেছেন, যেমন আপনি দেখছেন।

বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।” (বাক্বারাহ ঃ ২০৭)
ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম তাঁর গ্রন্থ মুস্তাদরাক (৩/৩৯৮এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ যাহেদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন ইসহাক কাযী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন হার্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন যায়দ, তিনি আইয়ুব হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি বলেছেন, যখন সুহাইব হিজরত ক'রে বের হলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাঁর পিছনে ধাওয়া করল। তিনি তাঁর তীরদান (তূণ) থেকে ৪০টি তীর বের ক'রে বললেন, 'তোমরা আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক-একটা তীর মেরেছি। অতঃপর তরবারি প্রয়োগ করব। তার ফলে তোমরা জেনে নেবে যে, আমি একজন পুরুষ। আমি মক্কাতে দুটি গায়িকা ছেড়ে এসেছি, সে দুটি তোমাদের।'
তিনি বলেন, আর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস হতে অনুরূপ। নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হল,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية

অতঃপর যখন নবী ﷺ তাঁকে দেখলেন, তখন বললেন, “আবূ য়্যাহয়্য! ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।” অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উক্ত আয়াত পাঠ করলেন।
হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তিনি উদ্ধৃত করেননি।
হাদীসটির আরো সূত্রাবলী রয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশ মুরসাল। যেমন বলা হয়েছে আল-ইস্বাবাহ (২/ ১৮৮)তে, ইবনে সা'দের ত্বাবাক্বাত (৩/ ১৬৩) প্রথম ভাগে। সে সকল সূত্র একত্রিতভাবে হাদীসটিকে শক্তিশালী করে এবং তা যে প্রমাণিত, তার নির্দেশ দান করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الآية ٢١٩

“লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।” (বাক্বারাহ ঃ ২১৯)
উভয়ের হাদীস সূরা মায়েদায় উল্লিখিত হবে।
অতঃপর আমি আবূ মাইসারা আম্র বিন শুরাহবীল সূত্রে উমার হতে বর্ণনা প্রাপ্ত হলাম। কিন্তু আবূ যুরআহ বলেছেন, 'তিনি উমার থেকে শুনেননি।' সুতরাং তা বর্জন করেছিলাম। অতঃপর তা লেখার প্রয়োজন বোধ করলাম।
ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসনাদে (১/৫৩তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, খালাফ বিন অলীদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইস্রাঈল, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ মাইসারাহ হতে, তিনি উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ হতে, তিনি (আবূ মাইসারাহ) বলেছেন, মদ হারাম হওয়ার বিধান যখন অবতীর্ণ হল, তখন উমার বললেন, 'হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান কর।' এরপর সূরা বাক্বারার এই আয়াত অবতীর্ণ হল।

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} (٢١٩) سورة البقرة

তিনি বলেন, সুতরাং উমার ﷺ-কে ডেকে আনা হল এবং তাঁকে আয়াতটি পাঠ ক'রে শোনানো হল। তার পরেও তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান কর।'
সুতরাং সূরা নিসার আয়াতটি অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} (٤٣) سورة النساء

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার।” (নিসা ঃ ৪৩)
অতএব নামাযের ইকামত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করতেন, 'বিলকুল কোন মদ্যপ যেন নামাযের নিকটবর্তী না হয়।' সুতরাং উমার ﷺ-কে ডেকে আনা হল এবং তাঁকে আয়াতটি পাঠ ক'রে শোনানো হল। তার পরেও তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান

কর।’
সুতরাং সূরা মায়েদার আয়াত অবতীর্ণ হল। অতঃপর উমার ﵁-কে ডেকে আনা হল এবং তাঁকে আয়াত পাঠ ক’রে শোনানো হল। যখন পৌঁছল,

{فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (٩١) سورة المائدة

“সুতরাং তোমরা কি বিরত হবে?”
তখন উমার ﵁ বললেন, ‘আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম।’
আবূ যুরআহ বলেছেন, ‘আম্র বিন শুরাহবীল উমার থেকে শ্রবণ করেননি।’
বুখারী (তারীখে কাবীর ৬/৩৪১এ) বলেছেন, ‘আম্র বিন শুরাহবীল আবূ মাইসারাহ কূফী উমার ও ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে শুনেছেন।’
আল-জারহু অত্-তা’দীল গ্রন্থে (৬/২৩৭এ) বলা হয়েছে, ‘আম্র বিন শুরাহবীল উমার ও ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে শুনেছেন। আমি আমার আব্বাকে এ কথা বলতে শুনেছি।’
আর ইতিবাচক উক্তি নেতিবাচক উক্তির উপর প্রাধান্য পায়। আর সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية ٢٢٢

“লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।” (বাক্বারাহ ঃ ২২২)
ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আর আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহাইর বিন হার্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাবেত, তিনি আনাস হতে, (তিনি বলেছেন,) ইয়াহুদীদের মধ্যে কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে তারা তার সাথে খাওয়া-দাওয়া করত না এবং এক ঘরে একত্রে বাস করত না। সুতরাং এ মর্মে নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমরা সঙ্গম ছাড়া সবকিছু কর।” অতঃপর এ কথা ইয়াহুদীদের নিকট পৌঁছলে তারা বলল, ‘এই লোকটা আমাদের প্রত্যেক বিষয়েই বিরোধিতা করার ইচ্ছা পোষণ করে।’ এ কথা শুনে উসাইদ বিন হুযাইর ও আব্বাদ বিন বিশ্র এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদীরা তো এই এই কথা বলছে! তাহলে আমরা স্ত্রীদের সাথে সহাবস্থান করব না?’ তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এমনকি আমরা ভাবলাম যে, তিনি উভয়ের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অতঃপর তাঁরা বের হয়ে গেলেন। এমন সময় তাঁদের সামনে নবী ﷺ-এর নিকট দুধ উপহার এল। তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে দুধ পান করালেন। সুতরাং তাঁরা বুঝলেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি ক্ষুব্ধ হননি।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৭৪) এবং তিনি বলেছেন, ‘এটা হাসান সহীহ।’ আবূ দাউদ (১/১০৭), নাসাঈ (১/১২৫, ১৩৫), ইবনে মাজাহ ৬৪৪নং, আহমাদ (৩/২৪৬) ও ত্বায়ালিসী (২/১৪)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الآية ٢٢٣.

“তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে (যেদিক থেকে) ইচ্ছা গমন করতে পার।” (বাক্বারাহ ঃ ২২৩)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের (৯/২৫৭তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নুআইম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি বলেছেন,

আমি শুনেছি, জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'ইয়াহুদীরা বলত, পিছন দিক থেকে স্ত্রী-সঙ্গম করলে সন্তান টেরা চোখের হয়।' সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১০/৬-৭), আর তাতে কিছু শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে,[১৫] "উপুড় ক'রে বা উপুড় না করে, তবে তা যেন একই ছিদ্রে (যোনিপথে) হয়।"

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৭৫) এবং বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।' আবূ দাউদ (২/২১৫), ইবনে মাজাহ ১৯২৫নং, হুমাইদী মুসনাদে (২/৫৩২)।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উম্মে সালামাহ সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। আর তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "না, তবে একটা ছিদ্রেই।" এর মূল শব্দাবলী রয়েছে তিরমিযী (৪/৭৫)তে। আর তিনি বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।'

অতঃপর আমার মনে হল, ইমাম আহমাদের বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করি। যেহেতু তার ভাষ্য অন্য একটি শানে-নুযূল। আর তার শব্দাবলী হল, উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় হিজরত ক'রে আনসারগণের নিকট আগমন করলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মেয়েদেরকে বিবাহ করলেন। আর মুহাজিরগণ উপুড় ক'রে স্ত্রীসঙ্গম করতেন এবং আনসারগণ উপুড় ক'রে স্ত্রীসঙ্গম করতেন না। একদা এক মুহাজির ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর নিকট উপুড় অবস্থা কামনা করলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে তাতে অস্বীকার করল। (উম্মে সালামাহ) বলেন, সুতরাং সে তাঁর নিকট এল, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করল। অতএব তার পক্ষ থেকে উম্মে সালামাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

এবং তিনি বললেন, "না, তবে একটা ছিদ্রেই।" আর এতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি এর প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ওর প্রেক্ষিতেও। অথবা একটি আয়াতের একাধিক শানে-নুযূল।

পক্ষান্তরে ইবনে উমার সূত্রে বর্ণিত যে, পায়ুপথে স্ত্রীসঙ্গমের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে; যেমন বুখারীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ফাতহুল বারী (৯/২৫৫-২৫৬)তে রয়েছে, উলামাগণ তার খন্ডন করেছেন। তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন উম্মাহর পন্ডিত (ইবনে আব্বাস); যেমন রয়েছে ফাতহুল বারীতে।

আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীর (২/৩৯৮)এ উক্ত কথার খন্ডন উল্লেখ করার পর বলেছেন, এ থেকে আমরা যা আলোকপাত করেছি তার দ্বারা জাবের ও ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অর্থের শুদ্ধতা প্রকট হয়, আর তা এই যে, ইয়াহুদীরা মুসলিমদেরকে যা বলত, 'স্বামী যখন স্ত্রীর পিছন দিক থেকে তার যোনিপথে সঙ্গম করে, তখন সন্তান টেরা চোখের হয়' তারই কারণে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

আর ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীর পশ্চাতে যে করতে চায়, সে সামনের (যোনি) পথে করুক।' (পায়ুপথে নয়।)

আল্লামা শওকানী পায়ুমৈথুন বৈধকারীদের কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'তাঁদের উক্তিসমূহে আদৌ কোন দলীল নেই। আর তাঁদের মত অনুসরণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। যেহেতু তাঁরা এমন কোন দলীল উপস্থিত করেননি, যা (পায়ুমৈথুনকে) বৈধ করার ইঙ্গিত দেয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ধারণা করেন যে, তাঁরা আয়াত থেকে উক্ত মত উপলব্ধ করেছেন, তাঁরা বুঝতে ভুল করেছেন। তাতে তাঁরা যাঁরাই হন না কেন। আর যাঁরা ধারণা করেন যে, আয়াতের শানে-নুযূল হল স্ত্রীর পায়ুমৈথুন, তাঁদের ধারণা অনুসারে তার বৈধতার সপক্ষে আয়াতের মধ্যে তেমন কোন দলীল নেই। যে এমন ধারণা করে, তার ধারণা ভুল। বরং আয়াতে এ কথার দলীল রয়েছে যে, পায়ুমৈথুন হারাম। পায়ুমৈথুন আয়াত অবতীর্ণের কারণ হলেও এটা জরুরী নয় যে, আয়াতটি তার বৈধতা প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু বহু আয়াত কখনো কোন জিনিসকে হালাল করার কারণে অবতীর্ণ হয়, আবার কখনো অবতীর্ণ হয় তা হারাম করার জন্য।'

পক্ষান্তরে হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে উমারের উক্তি উল্লেখ করার পর

([15]) এই অতিরিক্ত শব্দগুলি যয়ীফ। যেহেতু তার বর্ণনাকারী হল নু'মান বিন রাশেদ। আর তিনি যয়ীফ রাবী। ফাতহুল বারীতে হাফেয বলেছেন, 'এই বাড়তি শব্দগুলি মনে হচ্ছে যুহরীর ব্যাখ্যা। কারণ তিনি ছাড়া ইবনুল মুনকাদিরের সঙ্গীদের আধিক্য সত্ত্বেও তা কারো বর্ণনায় নেই।' আমি বলি, 'এর অর্থ অন্যান্য দলীল থেকে উপলব্ধ। যেমন ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে।'

বলেছেন, এটা পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যায় গ্রহণ করতে হবে, আর তা এই যে, স্ত্রীর পিছন থেকে তার সামনের (যোনি) পথে সঙ্গম করবে। যেহেতু নাসাঈ বর্ণনা করেছেন আলী বিন উষমান নুফাইলী হতে, তিনি সাঈদ বিন ঈসা হতে, তিনি ফায্ল বিন ফাযালাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান ত্বাবীল হতে, তিনি কা'ব বিন আলকামাহ হতে, তিনি আবুন নায্র হতে, তিনি তাঁকে অবগত করেছেন যে, তিনি একদা ইবনে উমারের স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস নাফে'কে বললেন যে, 'আপনার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হচ্ছে। আপনি ইবনে উমারের ব্যাপারে বলছেন, তিনি ফতোয়া দিয়েছেন, স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করা যাবে।' তিনি বললেন, 'আমার নামে ওরা মিথ্যা বলেছে। তবে আমি তোমাকে ব্যাপারটা খুলে বলছি, একদা ইবনে উমার মুসহাফ পেশ করলেন। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

তখন তিনি বললেন, 'হে নাফে'! তুমি কি এই আয়াতের ব্যাপারে কিছু জানো?' আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, 'আমরা কুরাইশদল উপুড় ক'রে স্ত্রীসঙ্গম করতাম। অতঃপর যখন মদীনায় প্রবেশ করলাম, তখন আনসারী মেয়েদেরকে বিবাহ ক'রে তাদের কাছে অনুরূপ কামনা করলাম। তাতে তারা কষ্টবোধ করতে লাগল, তা অপছন্দ করল ও বড় ব্যাপার ধারণা করল। আসলে আনসারী মেয়েদেরকে ইয়াহুদীদের অবস্থা পেয়ে বসেছিল। তাদেরকে তাদের পার্শ্বদেশে শয়নাবস্থায় সঙ্গম করা হতো। তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

হাদীসটির সনদ সহীহ।

অতঃপর (ইবনে কাষীর) স্ত্রীর পায়খানা দ্বারে সঙ্গম হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশকারী কতিপয় হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন, ইতিপূর্বে এ কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইবনে মাসঊদ, আবুদ দারদা, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন আমরের উক্তি উল্লিখিত হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক এটাই প্রমাণিত যে, তিনি তা হারাম বলতেন।

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী তাঁর মুসনাদে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইষ, তিনি হারেষ বিন ইয়াকুব হতে, তিনি সাঈদ বিন য়্যাসার আবুল হুবাব হতে, তিনি বলেন, আমি একদা ইবনে উমারকে বললাম, 'ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে আপনার রায় কী? তাদের কি পায়ুমৈথুন করা হবে?' তিনি বললেন, 'পায়ুমৈথুন কী?' বলা হল, 'পায়খানা দ্বারে সঙ্গম।' তিনি বললেন, 'এ কাজ কি মুসলিমদের কেউ করে?'

অনুরূপ লাইষ হতে বর্ণনা করেছেন ইবনে অহাব ও কুতাইবা। আর এ সনদটি সহীহ। তাতে রয়েছে পায়ুমৈথুন হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইবনে উমারের স্পষ্ট উক্তি। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে যে কোন সংশয়মূলক অস্পষ্ট উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তা এই দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট উক্তির দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (٢٢٥) سورة البقرة

"তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু।" (বাক্বারাহ ঃ ২২৫)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের (১১/৫৪৭এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুষান্না, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়া, তিনি হিশাম হতে, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা জানিয়েছেন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, তিনি বলেছেন,

{لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে লোকের 'না আল্লাহর কসম, অবশ্যই আল্লাহর কসম' বলার প্রেক্ষিতে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية ٢٣٢.

"আর তোমরা যখন স্ত্রীদের (রজয়ী) তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন

তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে পুনর্বিবাহ করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না।” (বাক্বারাহ ঃ ২৩২)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের (৯/২৫৮তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আমের আক্বাদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্বাদ বিন রাশেদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মা'ক্বিল বিন য়্যাসার, তিনি বলেন, 'আমার একটি বোন ছিল। তার বিবাহের জন্য আমার নিকট পয়গাম আসত।'

ইব্রাহীম বর্ণনা করেছেন ইউনুস হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মা'ক্বিল বিন য়্যাসার,

ভিন্নসূত্রে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মা'মার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল ওয়ারিষ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস, তিনি হাসান হতে, তিনি বলেন, মা'ক্বিল বিন য়্যাসারের বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে বর্জন করেছিল। অতঃপর তার ইদ্দতকাল অতিবাহিত হলে সে আবার তাকে বিবাহের পয়গাম দিল। তাতে মা'ক্বিল অস্বীকৃতি জানালে অবতীর্ণ হল,

{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.

বুখারী হাদীসটিকে (১১/৯১ ও ৪০৮এ)ও উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৭৬এ), আর তিনি বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।'

উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (২/১৯২), ত্বায়লিসী (১/৩০৫), দারাক্বুত্বনী (৩/২২৩-২২৪), হাকেম (২/১৭৪), আর তিনি বলেছেন, বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে মুসলিম হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেননি। উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২/৪৪৮)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} الآية ٢٣٨.

“তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও।” (বাক্বারাহ ঃ ২৩৮)

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ মুসনাদ (৫/১৮৩)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমর বিন আবূ হাকীম, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যিবরিক্বান উরওয়াহ বিন যুবাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন, তিনি যায়দ বিন সাবেত হতে, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের নামায (সূর্য ঢলার পর) প্রচন্ড গরমে পড়তেন। আর তিনি এমন কোন নামায পড়তেন না, যা তাঁর সাহাবাদের জন্য এর চাইতে বেশি কঠিন হতে পারে।' তিনি বলেন, সুতরাং অবতীর্ণ হল, [(১৬)]

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}.

আর বলেন, 'তার আগে দুই নামায এবং পরে দুই নামায।'

হাদীসটির বর্ণকারিগণ সহীহর রাবী। তবে আমর বিন আবূ হাকীম ও যিবরিক্বান নয়। অবশ্য তাঁরাও নির্ভরযোগ্য। হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (১/১৫৯)

উদ্ধৃত করেছেন বুখারী তারীখে কাবীর (৩/৪৩৪)এ এবং যিবরিক্বান বিন আমরের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি কখনো যায়দ বিন সাবেত থেকে উরওয়া কর্তৃক, কখনো যায়দ বিন সাবেত থেকে যুহরাহ কর্তৃক, আবার কখনো যায়দ বিন সাবেত ও উসামা থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী কাবীর (৫/১৩১)এ উষমান বিন উষমান গাত্বফানী সূত্রে।

আর মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মত এই যে, তা হল আসরের নামায; যেমন বুখারী-মুসলিমে রয়েছে।

([16]) হাফেয ফাতহুল বারী (৯/২৬২)তে বলেছেন, আর আহমাদ হাদীসটিকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং অতিরিক্ত শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন, নবী ﷺ প্রচন্ড গরমে যুহরের নামায পড়তেন। ফলে তাঁর পশ্চাতে দুই-এক কাতার ছাড়া নামাযী হতো না। লোকেরা সে সময় দুপুরের আরাম নিতো এবং নিজেদের ব্যবসায় ব্যস্ত থাকত। তাই (উক্ত আয়াত) অবতীর্ণ হল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} الآية ٢٣٨.

“আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও।” (বাক্বারাহ ঃ ২৩৮)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থের (৯/২৬৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়া, তিনি ইসমাঈল বিন আবূ খালেদ হতে, তিনি হারেষ বিন শুবাইল হতে, তিনি আবূ আম্র শাইবানী হতে, তিনি যায়দ বিন আরক্বাম হতে, তিনি বলেছেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় কথা বলতাম। আমাদের কেউ তার ভাইকে নিজ প্রয়োজনে কথা বলত। পরিশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

সুতরাং আমাদেরকে চুপ থাকতে আদেশ দেওয়া হল।
হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয সুয়ূত্বী লুবাবুন নুক্বূল গ্রন্থে ‘সিত্তাহ’ (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)র হাওয়ালা দিয়েছেন। তিরমিযী (৪/৭৭)এ রয়েছে ‘সুতরাং অবতীর্ণ হল’ শব্দে। অনুরূপ শব্দে রয়েছে আবূ দাঊদ (১/৩৫৮)এ। উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ (৪/৩৬৮)এ।
মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/৩২০)এ মহান আল্লাহর বাণী,

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, লোকেরা নামাযে কথা বলত। কারো খাদেম এসে কোন প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় তার সাথে কথা বলত। তাই তাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করা হল। হাদীসটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী।

একটি সতর্কতা

হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীর (১/২৯৪)এ বলেছেন, উলামাগণের একটি দলের নিকট হাদীসটি দুর্বোধ্য। যেহেতু তাঁদের নিকট প্রমাণিত যে, নামাযের ভিতর কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা ছিল মক্কার, মদীনায় হিজরত করার পূর্বে এবং হাবশা দেশে হিজরত করার পরে। যেমন ইবনে মাসঊদের হাদীস এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়, যা সহীহ বুখারীতে রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘হাবশায় হিজরত করার আগে আমরা নবী ﷺ-কে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। অতঃপর যখন আমরা (হাবশা থেকে মদীনায়) ফিরে এলাম, তখন আমি তাঁকে (নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। সুতরাং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দুশ্চিন্তা আমাকে গ্রাস করল। অতঃপর তিনি সালাম ফিরে বললেন,

(إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة).

“আমি তোমার সালামের জবাব দিইনি, কারণ আমি নামাযে ছিলাম। আর আল্লাহ তাঁর বিধানে যা ইচ্ছা নবায়ন করেন। আর তাঁর নবায়িত এক বিধান হল এই যে, তোমরা নামাযে কথা বলো না।”
ইবনে মাসঊদ তাঁদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা আগে আগে মুসলিম হয়ে হাবশা দেশে হিজরত করেছিলেন। অতঃপর যাঁরা মক্কায় ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের সাথে তিনিও ফিরে এসেছিলেন এবং মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আর

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

এই আয়াত হল মাদানী, এতে কোন দ্বিমত নেই। তাই অনেকে বলেছেন, ‘লোকে নামাযরত অবস্থায় নিজ প্রয়োজনে তার ভাইয়ের সাথে কথা বলত’ এই উক্তি দ্বারা আসলে যায়দ বিন আরকামের উদ্দেশ্য হল, শ্রেণীগত (সকল প্রকার কথা, নামাযের প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে) কথার ব্যাপারে খবর দেওয়া। আর তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজ বুঝ অনুসারে উক্ত আয়াতকে দলীল মনে করেছেন। বাকী আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন।
অন্য একদল উলামা বলেন, উদ্দেশ্য হল, ঘটনাটি ঘটেছে হিজরতের পর মদীনায়। আর তার মানে হবে যে, ব্যাপারটিকে দুই বার বৈধ করা হয়েছে এবং দুইবার অবৈধ করা হয়েছে। যেমন আমাদের স্বমতালম্বী একদল

উলামা ও অন্যান্যগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটাই বেশি বলিষ্ঠ। আর আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন।
আমার নিকট সবচেয়ে বেশি বলিষ্ঠ মত যেটা মনে হয় তা এই যে---আর আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন, মক্কাতে (নামাযের ভিতর) কথা বলাকে সুন্নাহ দ্বারা হারাম করা হয়েছে, যেমন ইবনে মাসঊদের হাদীসে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন যাদের নিকট কথা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি পৌঁছেনি, তারা নামাযে কথা বলা বজায় রেখেছিল; যেমন মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামী দ্বারা ঘটেছে। ফলে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন। আপনি যদি এ ব্যাপারে বেশি গবেষণার কথা জানতে চান, তাহলে নাইলুল আওত্বার (২/৩২৯-৩৩০) ও ফাতহুল বারী দেখুন। অবশ্য ফাতহুল বারীতে হাফেযের কথা আমি রিয়াযুল জান্নাহতে উল্লেখ করেছি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} الآية ٢٥٦.

“ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।” (বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)
ইমাম আবূ জা’ফর ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে (৩/২৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী আদী, তিনি শু’বাহ হতে, তিনি আবূ বিশ্র হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, মহিলা মৃতবৎসা[১৭] হলে সে মানত ক’রে বলত যে, তার ছেলে জীবিত থাকলে সে তাকে ইয়াহুদী বানাবে। অতঃপর যখন বানী নাযীরকে (মদীনা থেকে) নির্বাসিত করা হল, তখন তাদের মধ্যে আনসারদের সন্তানগণ ছিল। তারা বলল, ‘আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বর্জন করব না।’ সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,
{لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}.
হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (৩/১১), লুবাবুন নুক্বুলে সুয়ূত্বী নাসাঈর হাওয়ালাও দিয়েছেন। উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে, যেমন রয়েছে মাওয়ারিদুয যামআন ৪২৭পৃষ্ঠায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} إلى قوله {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} الآية ٢٦٧.

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন ক’রে থাকি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।” (বাক্বারাহ ঃ ২৬৭)
ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) (৪/৭৭এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন উবাইদুল্লাহ বিন মূসা, তিনি ইস্রাঈল হতে, তিনি সুদ্দী হতে, তিনি আবূ মালেক হতে, তিনি বারা’ হতে, তিনি বলেছেন,

{وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.

এই আয়াত আমাদের আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা খেজুরের বাগান-ওয়ালা ছিলাম। সুতরাং লোকে তার খেজুর বাগান থেকে কম-বেশি অনুপাতে দান নিয়ে আসত। লোকে এক কাঁদি, দুই কাঁদি খেজুর নিয়ে এসে মসজিদে লটকে দিত। আর আহলে সুফ্ফার কোন খাবার থাকত না। সুতরাং তাদের কেউ এলে কাঁদির কাছে এসে নিজ লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করত, তার ফলে ডাঁসা ও পাকা খেজুর ঝরে পড়ত এবং তা খেত। কিছু লোক ছিল, যারা কল্যাণে আগ্রহী ছিল না, তাদের কেউ এমন খেজুর কাঁদি আনত, যাতে আঁটিবিহীন ও শুকনা (অপুষ্ট) খেজুর থাকত। আবার এমন কাঁদি থাকত, যা ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং তাই লটকে

---

(17) মড়ুঞ্চে মহিলা, যার সন্তান হয়ে বাঁচে না।

দিত। এর প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}.

(বারা') [১৮] বলেন, "তোমাদের কাউকে যদি যা দিয়েছে তার মতো উপহার দেওয়া হয়, তাহলে সে চোখ বুজে অথবা লজ্জায় ছাড়া তা গ্রহণ করবে না।"

(বারা') বলেন, এর পর হতে আমাদের প্রত্যেক লোকে নিজের কাছে ভালো জিনিসটা এনে উপস্থিত করত।

তিরমিযী বলেন, 'এটা হাসান-গারীব-সহীহ হাদীস। আর আবূ মালেক হলেন গিফারী। বলা হয়, তাঁর নাম গাযওয়ান।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ ১৮৮নং, ইবনে জারীর (৩/৮২), ইবনে কাষীর তাঁর তফসীরে (১/৩২০তে) ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/২৮৫) এবং তিনি বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তে সহীহ।' আর যাহাবী তাতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। তিনি (১/৪০২এ) সাহলের হাদীসরূপে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, 'বুখারীর শর্তে সহীহ। কিন্তু বুখারী-মুসলিম তা উদ্ধৃত করেননি।

অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী (৬/৯৩-৯৪), দারাকুত্বনী (২/১৩০-১৩১) এবং ইবনে কাষীর ইবনে আবী হাতেমের হাওয়ালা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} الآية ٢٧٢.

"তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়-দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।" (বাক্বারাহ ঃ ২৭২)

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) (তাঁর তফসীর ৩/৯৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুরাইব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি জা'ফর বিন ইয়াস হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, 'তাঁরা তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দেরকে উপঢৌকন দিতেন না। তাই অবতীর্ণ হল,

{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীরে নাসাঈ সূত্রে নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন।

উদ্ধৃত করেছেন হাকেম এবং বলেছেন, 'এটি সহীহ সনদের হাদীস। কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।' হাফেয যাহাবী তাঁর তালখীসে হাদীসটির ব্যাপারে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুসারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/৩২৪)এ হাইষামী বলেছেন, 'ত্বাবারানী তাঁর শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন আবী মারয়্যাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হলেন দুর্বল। আর বায্যার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} إلى آخر السورة الآيتان ٢٨٥، ٢٨٦.

"রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে

---

(18) তুহফাতে আছে, নবী ﷺ বলেন।

আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।" (বাক্বারাহ ঃ ২৮৫-২৮৬)

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) (তাঁর সহীহতে ২/১৪৫এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মিনহাল যারীর ও উমাইয়া বিন বিস্তাম আইশী---শব্দগুলি উমাইয়ার---তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন যুরাই', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাওহ---আর তিনি হলেন ইবনুল ক্বাসেম, তিনি আলা' হতে, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হল,

{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

"দ্যুলোকে-ভূলোকে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। বস্তুতঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (বাক্বারাহ ঃ ২৮৪)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণের জন্য ব্যাপারটা কঠিন মনে হল। সুতরাং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং নতজানু হয়ে বসে বললেন, 'আমাদেরকে আমাদের সাধ্যানুসারে কিছু আমল করার ভার দেওয়া হয়েছে ঃ সালাত, সিয়াম, জিহাদ, সাদাকা। কিন্তু আপনার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার নির্দেশ মান্য করতে আমরা অক্ষম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ».

অর্থাৎ, তোমরা কি তেমন কিছু বলতে চাও, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান)রা বলেছিল, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম?' বরং তোমরা বল, "আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

সুতরাং তাঁরা বললেন, "আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

অতঃপর যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি সহজে পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন,

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

"রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)

যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে মহান আল্লাহ মনসূখ (রহিত) ক'রে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন,

{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

"আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি

আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।”
আল্লাহ বললেন, ‘হ্যাঁ।’

{رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।”
আল্লাহ বললেন, ‘হ্যাঁ।’

{رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}

“হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।”
আল্লাহ বললেন, ‘হ্যাঁ।’

{وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

“আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।”
আল্লাহ বললেন, ‘হ্যাঁ।’ (মুসলিম ৩৪৪নং)
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ মুসনাদ (২/৪১২), ইবনে জারীর (৩/১৪৩), বাইহাক্বী শুআবুল ঈমান (১/২২১)এ।
মুসলিম (২/১৫৫), ইমাম আহমাদ (১/২৩৩), হাকেম (২/২৮৬)এ ইবনে আব্বাসের হাদীসরূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। আর হাকেম বলেছেন, ‘সনদ সহীহ।’

সূরা আ-লে ইমরান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية ٧٧.

“যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, আর তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।” (আলে ইমরান ঃ ৭৭)
ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী (সহীহর ৫/৪৩০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদান, তিনি আবূ হামযা হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শাক্বীক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (বিন মাসউদ) ﷺ হতে, তিনি নবী ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।”
অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآيَةِ

সুতরাং আশআষ এসে বললেন, আবূ আব্দুর রহমান তোমাদেরকে কী হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমার ব্যাপারেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার এক চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কুয়া ছিল। (সে তা অস্বীকার করে বসল।) আমি (নবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলে) তিনি বললেন, “তোমার সাক্ষীদের উপস্থিত কর।” আমি বললাম, ‘আমার সাক্ষী নেই।’ তিনি বললেন, “তাহলে সে কসম করবে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাহলে সে তো কসম করে ফেলবে।’ তখন নবী ﷺ উক্ত হাদীস উল্লেখ করলেন এবং মহান আল্লাহ তার সত্যায়নে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন।
হাদীসটিকে বুখারী একাধিক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি হল (৬/৭০, ২৮০)। আর তাতে

রয়েছে, (আশআষ বলেন,) ‘আমার ও ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তির মাঝে (শরীকানার) জায়গা ছিল।’
একটি জায়গা হল ২১০পৃঃ। আর তাতে রয়েছে, ‘আমার ও একটি লোকের মাঝে কোন ব্যাপারে বিবাদ ছিল।’
আরো কয়েকটি জায়গা হল ২১৫পৃঃ এবং ৯/২৮০, ১৪/৩৫২, ৩৬৮, ১৬/৩০২।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (২/১৫৮), তিরমিযী (২/২৫৪), সনদ-সহ পুনরুদ্ধৃত (৪/৮১), আবূ দাঊদ (৩/২১৪-২১৫), তুহফাতুল আহওয়াযী (২/২৫৪)তে মুবারকপুরী নাসাঈর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
পূর্বে উল্লিখিত প্রধান প্রধান গ্রন্থপ্রণেতার মতো উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ।
উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ (মুসনাদ ১/৪২৬, ৪৪২) ও (৫/২১১-২১২) আশাআষ বিন কাইসের মুসনাদে।
শিরোনামের হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ত্বায়ালিসী (১/২৪৬) ও (২/১৬), ইবনে জারীর (৩/৩২১)।
পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা সূত্রে বুখারী (৯/২৮০তে) উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি বাজারে কোন পণ্য উপস্থিত ক’রে কসম খেয়ে বলল, ‘(এর মূল্য) যা দেয়নি, তা দেওয়া হয়েছে। (অন্য খদ্দের এর চাইতে বেশি মূল্য দিতে চেয়েছে।)’ যাতে সে মুসলিমদের কোন ব্যক্তিকে প্রতারিত করে। তাই অবতীর্ণ হল,
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}
আর উভয়ের মাঝে কোন পরস্পর-বিরোধিতা নেই। তাই বলা যেতে পারে যে, উভয় কারণই হল আয়াতের শানে-নুযূল এবং আয়াতের শব্দাবলী এর চাইতে আরো ব্যাপক। পরন্তু আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের হাদীস বেশি সহীহ। যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফার হাদীসটি ইব্রাহীম বিন আব্দুর রহমান সাকসাকী সূত্রে। হাফেয যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) মীযানে বলেছেন, ‘শু’বাহ ও নাসাঈ তাঁকে ক্ষীণ বিবেচনা করেছেন। তবে পরিত্যাজ্য নয়’ ইত্যাদি।
কিছু কিছু বর্ণনায় বর্ণনাকারীর কথায় বিবাদটা ছিল জায়গা (বা জমি) নিয়ে, অন্য কিছু বর্ণনায় তা ছিল কুয়া নিয়ে। হাফেয ফাতহুল বারী (১৪/৩৬৯)তে বলেছেন, ‘এগুলির মাঝে সমন্বয় সাধন এভাবে করা যেতে পারে যে, উদ্দিষ্ট হল কুয়ার জায়গা, পুরো জায়গা (জমি) নয়। যে জমির শামিলে ছিল কুয়া।’
অবশ্য হাফেয (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারীতে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং হাদীসের কিছু শব্দ নিয়ে আলোকপাত করেছেন, যা বাহ্যতঃ পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। সুতরাং পাঠক তার দিকে রুজু করতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآيات ٨٦، ٨٧ إلى ٨٩.

“বিশ্বাসের পর ও রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথ প্রদর্শন করবেন? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। এ সকল লোকের প্রতিফল এই যে, এদের উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ! তারা (নরকে) স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেওয়া হবে না। তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আলে ইমরান ঃ ৮৬-৮৯)
ইমাম আবূ জা’ফর ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) (তফসীর ৩/৩৪০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন বুযাইগ বাস্বারী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন যুরাই’, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন দাঊদ বিন আবী হিন্দ, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, আনসারদের এক ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সে অনুতপ্ত হয় এবং নিজ সম্প্রদায়কে বলে পাঠায়, তোমরা লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর, ‘কোন তওবাহ আছে কি?’ সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله — {وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}... {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। তিনি হাদীসটিকে 'মুরসাল' (বিচ্ছিন্ন) ও 'মাওসূল' (অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত) হিসাবে পুনরুদ্ধৃত করেছেন।
উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে, যেমন রয়েছে মাওয়ারিদুয যামআন ৪২৭পৃষ্ঠায়। ত্বাহাবী মুশকিলুল আষার (৪/৬৪)এ, হাকেম (২/১৪২, ৪/৩৬৬)এ। আর উভয় স্থানেই তিনি বলেছেন, 'সনদ সহীহ। তবে বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে সম্মত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} الآية ٩٠.

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনো মঞ্জুর করা হয় না। এরাই তো পথভ্রষ্ট।" (আলে ইমরান ঃ ৯০)
হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীর (১/৩৮০)এ বলেছেন, 'হাফেয আবূ বাক্র বায্যার বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন বুযাইগ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন যুরাই', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন দাঊদ বিন আবী হিন্দ, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, একদল লোক মুসলমান হয়, অতঃপর মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের (তওবার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চায়। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ}

এইভাবে তিনি (বায্যার) বর্ণনা করেছেন, আর তার সনদ উত্তম।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} الآية ١١٣.

"তারা সকলে সমান নয়। ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একটি হকপন্থী দল আছে; তারা রাত্রিকালে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে।" (আলে ইমরান ঃ ১১৩)
ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) (তাঁর মুসনাদ ১/৩৯৬এ) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুন নায্র ও হাসান বিন মূসা, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, শাইবান, তিনি আস্বেম হতে, তিনি যির্র্ হতে, তিনি ইবনে মাসঊদ হতে, তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায পড়তে দেরী করলেন। অতঃপর মসজিদে বের হয়ে দেখলেন, লোকেরা নামাযের অপেক্ষায় আছে। তিনি বললেন,

(أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ).

"শোনো! তোমরা ছাড়া এই দ্বীনসমূহের কোন লোক এই সময় আল্লাহকে স্মরণ করে না।"
(ইবনে মাসঊদ ﷺ) বলেন, আর মহান আল্লাহ এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} حتى بلغ {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ}.

"তারা সকলে সমান নয়। ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একটি হকপন্থী দল আছে; তারা রাত্রিকালে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে। তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে তৎপর থাকে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যা কিছু উত্তম কাজ করে, ফলতঃ তা কখনই ব্যর্থ হবে না। আর আল্লাহ ধর্মভীরুদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।" (আলে ইমরান ঃ ১১৩-১১৫)
হাদীসটি হাসান; যেমন শাওকানী (১/৩৮৫এ) সুয়ূতী হতে উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন। যেহেতু আস্বেমের স্মৃতিশক্তিতে কিছু দুর্বলতা আছে। মাজমাউয যাওয়ায়েদ (১/৩১২তে) হাইষামী বলেছেন, 'আহমাদের বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। আসেম বিন আবুন নাজূদ ছাড়া অন্য কেউ (সমালোচিত) নেই। তিনি প্রামাণিক কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে।'
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে, যেমন মাওয়ারিদুয যামআন ৯১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।
উদ্ধৃত করেছেন, ইবনে জারীর (৪/৫৫), আবূ নুআইম হিলয়্যাহ (৪/১৮৭)তে এবং আবূ য়্যা'লা (মুসনাদে); যেমন রয়েছে আল-মাক্বস্বাদুল আলী (১/২৭৬)এ।

এ ছাড়া আয়াতের অন্য একটি শানে-নুযূল রয়েছে। সুতরাং মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/৭৩২)এ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, ষা'লাবাহ বিন সা'য়্যাহ, আসাদ বিন উবাইদ এবং ইয়াহুদীদের অন্য যাঁরা মুসলমান হলেন, তাঁরা ঈমান আনলেন, সত্যজ্ঞান করলেন এবং ইসলামে আগ্রহী হলেন, তখন কাফের ইয়াহুদী পাদরীরা বলল, 'আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরাই মুহাম্মাদকে বিশ্বাস করেছে ও তার অনুসরণ করেছে। ওরা যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতো, তাহলে ওদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করত না।' সুতরাং এই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسُوا سَوَاءً} إلى قوله تعالى {مِنَ الصَّالِحِينَ}

"তারা সকলে সমান নয়। ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একটি হকপন্থী দল আছে; তারা রাত্রিকালে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে। তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে তৎপর থাকে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।" (আলে ইমরান ঃ ১১৩- ১১৪)

হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য।

ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাবারী (৭/২৯এ) প্রথমোক্ত শানে-নুযূলকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তিনি কতিপয় উক্তি উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'তবে আয়াতের তফসীরে তাঁর উক্তি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, যিনি বলেছেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হল, এশার নামাযে কুরআন তিলাঅত করা। যেহেতু সেটা এমন একটি নামায, আহলে কিতাবের কেউই তা পড়ে না। তাই আল্লাহ (নও-মুসলিম) মুহাম্মাদী উম্মতকে এই গুণে ভূষিত ক'রে বলেছেন যে, আহলে কিতাবের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলে অবিশ্বাসীরা ছাড়া তাঁরাই সে নামায আদায় ক'রে থাকেন।

আমি বলি, এ কথা মানতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি সকলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা উক্ত আয়াতের শানে-নুযূল একাধিক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} الآية ١٢٢.

"যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দলের মনোবল হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত, আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা।" (আলে ইমরান ঃ ১২২)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (সহীহ ৮/৩৬০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, তিনি ইবনে উয়াইনা হতে, তিনি আম্র হতে, তিনি জাবের ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا}

"যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দলের মনোবল হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ ছিলেন উভয়ের সহায়ক" বানী সালেমাহ ও বানী হারেষাহ। আর (আয়াতের শুরুতে আমাদের দুর্বলতার কথা বলা হলেও) আমি চাইনি যে, তা অবতীর্ণ না হোক। কারণ আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ ছিলেন উভয়ের অলী (বন্ধু বা সহায়ক)।

হাদীসটিকে বুখারী (৯/৩৯৩)এ পুনরুদ্ধৃত করেছেন তাঁর শায়খ আলী বিন মাদীনী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৬/৬৬) ও ইবনে জারীর (৪/৭৩)এ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} — الآية ١٢٨.

"এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী।" (আলে ইমরান ঃ ১২৮)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (সহীহ ৮/৩৬৮এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আব্দুল্লাহ সুলামী, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মা'মার, তিনি যুহরী হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সালেম, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের শেষ রাকআতে রুকূ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতেন, তখন

‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলার পর ‘আল্লাহুম্মালআন ফুলানান অফুলানান (হে আল্লাহ! তুমি অমুক-অমুককে অভিশাপ কর)’ বলতেন। তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} – إلى قوله – {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}

হানযালাহ বিন আবূ সুফিয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি সালেম বিন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহাইল বিন আম্‌র ও হারেষ বিন হিশামের জন্য বদ্দুআ করতেন। তাই অবতীর্ণ হল,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} – إلى قوله – {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন বুখারী তফসীর অধ্যায়ে (৯/২৯৩এ) তাঁর শায়খ হিব্বান বিন মূসা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হতে, আর তিনি হলেন ইবনুল মুবারক।

উদ্ধৃত করেছেন (১৭/৭৭এ) তাঁর শায়খ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হতে। আর তাতে রয়েছে, তিনি শেষ রাকআতে রুকূ থেকে মাথা তুললে বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ।’

উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী এবং বলেছেন, ‘হাসান-গারীব হাদীস।’ নাসাঈ (২/১৬০)।

উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ (২/৯৩, ১০৪)এ। আর তাতে রয়েছে সালেম থেকে নাফে’র বর্ণনার সমর্থক রাবী। ১১৮ ও ১৪৭ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ কর্তৃক দুই সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, তার একটাতে রয়েছে, ‘তিনি মুনাফিকদের কিছু লোকের জন্য বদ্দুআ করেছিলেন।’

উদ্ধৃত করেছেন আব্দুর রায্‌যাক (মুস্বান্নাফ ২/৪৪৬)এ, যেমন ইমাম আহমাদের কিছু সূত্রে রয়েছে। যেহেতু ইমাম আহমাদ আব্দুর রায্‌যাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তাতেও রয়েছে ‘তিনি মুনাফিকদের কিছু লোকের জন্য বদ্দুআ করেছিলেন।’

বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর (৪/৮৮)।

ইমাম মুসলিম আনাসের হাদীসরূপে উদ্ধৃত করেছেন। আর তার শব্দাবলী হল, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (নিচের চোয়ালের ডান দিকের ঠিক মাঝের পার্শ্ববর্তী) দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং মাথায় ক্ষত হল। সুতরাং তিনি রক্ত মুছতে মুছতে বললেন,

« كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ».

“কীভাবে সেই জাতি সফল হতে পারে, যে জাতি তাদের নবীকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং তাঁর চোয়ালের দাঁত ভেঙ্গে ফেলে? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন।”

এরই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৯৯, ১৭৯, ২০১, ২০৬, ২৫৩, ২৮৮তে) আনাসের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

হাদীসটিকে তিরমিযী (৪/৮৩) উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, ‘এটি হাসান-সহীহ হাদীস।’

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে সা’দ (২/৩১), ইবনে জারীর (৪/৮৬-৮৭)।

এ ছাড়া বুখারী (৯/২৯৪), মুসলিম (৫/১৭৭), ইমাম আহমাদ (২/২৫৫) ও ইবনে জারীর (৪/৮৯) উদ্ধৃত করেছেন আবূ হুরাইরার হাদীসরূপে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ফজরের নামাযের কিছু অংশে বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি অমুক-অমুককে অভিশাপ কর।” উদ্দিষ্ট আরবের কিছু গোত্র ছিল। যে পর্যন্ত আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

ফাতহুল বারী (৯/২৯৫)এ হাফেয বলেছেন, মুসলিমের যুহরী থেকে ইউনুসের বর্ণনায় গোত্রগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে। “হে আল্লাহ! তুমি রে’ল, যাকওয়ান ও উস্বাইয়া গোত্রকে অভিশপ্ত কর।”

অতঃপর তিনি বলেছেন, পূর্বে ব্যাপারটা উহুদের যুদ্ধে ঘটার জন্য জটিলতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেহেতু রে’ল ও যাকওয়ানের কাহিনী উহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছে। আর

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উহুদ যুদ্ধের ঘটনায়। অতঃপর হাদীসের অন্য একটি ত্রুটি আমার কাছে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ, রে'ল ও যাকওয়ানের কাহিনীতে

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার হাদীস। যেহেতু তাতে রয়েছে প্রক্ষিপ্ত কথা। আর বর্ণনাকারীর উক্তি, 'যে পর্যন্ত আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন' যার নিকটে এ খবর পৌঁছেছিল, তার নিকট হতে যুহরী সূত্রে এ বর্ণনা বিচ্ছিন্ন। এ কথা উল্লিখিত ইউনুসের বর্ণনায় মুসলিম (১/১৭৭)এ স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, (বর্ণনাকারী অর্থাৎ যুহরী) বলেন, 'আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তিনি উক্ত বদ্দুআ বর্জন করলেন।' অথচ উল্লিখিত কারণে এ পৌঁছনো খবর সহীহ নয়।

অতঃপর হাফেয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, উক্ত (পূর্বে উল্লিখিত আনাসের) হাদীস ও ইবনে উমারের হাদীসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের পথ হল এই যে, নবী ﷺ পরবর্তীতে নিজ নামাযে উল্লিখিত গোত্রসমূহের উপর বদ্দুআ করেছিলেন। সুতরাং একই সাথে দুটি কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়; যে বিষয়টি তাঁর ঘটেছিল, তার ব্যাপারেও এবং তিনি যে বদ্দুআ করেছিলেন, তার ব্যাপারেও। আর এর প্রত্যেকটিই উহুদ যুদ্ধে। পক্ষান্তরে রে'ল ও যাকওয়ানের কাহিনী, সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে বলা যেতে পারে যে, গোত্রগুলির কাহিনী তার পরবর্তীতে ঘটেছিল। আর তার কারণে আয়াত অবতীর্ণ হতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। অতঃপর উল্লিখিত সকল ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا} الآية ١٥٤.

"অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর তন্দ্রারূপে নিরাপত্তা (ও শান্তি) প্রদান করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল ছিল যারা নিজের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। প্রাক্-ইসলামী অজ্ঞদের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা পোষণ করেছিল। তারা বলেছিল যে, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোন এখতিয়ার আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।' তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন এখতিয়ার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের বধ্যভূমিতে এসে উপস্থিত হত।' তা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের হৃদয়ে যা (কালিমা) আছে, তা পরিশুদ্ধ করেন। আর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।" (আলে ইমরান ঃ ১৫৪)

ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) (৪/৮৪তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দ বিন হুমাইদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাওহ বিন উবাদাহ, তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ হতে, তিনি যাবেত হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি আবূ তালহা হতে, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি আমার মাথা তুলে দেখতে লাগলাম। সেদিন প্রত্যেকেই তন্দ্রার কারণে নিজ ঢালের নিচে দুলছিল। এটাই হল মহান আল্লাহর উক্তি,

{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا}.

এটা হাসান-সহীহ হাদীস।

অতঃপর তিনি বলেছেন,---আর তাতে কপির ইঙ্গিত রয়েছে---'আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দ বিন হুমাইদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাওহ বিন উবাদাহ, তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ হতে, তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ হতে, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি আবুয যুবাইর হতে অনুরূপ। এটা হাসান-সহীহ হাদীস।

মুবারকপুরী বলেছেন, তাঁর উক্তি 'আবুয যুবাইর হতে'। এমনটাই আছে আহমাদিয়া কপিতে। অথচ সেটা ভুল। সঠিক হল 'আবূ' শব্দ বাদ দিয়ে 'যুবাইর হতে'।

যুবাইরের হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে রাহওয়াইহ, যেমন রয়েছে আল-মাত্বালিবুল আলিয়াহ (৪/২১৯)এ। আর তার শব্দাবলী এইরূপ ঃ যুবাইর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উহুদের দিন আমি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। যখন ভীষণ ভয় আমাদেরকে ঘিরে ধরেছিল এবং আমাদের প্রতি নিদ্রা প্রেরণ করা

হয়েছিল। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের চিবুক তার বুকের উপর লেগে গিয়েছিল। আল্লাহর কসম! আমি যেন মুত্ইব বিন কুশাইরের উক্তি স্বপ্নের মতো শুনছি,

{لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا}

এবং তা স্মৃতিস্থ করেছি। সুতরাং মহান আল্লাহ এ মর্মে অবতীর্ণ করলেন,

{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا} – إلى قوله – {مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا}

এ ছিল মুত্ইব বিন কুশাইরের উক্তির প্রেক্ষিতে, সে বলেছিল,

{لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ} حتى بلغ {عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}

টীকাকার হাবীবুর রহমান আ'যমী বলেছেন, 'বূসীরী এর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। আর এর সনদ উত্তম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} الآية ١٦١.

"কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে আত্মসাৎ করবে। আর যে কেউ কিছু আত্মসাৎ করবে, সে তার আত্মসাৎ করা বস্তু নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে, তা পূর্ণ মাত্রায় প্রদত্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।" (আলে ইমরান ঃ ১৬১)

ইমাম ত্বাবারানী (কাবীর ১২/১৩৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদান বিন আহমাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন খালেদ রাক্কী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া বিন হিশাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি হাবীব বিন আবী যাবেত হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নবী ﷺ একটি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। কিন্তু তার পতাকা রদ্দ করা হল (তারা পরাজিত হল)। অতঃপর আবার প্রেরণ করলে একটি সোনার হরিণের মাথা খিয়ানত করার কারণে আবারও রদ্দ করা হল। সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}.

হাইষামী মাজমাতে এবং সুয়ূত্বী লুবাবুন নুক্বূলে বলেছেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

আবূ আব্দুর রহমান (লেখক) বলেন, রাবীর দিক থেকে তাঁরা যা বলেছেন, তা ঠিক। কিন্তু হাবীব বিন আবী যাবেত মুদাল্লিস। আর তিনি হাদীস শোনার কথা স্পষ্ট করেননি; যদিও তিনি ইবনে আব্বাস হতে (হাদীস) শুনেছেন। আলী বিন মাদীনী ইবনে আব্বাসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিত করেছেন; যেমন এ কথা জামেউত তাহসীল কিতাবে বলা হয়েছে। ইজলী ইবনে আব্বাস হতে তাঁর শোনার কথা প্রমাণিত করেছেন; যেমন এ কথা তাহযীবুত তাহযীব কিতাবে রয়েছে। কিন্তু তিনি মুদাল্লিস, আর ইবনে আব্বাস হতে দু জনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন; আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও তাঁর পিতা; যেমন এ কথা রয়েছে তাহক্বীকুল ইলযামাত অত-তাতাব্বু' কিতাবের ৪৮৩ পৃষ্ঠায়। সুতরাং এর থেকে জানা গেল এই সনদে হাদীসটি যয়ীফ।

আয়াতের অন্য একটি শানে-নুযূল, আর এটাও সহীহ নয়।

ইমাম ত্বাবারানী (কাবীর ১১/১০১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন য়্যাযীদ নারসী বাগদাদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উমার হাফ্স বিন উমার মুক্বরী দূরী[১৯], তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মুহাম্মাদ য়্যাযীদী, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আম্র বিন আলা', তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি পড়তেন,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}

"কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে আত্মসাৎ করবে।"

(আর ইবনে মাসঊদ পড়তেন,

([19]) মূল কপিতে আছে মুক্বাদ্দামী যাওযানী। আর মু'জামুস স্বাগীর (২/৩৭) এবং অনুরূপ তারীখে বাগদাদ (১/৩৭২)এ তাই রয়েছে, যা আমরা বহাল করেছি। আর সেটাই শুদ্ধ; যেমন জাযরীর গায়াতুন নিহায়াহতে রয়েছে।

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ}

অর্থাৎ, কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে বন্দী হবে।)
ইবনে আব্বাস বলেন, তাঁর বন্দী হওয়া সঙ্গত হবে না কেন, অথচ তাঁর হত্যা হওয়া সঙ্গত। আল্লাহ বলেন,

{وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ}

(তারা নবীগণকে হত্যা করে।) আসলে মুনাফিকরা নবী ﷺ-কে কোন ব্যাপারে অপবাদ দেয়, তারই ফলে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}

হাদীসটিকে ত্বাবারানী সাগীর (২/ ১৫)তে, আল-ওয়াহিদী আসবাবুন নুযূল (৮৪ পৃষ্ঠা)য় এবং খত্বীব তারীখে বাগদাদ (১/৩৭২)এ উদ্ধৃত করেছেন।
হাদীসের বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। কেবল ত্বাবারানীর শায়খের কোন বৈয়াক্তিক ইতিহাস তারীখে বাগদাদ (১/৩৭২) ছাড়া অন্য কোথাও পেলাম না। খত্বীব বলেছেন, 'তাঁর নিকট থেকে আবুল কাসেম ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন।' অতঃপর খত্বীব তাঁর কোন প্রকার সমালোচনা বা সাফাই কিছুই উল্লেখ করেননি।
আবূ দাঊদ ও তিরমিযী অনুরূপ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তবে তা খুস্বাইফ বিন আব্দুর রহমান সূত্রে। হাফেয তাখরীজুল কাশ্শাফে বলেছেন, 'ইবনে আদী খুস্বাইফের কারণে হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।'
আবূ আব্দুর রহমান বলেন, খুস্বাইফকে অধিকাংশ (মুহাক্কিক্ব) দুর্বল বলেছেন। পরন্তু তিনি এ হাদীসে বিশৃঙ্খল বর্ণনাও দিয়েছেন। সুতরাং কখনো তিনি মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, আবার কখনো মাওসূল রূপে। কখনো তিনি বলেছেন, 'মিক্বসাম হতে।' আবার কখনো বলেছেন 'ইকরামা অথবা অন্য হতে।' (রুজু করুন ঃ তফসীর ইবনে জারীর ৪/ ১৫৫)
অতঃপর আমি উক্ত হাদীসের একটি সূত্র প্রাপ্ত হই, যা দলীলযোগ্য। ইমাম বায্যার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন (যেমন কাশ্ফুল আসতার ৩/ ৪৩এ রয়েছে), আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল অহহাব বিন আত্বা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হারূন আল-ক্বারী, তিনি যুবাইর বিন খিরীত হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, (তিনি বলেছেন,)

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}

অর্থাৎ, কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তাকে তার সাহাবাগণ অপবাদ দেবে।
হারূন হলেন ইবনে মূসা আযদী আতাক গোত্রের মুক্তদাস আবূ আব্দুল্লাহ। আবূ ইসহাকও বলা হয়। তিনি নাহবী বাসরী এক চক্ষুর অন্ধ ক্বিরাআত-বিজ্ঞ। ইবনে মাঈন প্রভৃতিগণ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন; যেমন রয়েছে তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে।
উক্ত আষারে যদিও শানে নুযূল নেই, তবুও ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত শানে নুযূলকে সমর্থন করে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} الآية ١٦٥.

"যখন তোমাদের উপর (উহুদের যুদ্ধের বিপদ) এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা তাদের উপর আনয়ন করেছিলে; তখন তোমরা বলেছিলে, এ কোথা থেকে এল? বল, (হে মুহাম্মাদ!) এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৫)
ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) (১/৩০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ নূহ কুরাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইকরামা বিন আম্মার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সিমাক হানাফী আবূ যুমাইল, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ, তিনি বলেছেন, বদর-যুদ্ধের দিন নবী ﷺ নিজ সঙ্গীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তাঁরা ছিলেন তিন শতের কিছু বেশি এবং মুশরিকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন, তারা ছিল এক হাজারের বেশি। সুতরাং নবী ﷺ ক্বিবলামুখী হয়ে দুই হাত সম্প্রসারিত

করলেন। আর তাঁর দেহে ছিল চাদর ও লুঙ্গি। অতঃপর তিনি বললেন,

(اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا).

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা কোথায়? হে আল্লাহ তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে, তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! যদি তুমি মুসলিমদের এই জামাআতকে ধ্বংস ক'রে দাও, তাহলে পৃথিবীতে কখনো তোমার ইবাদত হবে না।"

এইভাবে তিনি নিজ সুমহান প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করতে থাকলেন এবং তাঁকে আহবান করতে থাকলেন। পরিশেষে তাঁর চাদর (দেহ থেকে) পড়ে গেল। তা দেখে আবূ বাকর ﷺ তাঁর নিকট এসে তাঁর চাদর ধরে (দেহে) ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতিপালকের নিকট আপনার (এতটুকু) প্রার্থনা যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি আপনাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা পূরণ করবেন।' আর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ}

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রে (বলে) ছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।" (আন্ফাল ঃ ৯)

অতঃপর সেদিন যুদ্ধ সংঘটিত হলে মহান আল্লাহ মুশরিকদেরকে পরাজিত করেন। তাদের সত্তর জনকে হত্যা করা হয় এবং সত্তর জনকে বন্দী করা হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাকর, আলী ও উমার ﷺদের সাথে পরামর্শ করেন। আবূ বাকর ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওরা চাচাতো ভাই, গোত্রের লোক ও ভাই-বেরাদার। তাই আমি মনে করি, আপনি ওদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। সুতরাং আমরা ওদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করব, তা কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তিস্বরূপ হবে। আর সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করবেন, ফলে তারা সহায়ক শক্তি হবে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমার রায় কী হে ইবনে খাত্ত্বাব?"

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমার রায় আবূ বাকরের মতো নয়। আমার রায় হল, আমার আত্মীয় অমুককে আমার আয়ত্তাধীন করুন, আমি তার শিরোশ্ছেদ করি। আকীলকে আলীর আয়ত্তাধীন করুন, সে তার শিরোশ্ছেদ করুক। হামযার ভাইকে তার আয়ত্তাধীন করুন, সে তার শিরোশ্ছেদ করুক। যাতে আল্লাহ জেনে নিন যে, মুশরিকদের জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন অনুকম্পা নেই। ওরা হল ওদের নেতৃস্থানীয় প্রধান প্রধান লোক।'

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাকর যা বললেন, তা পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা পছন্দ করলেন না। সুতরাং তিনি তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন।

পরের দিন এলে উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম তিনি ও আবূ বাকর ﷺ বসে কাঁদছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ও আপনার সাথী কেন কাঁদছেন, তা আমাকে জানান। তাহলে আমার কান্না এলে আমিও কান্না করব। আর কান্না না এলে আপনাদের কান্নার জন্য কান্নার ভাব তৈরি করব।'

নবী ﷺ বললেন, "তোমার সঙ্গীরা মুক্তিপণের ব্যাপারে আমার নিকট যা পেশ করেছিল তার কারণে কাঁদছি।" অতঃপর একটি নিকটবর্তী গাছের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "এই গাছের থেকেও বেশি নিকটে তোমাদের আযাব আমার নিকট পেশ করা হয়েছে।"

আর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ}

"দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। (আন্ফাল ঃ ৬৭-৬৮)

অর্থাৎ, মুক্তিপণ। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করলেন। পরের বছর যখন উহুদ যুদ্ধের সময় এল, তখন বদরের দিন মুক্তিপণ নিয়ে যে অপরাধ করেছিলেন, তার শাস্তি দেওয়া হল। সুতরাং তাঁদের সত্তর জন নিহত হলেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গীরা তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করলেন, তাঁর চোয়ালের পেষক দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর শিরস্ত্রাণ মাথায় ভেঙ্গে গেল এবং রক্ত ঝড়ে চেহারায় বয়ে গেল। মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا}

"যখন তোমাদের উপর (উহুদের যুদ্ধের বিপদ) এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা তাদের উপর আনয়ন করেছিলে; তখন তোমরা বলেছিলে, এ কোথা থেকে এল? বল, (হে মুহাম্মাদ!) এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৫)

তোমাদের মুক্তিপণ নেওয়ার কারণে।

হাদীসের রাবীগণ 'সহীহর' বর্ণনাকারী। ইবনে কাষীর ও সুয়ূত্বী সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ইবনে আবী হাতেমের হাওয়ালা দিয়েছেন। আমি পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করলাম, যেহেতু তাতে অনেক উপদেশ রয়েছে।

হাদীসটির আরো কিছু উদ্ধৃতি-গ্রন্থের কথা সূরা আনফালে আসবে ইন শাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} الآيات ١٦٩ و١٧٠ و١٧١.

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত। এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে; এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর (অনন্ত) নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা (বিশ্বাসিগণ) আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) (১/২৬৫তে) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াকূব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার আব্বা, তিনি ইবনে ইসহাক হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন উমাইয়া বিন আম্র বিন সাঈদ, তিনি আবূয যুবাইর মক্কী হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের ভাইগণ উহুদে নিহত হলে আল্লাহ তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ রঙের পাখির পেটে স্থাপন করেছেন। তারা জান্নাতের নদীসমূহে অবতরণ করে, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়াতলে ঝুলন্ত দীপাবলীতে আশ্রয় নেয়। সুতরাং তারা যখন সুন্দর খাদ্য, পানীয় ও আরাম করার জায়গা পেল, তখন বলল, 'আমাদের ভাইদেরকে কে খবর দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত হচ্ছি। যাতে তারা জিহাদে অনাসক্তি প্রকাশ না করে এবং যুদ্ধের সময় ভীরুতা প্রদর্শন না করে।' মহান আল্লাহ বললেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে এ কথা পৌঁছে দেব।'

সুতরাং তিনি এই আয়াতগুলি তাঁর রসূলের উপর অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ}

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না।"

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উষমান বিন আবী শাইবা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস, তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হতে, তিনি ইসমাঈল বিন উমাইয়া হতে, তিনি আবুয যুবাইর হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ।

হাফেয ইবনে কাষীর বলেন, 'এটাই বেশি বলিষ্ঠ, অর্থাৎ যে সূত্রে আবুয যুবাইর ও ইবনে আব্বাসের মাঝে মাধ্যম রয়েছে।'

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (২/৩২২), ইবনে হিশাম সীরাহ (২/১১৯), ইবনে জারীর (৪/১৭০), হাকেম মুস্তাদরাক (২/৮৮, ২৯৭), ইবনুল মুবারক জিহাদ (৬০পৃঃ)তে। হাকেম উভয় স্থানেই বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ, কিন্তু বুখারী-মুসলিম তা উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী এ কথায় স্বীকৃতি জানিয়েছেন। অবশ্য এতে শৈথিল্য স্পষ্ট। কারণ মুসলিম ইবনে ইসহাকের কেবল পাঁচটি হাদীস

সমর্থক হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন; যেমন এ কথা মীযানে রয়েছে। তবে সাক্ষী বর্ণনা থাকার কারণে হাদীসটি 'সহীহ লিগায়রিহ'। সুতরাং হাকেম (২/৩৮৭) তে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি হামযা ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে সহীহ। কিন্তু তাঁরা তা উদ্ধৃত করেননি।' এবং যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

তিরমিযী (৪/৮৪) হাসান সূত্রে, ইবনে মাজাহ (১৯০, ২৮০০নং), উষমান বিন সাঈদ দারেমী (আর-রদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ ৭৪পৃঃ)তে জাবের ﷺ কর্তৃক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, "হে জাবের! কী ব্যাপার, আমি তোমাকে ভগ্ন-হৃদয় দেখছি?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা শহীদ হয়েছেন এবং সন্তান ও ঋণ ছেড়ে গেছেন।' তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দেব না, যা দিয়ে আল্লাহ তোমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন?" আমি বললাম, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পর্দার আড়াল ছাড়া (সরাসরি) আল্লাহ কারো সাথে কখনো কথা বলেন না। কিন্তু তিনি তোমার আব্বাকে জীবিত ক'রে সরাসরি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তুমি আমার কাছে কামনা কর, আমি তোমাকে দান করব।' (তোমার আব্বা) বলেছে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে জীবিত কর, আমি দ্বিতীয়বার তোমার পথে খুন হতে চাই।' রব্ব তাবারাকা অতাআলা বলেছেন, 'আমার পূর্ব-ঘোষণা আছে যে, তারা (মৃতরা) ফিরে যাবে না।' (জাবের) বলেন, আর এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ}

হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হল মূসা বিন ইবরাহীম বিন কাষীর। আর তাঁর অবস্থা অজ্ঞাত। তবে হাদীসটির একাধিক সাক্ষ্য বর্ণনা রয়েছে, ফলে তা 'হাসান' হয়ে যাবে, যেমন তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

ইবনে জারীর (৪/ ১৭৩) হাসান সনদে এবং তারীখ (৩/৩৬)এ উদ্ধৃত করেছেন যে, আয়াতটির শানে-নুযূল হল বি'রে মাউনার হত ব্যক্তিগণ। আল্লামা শাওকানী তাঁর তফসীরে বলেছেন, 'যাই হোক না কেন, আমভাবে আয়াতটি সকল শহীদকে শামিল করে।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} إلى قوله {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} الآيات ١٧٢ و ١٧٣ و١٧٤.

"আঘাত পাওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হন, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (আলে ইমরান ঃ ১৭২-১৭৪)

ইমাম ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) (১১/২৭৪এ) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মানসূর জাওয়ায, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, তিনি আমর বিন দীনার হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে,

সুফিয়ান অন্যবারে বলেছেন, আমাকে খবর দিয়েছেন ইকরামা, (ইবনে আব্বাস) বলেছেন, আবূ সুফিয়ান ও মুশরিকরা যখন উহুদ থেকে ফিরে গেল, তখন রাওহায় পৌঁছে তারা বলল, 'না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে, আর না উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীদেরকে সওয়ারী-সঙ্গী করতে পারলে, তোমরা খুব খারাপ কাজ করলে! (আবার ফিরে চলো।)' এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে লোকেদেরকে বের হতে আহবান করলেন এবং সকলে আহবানে সাড়া দিয়ে হামরাউল আসাদ অথবা বি'রে আবী উয়াইনাহ পর্যন্ত পৌঁছলেন। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ}

আবূ সুফিয়ান ইতিপূর্বে নবী ﷺ-কে বলেছিল, 'তোমার প্রতিশ্রুত স্থান হল বদর, যেখানে তোমরা আমাদের

সাথীদেরকে হত্যা করেছ।' সুতরাং কাপুরুষ ফিরে গেল। আর বীর পুরুষ যুদ্ধ ও বাণিজ্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁরা সেখানে পৌঁছে কাউকে বর্তমান পেলেন না। সেখানে তাঁরা বাজার করলেন। মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ}

হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয হাইষামী মাজমা (৬/ ১২ ১)এ বলেছেন, এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ বিন মানসূর জাওয়ায ছাড়া এর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। অবশ্য তিনিও নির্ভরযোগ্য। আর লুবাবুন নুক্বূলে সুয়ূত্বী বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ।'
হাফেয ফাতহুল বারী (৯/২৬৯)এ বলেছেন, 'হাদীসটিকে নাসাঈ[২০] ও ইবনে মারদাওয়াইহে উদ্ধৃত করেছেন। আর তার বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। তবে সুরক্ষিত বর্ণনা হল ইকরামার মুরসাল বর্ণনা, তাতে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনার কথা নেই। আর মুরসাল সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ।'
সুতরাং হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ)র কথা অনুপাতে মাওসূল বর্ণনাটি 'শায' (বিরল) হবে। আর মুরসাল বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন য়্যাযীদ আল-মুক্বরী, যেমন তফসীর ইবনে কাষীরে রয়েছে।
এর সমর্থক বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক। সুতরাং তিনি তাঁর তফসীরে (১/ ১৪০)এ মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আম্র হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি বলেছেন, 'জাহেলী যুগে বদর ছিল বাণিজ্য ক্ষেত্র।' অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর এর শেষ লাইনে রয়েছে, "সুতরাং কাপুরুষ ফিরে গেল। আর বীর পুরুষ যুদ্ধ ও বাণিজ্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁরা সেখানে পৌঁছে কাউকে বর্তমান পেলেন না। সেখানে তাঁরা বাজার করলেন। মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ}

পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ বিন মানসূর ত্বূসী মাওসূল ও মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন; যেমন আপনি আসবাবুন নুযূলে দেখতে পাবেন।
আর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মুক্বরী ও মুহাম্মাদ বিন মানসূর উভয়ের ব্যাপারে হাফেয তাক্বরীবে বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ।'
আর আব্দুর রায্যাকের ব্যাপারে বলেছেন, 'নির্ভরযোগ্য হাফেয, প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা, শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। সুতরাং তিনি পরিবর্তিত হন এবং তিনি শিয়াদের মত পোষণ করতেন। সুতরাং এই বিচারে মুরসাল হওয়ার ব্যাপারটাই প্রাধান্য পাবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} الآية ١٨٦.

"(হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।" (আলে ইমরান ঃ ১৮৬)
ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) (৩/ ১১৪)তে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন য়্যাহয়্যা বিন ফারেস, তিনি বলেন, হাকাম বিন নাফে' তাঁদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শুআইব, তিনি যুহরী হতে, তিনি আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালেক হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, আর তিনি ছিলেন সেই তিন ব্যক্তির একজন যাঁদের তওবা কবূল করা হয়েছিল। কা'ব বিন আশরাফ ব্যঙ্গ-কবিতায় নবী ﷺ-এর নিন্দা করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে কুরাইশী কাফেরদেরকে উত্তেজিত করত। নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তার অধিবাসীরা মিশ্রিত ছিল। তাদের মধ্যে মুসলিমরা ছিল, মুশরিকরা ছিল---যারা মূর্তিপূজা করত এবং ইয়াহুদীরা ছিল।

---

(20) নাসাঈ তফসীর ১/৩৯

(অমুসলিমরা) নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে (নানাভাবে) কষ্ট দিত। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার আদেশ দিলেন এবং তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية.

অতঃপর কা'ব বিন আশরাফ নবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকতে যখন অস্বীকার করল, তখন নবী ﷺ সা'দ বিন মুআযকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন একদল লোক পাঠিয়ে তাকে হত্যা করে। সুতরাং তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তাকে হত্যা করার কাহিনী উল্লেখ করলেন। সুতরাং তাঁরা যখন তাকে হত্যা করল, তখন ইয়াহুদী ও মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে সকালে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গীকে রাতের বেলায় খুন করা হয়েছে।' নবী ﷺ তাদের নিকট তাই উল্লেখ করলেন, যা সে বলত। অতঃপর তিনি তাঁর ও তাদের মাঝে একটি চুক্তিনামা লিখতে আহবান জানালেন, যাতে তারা সেটার দিকে রুজু করতে পারে। সুতরাং নবী ﷺ তাঁর মাঝে এবং তাদের ও মুসলিম জনসাধারণের মাঝে একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করলেন।

মুনযিরী বলেন, 'তাঁর পিতা হতে' কথাটিতে আপত্তি আছে। যেহেতু তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন কা'ব সাহাবী নন এবং তিনি তাঁদের একজনও নন, যাঁদের তওবা কবূল করা হয়েছিল। অতএব এই তত্ত্বে হাদীসটি মুরসাল হবে। তবে সম্ভবতঃ 'তাঁর পিতা হতে' বলতে 'দাদা হতে' বুঝিয়েছেন। আর তিনি হলেন কা'ব বিন মালেক। অতএব এই তত্ত্বে হাদীসটি মুসনাদ হবে। যেহেতু আব্দুর রহমান তাঁর দাদা কা'ব বিন মালেক থেকে শ্রবণ করেছেন। আর কা'ব ছিলেন তাঁদের একজন, যাঁদের তওবা কবূল করা হয়েছিল। এই শ্রেণীর সমস্যা একাধিক জায়গায় সনদে সংঘটিত হয়েছে। (আওনুল মা'বূদ থেকে শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে সংক্ষেপিত।) হাদীসটিকে ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে এই সনদ ও শব্দে উল্লেখ করেছেন।

এতদ্ব্যতীত আয়াতটির অন্য শানে-নুযূলও উল্লিখিত হয়েছে। হাফেয (ফাতহুল বারী ৯/২৯৮)এ বলেছেন, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনুল মুনযির হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি আবূ বাক্র ও ফানহাস ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন সে বলেছিল,

{إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ}

"নিশ্চয় আল্লাহ অভাবী, আর আমরা অভাবমুক্ত।"

(মহান আল্লাহ তার উক্তির বহু উর্ধ্বে।) তা শুনে আবূ বাক্র ক্রোধান্বিত হলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। সুয়ূত্বী লুবাব গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ হাসান। আর উভয়ের মাঝে কোন স্ববিরোধিতা নেই। যেহেতু সম্ভবতঃ আয়াতটি এই কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ঐ কারণেও অবতীর্ণ হয়েছিল।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} — الآية ١٨٨.

"যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনও মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (আলে ইমরান ঃ ১৮৮)

বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (৮/২৩৩ সালাফিয়া ছাপা ফাত্হ-সহ বুখারীতে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আবী মারয়্যাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়দ বিন আসলাম, তিনি আত্বা বিন য়্যাসার হতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী ؓ হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুনাফিকদের কিছু লোক তিনি যুদ্ধে বের হলে তাঁর পশ্চাতে থেকে যেত এবং রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বসে থাকতে আনন্দবোধ করত। অতঃপর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে নানা অজুহাত পেশ করত। আর তারা সেই কাজে প্রশংসিত হতে পছন্দ করত, যা তারা করত না। তাই অবতীর্ণ হল,

{لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/১২৩) ও ইবনে জারীর (৪/২০৫)

অন্য একটি শানে-নুযূল ঃ
ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (৯/৩০১)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হিশাম খবর দিয়েছেন যে, ইবনে জুরাইজ তাঁদেরকে খবর দিয়েছেন, তিনি ইবনে আবী মুলাইকা হতে, আলকামা বিন অক্কাস তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, একদা মারওয়ান তাঁর দারোয়ানকে বললেন, 'হে রাফে'! তুমি ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে বল, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে নিজে যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, যদি সে শাস্তিযোগ্য হয়, তাহলে আমরা সকলে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'আপনাদের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক কী? আসলে একদা নবী ﷺ ইয়াহুদীদেরকে ডেকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তারা তা গোপন ক'রে তাঁকে অন্য কিছু কথা বলল এবং তারা তাঁকে এটা প্রকাশ করল যে, তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে তারা তাঁর নিকট প্রশংসার পাত্র হয়েছে এবং যা গোপন করেছে তার মাধ্যমে তারা আনন্দিত হল।' অতঃপর ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন,

{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} كذلك حتى قوله {يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا}

ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনায় আব্দুর রায্যাক সহযোগী হয়েছেন।
আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে মুকাতিল, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হাজ্জাজ, তিনি ইবনে জুরাইজ হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনে আবী মুলাইকা, তিনি হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ হতে, মারওয়ান তাঁকে এই খবর দিয়েছেন।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/১২৩), তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ মুসনাদ (১/২৯৮) ও ইবনে জারীর (৪/২০৭)এ।
এ হল দুই শ্রেণীর বর্ণনা। অবশ্য দুই হাদীসের মাঝে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, আয়াতটি উভয় শ্রেণীর মানুষের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথা বলেছেন হাফেয ফাতহুল বারী (৯/৩১)এ।
আমি বলি, আবূ সাঈদের হাদীস প্রাধান্য পেলে সেটাই উত্তম। কারণ ইবনে আব্বাসের হাদীস সেই হাদীসসমূহের অন্যতম, যার ব্যাপারে বুখারী-মুসলিমের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন রয়েছে ফাতহুল বারীর ভূমিকায় (২/১৩২)এ, যেমন রয়েছে ফাতহুল বারী (৯/৩০২)এ। আর বিষয়টিকে আহলে কিতাবদের মধ্যে সীমিত করার কোন মানে হয় না। ফাতহুল বারীতে হাফেয বলেছেন, 'আয়াতটি ব্যাপকার্থ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে শামিল করে, যে কোন ভালো কাজ ক'রে সগর্বে আনন্দিত হয় এবং এই পছন্দ করে যে, যা তার মধ্যে নেই, তা নিয়ে লোকে তার প্রশংসা ও সুনাম করুক।'
এ ছাড়া আমি যে মতকে প্রাধান্য দিয়ে যা বলেছি, তার সমর্থনে এই বলা যায় যে, হাফেয (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারীতে ইবনে আব্বাসের প্রতি প্রেরিত দূত, যিনি হাদীসের কেন্দ্রবিন্দু, সেই রাফে'র ব্যাপারে বলেছেন, 'হাদীসে যা এসেছে, তা ছাড়া রাবীদের কিতাবে তাঁর উল্লেখ দেখলাম না। হাদীসের শব্দগুচ্ছ থেকে যা মনে হয়, তা এই যে, তিনি ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে সংবাদ পৌঁছে দিলেন এবং উত্তর নিয়ে মারওয়ানের নিকট ফিরে এলেন। সুতরাং তিনি মারওয়ানের নিকট নির্ভরযোগ্য না হলে তাঁর উত্তরে তুষ্ট হতেন না।' হাফেয এর পরেও আরো কথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, রাফে' মাজহূল (অজ্ঞাত-পরিচয়) ব্যক্তি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} الآية ١٩٩.

"নিশ্চয় গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহতে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না; এরাই তো সেই সকল লোক যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (আলে ইমরান ঃ ১৯৯)
ইমাম আবূ বাক্র বায্যার (রাহিমাহুল্লাহ) (১/৩৯২)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন মুফায্যাল হার্রানী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উষমান বিন আব্দুর রহমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন সাবেত বিন

সওবান, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি নবী ﷺ হতে,
অন্য সূত্রে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন বাক্কার বাহেলী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মু'তামির বিন সুলাইমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুমাইদ ত্বীল, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেন, নবী ﷺ নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সময় তিনি তাঁর জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহ রসূল! একজন হাবশী দাসের আপনি জানাযা পড়লেন?' সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...} الآية

হাদীসটির প্রথম সূত্রের কিছু রাবীর ব্যাপারে গবেষণার দরকার। দ্বিতীয় সূত্রের রাবীগণ দলীলযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তবে হুমাইদ মুদাল্লিস। আর তিনি হাদীস বর্ণনার (শোনার) কথা স্পষ্ট করেননি। অবশ্য হাদীসটির হুমাইদ পর্যন্ত অন্য সূত্র আছে। নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তফসীর (১/৪১)এ বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আম্র বিন মানসূর, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন য়্যাযীদ বিন মিহরান, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বাক্র বিন আইয়াশ, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেছেন, নাজাশীর মৃত্যু-সংবাদ এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা তার জানাযা পড়।" লোকেরা বলল, 'আমরা কি একজন হাবশী দাসের জানাযা পড়ব?' সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ}.

আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আম্র বিন মানসূর, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন য়্যাযীদ বিন হারূন[২১] আবূ খালেদ খাব্বায, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বাক্র বিন আইয়াশ, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি হাসান হতে অনুরূপ।
এখানেও হুমাইদ মুদাল্লিস এবং তিনি হাদীস বর্ণনার কথা স্পষ্ট ক'রে বলেননি। বাহ্যতঃ মনে হয়, তিনি দুই সূত্রে হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন, হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে এবং আনাস থেকে (মারফূ' সূত্রে)। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) (১/৪৪৩)এ বলেছেন, 'আর ইবনে আবী হাতেম ও আবূ বাক্র বিন মারদাওয়াইহ হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস বিন মালেক হতে' এবং তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আর আব্দ বিন হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি নবী ﷺ হতে।'
মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৩/৩৮)এ হাফেয হাইষামী আনাসের হাদীসের ব্যাপারে বলেন, 'হাদীসটিকে বায্যার ও ত্বাবারানী আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন, আর ত্বাবারানীর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।' অতঃপর আবূ সাঈদের হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, 'ত্বাবারানী আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে রয়েছে আব্দুর রহমান বিন আবিয যিনাদ, আর তিনি দুর্বল।'
(লেখক) আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হাদীসরূপে হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'হাদীসটির সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।' এমনটাই তিনি বলেছেন। অথচ তা হল মুসআব বিন সাবেতের সূত্রে, আর তিনি যয়ীফ। তবে সকল সূত্র একত্রিত অবস্থায় হাদীসটি দলীলযোগ্য অবস্থানে পৌঁছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সূরা নিসা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية ٣.

"আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে

(21) কপিতে এমটাই আছে। সঠিক হল, বিন মিহরান; যেমন রয়েছে তাহযীবুত তাহযীবে। তিনি য়্যাযীদ বিন হারূন ওয়াসেত্বী নন।

(স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।" (নিসা ঃ ৩)
ইমাম বুখারী (৯/৩০৭এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন হিশাম, তিনি ইবনে জুরাইজ হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন হিশাম বিন উরওয়াহ, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তির এতীম মেয়ে ছিল, সে তাকে বিবাহ করল। আর তার ছিল খেজুরের বাগান। সে তাকে (বিবাহ ক'রে) নিজের বাঁধনে ধরে রাখল। অথচ তার মনে মেয়েটির প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং এ মর্মে অবতীর্ণ হল,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

আমার ধারণা,[২২] বর্ণনাকারী বলেছেন, মেয়েটি এ বাগানে এবং তার মালে তার শরীক ছিল।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর তাঁর তফসীর (৪/২৩২)এ এবং মুসলিম (১৮/ ১৫৫)তে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية ٦.

"পিতৃহীনদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় ক'রে ও তাড়াতাড়ি ক'রে তা খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ, তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।" (নিসা ঃ ৬)
ইমাম বুখারী (৯/৩০৯এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, তিনি মহান আল্লাহর বাণী,

{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

এর ব্যাপারে বলেছেন, এটি এতীমের মালের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তত্ত্বাবধায়ক) নিঃস্ব হলে তার তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণে ভোগ করবে।
হাদীসটি উদ্ধৃত করেছে মুসলিম (১৮/ ১৬৫- ১৬৬)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآيتان ١١ و١٢.

"আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ (সবই) সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি উইল) করে, তা কার্যকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে, তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ তোমরা যা অসিয়ৎ কর, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এ যা

([22]) সন্দেহটি হিশাম বিন ইউসুফের। (ফাতহুল বারী)

অসিয়ৎ করা হয়, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর এবং এ যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ হল আল্লাহর নির্দেশ। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।" (নিসা ঃ ১১-১২)

ইমাম বুখারী (৯/৩১১তে) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হিশাম এই যে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনুল মুনকাদির, তিনি জাবের ﵁ হতে, তিনি বলেন, আমার অসুস্থতায় নবী ﷺ ও আবূ বাক্র বানী সালেমাতে পায়ে হেঁটে আমাকে দেখা করতে এলেন। নবী ﷺ আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। সুতরাং তিনি পানি চেয়ে উযু করলেন। অতঃপর আমার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দিলে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রসূল! আমার মালের ব্যাপারে আপনি আমাকে কী করতে নির্দেশ দিচ্ছেন?' সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}.

হাদীসটিকে বুখারী উদ্ধৃত করেছেন (১/৩১৩তে), আর তাতে রয়েছে, ফারায়েযের আয়াত অবতীর্ণ হল। (১২/২১৮)তে রয়েছে, সুতরাং মীরাষের আয়াত অবতীর্ণ হল। (১৫/৪)এ রয়েছে, পরিশেষে মীরাষের আয়াত অবতীর্ণ হল। ১৭ খন্ডে রয়েছে, পরিশেষে মীরাষের আয়াত অবতীর্ণ হল।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১১/৫৫), আর তাতে রয়েছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}

মুসলিমের (১১/৫৬)তে রয়েছে, মীরাষের আয়াত অবতীর্ণ হল।

উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৩/১৭৯তে), আর তিনি বলেছেন 'হাসান-সহীহ হাদীস।' আর তাতে রয়েছে, সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}

উদ্ধৃত করেছেন (৪/৮৬)তে, আর সেখানে বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।' তাতে রয়েছে, অবতীর্ণ হল,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}

উদ্ধৃত করেছেন ইবনুল জারূদ মুনতাক্বা ৩১৯পৃষ্ঠায় এবং ইবনে জারীর (১৪/২৭৬)এ।

আয়াতের অন্য একটি শানে-নুযূল

একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৩/১৭৯তে) এবং বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।' আবূ দাউদ (৩/৮০), ইবনে মাজাহ ২৭২০নং, ইমাম আহমাদ (৩/৩৫২), ইবনে সা'দ ত্বাবাক্বাত (৩/২/৭৮), হাকেম বলেছেন, সনদ সহীহ। আর যাহাবী তাতে সম্মত। জাবের ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ বিন রাবী'র স্ত্রী এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দুটি হল সা'দ বিন রাবী'র মেয়ে। এদের আব্বা আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। এখন এদের চাচা এদের সমস্ত মাল নিয়ে ফেলেছে। এদের জন্য কোন মাল বাকী রাখেনি।' তিনি বললেন, "আল্লাহ এ ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন।" সুতরাং মীরাষের আয়াত অবতীর্ণ হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মেয়ে দুটির চাচার কাছে খবর পাঠিয়ে বললেন, "সা'দের মেয়ে দুটিকে দুই তৃতীয়াংশ দাও। ওদের মাকে অষ্টমাংশ দাও। আর যা বাকী থাকবে, তা তোমার।"

জাবেরের ঘটনা অধিক সহীহ। কেননা তা বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা। আর সা'দ বিন রাবী'র মেয়েদের ঘটনার বর্ণনাসূত্রে রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আক্বীল। আর তিনি সত্যবাদী দুর্বল স্মৃতির রাবী। পরন্তু দুই ঘটনার মাঝে কোন স্ববিরোধিতা নেই। সুতরাং হতে পারে, উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

ফাতহুল বারীতে হাফেয বলেছেন, হতে পারে আয়াতটির প্রথমাংশ দুই মেয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার শেষাংশ

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً}

জাবেরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে 'সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}

জাবেরের এই উক্তির উদ্দেশ্য হবে, এই আয়াতের সাথে 'কালালা'র উল্লেখ মিলিত ছিল। আর আল্লাহই

সর্বাধিক জ্ঞাত।
আমি বলি, হাফেয (রাহিমাহুল্লাহ)র এ কথায় সন্দেহ রয়েছে। কারণ আল্লাহর বাণী,

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً}

বৈপিত্রেয় ভাইদের ব্যাপারে। সুতরাং উত্তম হল এই বলা যে, উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন তিনি পূর্বে তা প্রতিপাদিত করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية ١٩.

"হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি ক'রে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না; যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার (বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।" (নিসা ঃ ১৯)
বুখারী (৯/৩১৪তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আসবাত বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাইবানী, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে,
শাইবানী[২৩] বলেন, আবুল হাসান সুওয়াঈ[২৪] এটিকে উল্লেখ করেছেন। তবে আমি মনে করি যে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকেই উল্লেখ করেছেন।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}

(ইবনে আব্বাস) বলেন, (জাহেলী যুগে) লোকেরা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকরা তার স্ত্রীর ব্যাপারে বেশি হকদার মনে করত। তাদের কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করত। ইচ্ছা করলে তার বিবাহ দিত। ইচ্ছা করলে তার বিবাহ দিত না। তার ব্যাপারে তার পরিবারের চাইতে তারাই বেশি হকদার ছিল। এ মর্মে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।
হাদীসটিকে কিতাবুল ইকরাহ (১৫/৩৫৩)তেও উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (২/ ১৯৩), ইবনে জারীর (৪/৩০৫)।
হাফেয ইবনে কাষীর (১/৪৬৫তে) বলেন, অকী' বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান হতে, তিনি আলী বিন বাযীমাহ হতে, তিনি মিকসাম হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, জাহেলী যুগে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে কোন ব্যক্তি তার উপর কোন কাপড় নিক্ষেপ করলে সে তার বেশি হকদার হয়ে যেত।
আলী বিন বাযীমাহ কর্তৃক আসহাবে সুনান হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য। বাকী বর্ণনাকারীরা 'সহীহ'র রাবী।
ত্বাবারানী (৪/৩০৫এ) আবূ উমামাহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আবূ কাইস বিন আসলাত যখন মারা গেল, তখন তার ছেলে তার স্ত্রীকে বিবাহ করার ইচ্ছা করল। এটা জাহেলী যুগে তাদের এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং এ মর্মে আয়াতটি অবতীর্ণ হল।
হাফেয ফাতহুল বারী (৯/৩০৫) এবং সুয়ূত্বী লুবাব গ্রন্থে এর সনদ হাসান বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية ٢٢.

"নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে (তা ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় তা অশ্লীল, ক্রোধজনক ও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ,

---

([23]) তিনি আবূ ইসহাক সুলাইমান বিন ফিরোয।
([24]) হাফেয ফাতহুল বারীতে বলেছেন, মোট কথা হল, এই হাদীসে শাইবানীর দুটি সূত্র আছে। একটি মাওসূল (অবিচ্ছিন্ন), আর সেটা হল ইকরামা ইবনে আব্বাস হতে। আর অন্যটি সন্দিগ্ধ।

ভাগিনেয়ীগণ, দুগ্ধ-মাতাগণ, দুগ্ধ-ভগিনীগণ, শ্বাশুড়ীগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাগণ, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের (বিবাহে) কোন দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (হারাম করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নিসা ঃ ২২-২৩)

ইবনে জারীর (৪/৩১৮তে) বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মাখরামী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কুরাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনাহ, তিনি আম্র হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা যা হারাম মনে করত, তা করত। তবে পিতার স্ত্রীকে এবং একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করাকে হারাম মনে করত না। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} إلى قوله {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। তবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মাখরামী নয়, অবশ্য তিনি নির্ভরযোগ্য।

একটি সতর্কতা ঃ-

সনদে আছে, 'আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনাহ ও আম্র।' এটা ভুল। সঠিক তাই, যা আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। যেহেতু সুফিয়ান (বিন উয়াইনাহ) ইকরামা হতে বর্ণনা করেননি। হাফেয তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৪/ ১১৯এ) উল্লেখ করেছেন যে, সুফিয়ানের জন্ম-সাল হল ১০৭। অতঃপর ইকরামার ব্যক্তি-পরিচিতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু-সাল হল ১০৭, বলা হয় ১১০, আরো অন্য সাল বলা হয়। সে যাই হোক, সুফিয়ান আম্র হতে হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ। আর তিনি হলেন ইবনে দীনার। এখানে আমি এই জন্যই সতর্ক করলাম যে, যাতে মনে করা না হয়, এখানে কোন ভুল আছে। অবশ্য তফসীর ইবনে কাষীরে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যেমন আমাদের শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) তা উদ্ধৃত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية ٢٤.

"নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (নিসা ঃ ২৪)

ইমাম মুসলিম (১০/৩৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ বিন মাইসারাহ কাওয়ারীরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন যুরাই', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আবী আরূবাহ, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি সালেহ আবুল খালীল হতে, তিনি আবূ আলকামাহ হাশেমী হতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের দিন আওত্বাসের দিকে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। তারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং তাদের উপর জয়লাভ করল। সেখানে তারা যুদ্ধবন্দিনী লাভ করল। রসূল ﷺ-এর কিছু সাহাবা তাদের সাথে সহবাস করতে যেন পাপবোধ করলেন, কারণ তাদের মুশরিক স্বামী ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

"নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"

অর্থাৎ, তাদের ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে তারা তোমাদের জন্য হালাল।

অতঃপর তিনি কাতাদাহ পর্যন্ত অন্য একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন, যাঁর নিকট হতে বর্ণনাকারী হলেন শু'বাহ। সুতরাং আমরা তাদলীস না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। যেহেতু শু'বাহ যখন তাঁর নিকট থেকে হাদীস

বর্ণনা করেন, তখন যাচাই করে নেন। আর শু'বাহ বলেছেন, 'আ'মাশ, ইবনে ইসহাক ও কাতাদার তাদলীসের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট।' যেমন সাখাবীর ফাতহুল মুগীষে এ কথা রয়েছে।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৮৬) এবং তিনি বলেছেন হাসান-সহীহ হাদীস।
উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (২/২১৩), নাসাঈ (৬/৯১), ইমাম আহমাদ (৩/৭২, ৮৪) এবং ইবনে জারীর (৫/২)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} إلى قوله : {فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا} الآيتان ٥١و ٥٢.

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিব্‌ত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্য) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ বিশ্বাসী (মুমিন)দের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।" (নিসা ঃ ৫১-৫২)
ইবনে জারীর (৫/ ১৩৩)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুষান্না, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী আদী, তিনি দাউদ হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, কা'ব বিন আশরাফ যখন মক্কায় আগমন করল, তখন কুরাইশ তার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আপনি তাদের নেতা।' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তারা বলল, 'নিজ সম্প্রদায়ে এই নিঃসঙ্গ নির্বংশ লোকটির ব্যাপারে আপনার মত কী, যে ধারণা করে যে, সে আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ? অথচ আমরা হাজী ও আল্লাহর ঘরের সেবায়েত এবং (যমযমের) পানি-পরিবেশক।' সে বলল, 'তোমরা তার থেকে শ্রেষ্ঠ।' (ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন, সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}.

"নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হল নির্বংশ।" (কাউষার ঃ৩)
এবং অবতীর্ণ হল,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} إلى قوله : {فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا}.

হাদীসটিকে হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীর (১/৫১৩)তে উল্লেখ ক'রে বলেছেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আবী আদী আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে, যেমন রয়েছে মাওয়ারিদুয যামআন ৪২৮ পৃষ্ঠায়। হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হল, হাদীসটি 'মুরসাল'। যেমন তফসীর ইবনে কাষীরের তাহকীকে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية٥٩.

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (নিসা ঃ ৫৯)
বুখারী (৯/৩২২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাদাকা বিন ফায্‌ল, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ, তিনি আবূ জুরাইজ হতে, তিনি য়্যা'লা বিন মুসলিম হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

আয়াতটি আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ বিন কাইসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন নবী ﷺ তাঁকে এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন।

হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীরে বলেছেন, হাদীসটিকে ইবনে মাজাহ ছাড়া অবশিষ্ট জামাআত উদ্ধৃত করেছেন। আর তা রয়েছে মুসরাদ (১/৩২৭)এ। উদ্ধৃত করেছেন ইবনুল জারূদ ৩৪৬পৃঃ, ইবনে জারীর (৫/১৪৭-১৪৮)।

হাদীসটির বিবরণ ঃ

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (৯/১২১)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল ওয়াহেদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আ'মাশ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন উবাইদাহ, তিনি আবূ আব্দুর রহমান হতে, তিনি আলী ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ এক অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং আনসারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি বানিয়ে তাদেরকে তার আনুগত্য করতে আদেশ করলেন। অতঃপর (কোন বিষয়ে) সে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, 'নবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার আদেশ দেননি?' তারা বলল, 'অবশ্যই।' সে বলল, 'তাহলে তোমরা আমার জন্য জ্বালানি জমা কর।' সুতরাং তারা তার জন্য জ্বালানি জমা করল। অতঃপর সে বলল, 'আগুন জ্বালাও।' তারা আগুন জ্বালাল। অতঃপর সে বলল, 'তোমরা ওতে প্রবেশ কর।' এ আদেশ শুনে তারা তাতে প্রবেশ করার সংকল্প করল। কিন্তু তাদের কিছু লোক কিছু লোককে ধরে রেখে বলল, 'আমরা আগুন থেকে নবী ﷺ-এর কাছে পালিয়ে এসেছি।' সুতরাং এই অবস্থায় থাকতে থাকতে আগুন নিভিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে গেল। এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন,

(لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف).

"ওরা যদি আগুনে প্রবেশ করত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা হতে বের হতে পারত না। আনুগত্য হল বৈধ বিষয়ে।"

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} الآية٦٠.

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস।' তখন তুমি মুনাফিক (কপট)দেরকে তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধের পরিণামে যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে, তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর তারা তোমার নিকট এসে আল্লাহর শপথ ক'রে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি।" (নিসা ঃ ৬০-৬২)

ইবনে কাষীর তফসীর (১/৫১৯)এ বলেছেন, ত্বাবারানী বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ যায়দ আহমাদ বিন য়্যাযীদ হাওত্বী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল য়্যামান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাফওয়ান বিন আম্র, [২৫] তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, আবূ বার্যাহ আসলামী গণক ছিল। ইয়াহুদীরা যে বিষয়ে বিবাদ করত, সে বিষয়ে সে ফায়সালা দিত। মুশরিকদের কিছু লোক বিবাদ ক'রে তার নিকট গেল। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} إلى قوله: {إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا}.

হাদীসটিকে ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে এই সনদের সাথে উল্লেখ করেছেন। হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/৬)এ বলেছেন, এটাকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।

([25]) ইবনে কাষীরে 'ইবনে উমার' আছে। যা সঠিক, আমরা তা বহাল করলাম। যেমন তাহযীবে রয়েছে। আর সেটা আবূ দাউদ (২/৩৪৪)এ রয়েছে।

আবূ আব্দুর রহমান বলেন, ত্বাবারানীর শায়খের ব্যক্তি-পরিচিতি পেলাম না। [২৬] অবশ্য ওয়াহেদীর নিকটে তাঁর সমর্থক বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম বিন সাঈদ জাওহারী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية ٦٥.

“কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু’মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।” (নিসা ঃ ৬৫)
বুখারী (৯/৩২৩এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা’ফর, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মা’মার, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়াহ হতে, তিনি বলেন, একদা হার্রার একটি পানির নালার ব্যাপারে আনসারদের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুবাইর অভিযোগ দায়ের করলেন। নবী ﷺ বললেন, “হে যুবাইর! তুমি জমিতে পানি দাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।” আনসারী বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনার ফুফাত ভাই বলে এই ফায়সালা!’ এ কথা শুনে তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন, “যুবাইর! তুমি জমিতে সেচ দাও। অতঃপর পানি আটকে রাখো, যে পর্যন্ত না (বাগানের) দেওয়াল বরাবর পানি ফিরে যায়। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।”
আনসারী যখন নবী ﷺ-কে রাগান্বিত করল, তখন তিনি স্পষ্ট নির্দেশে যুবাইরের পূর্ণ হক প্রদান করলেন। অথচ তিনি তাদের উভয়কে এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাদের জন্য প্রশস্ততা ছিল।
যুবাইর বলেন, আমার এটাই মনে হয় যে, উক্ত ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে,

{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.

হাদীসটিকে মুহাদ্দিসীনদের জামাআত উদ্ধৃত করেছেন, যেমন হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীরে (১/৫২০)এ বলেছেন। সুতরাং হাদীসটিকে বুখারী বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে (৫/৪৩১-৪৩৭), মুসলিম (১৫/১০৭) আর তাতে রয়েছে, উরওয়াহ কর্তৃক বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আনসারদের এক ব্যক্তি---। এমনটা আছে বুখারী (৫/৪৩১)এও। সুতরাং এর ফলে বাহ্যতঃ কিছু সূত্রে যে ইরসালের সম্ভাবনা ছিল, তা হতে নিশ্চিত হতে পারলাম।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (২/২৮৯), আর তাতে রয়েছে, উরওয়াহ কর্তৃক বর্ণিত, আব্দুল্লাহ তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, ‘এটি হাসান হাদীস।’ তিনি হাদীসটির পুনরুল্লেখ করেছেন তফসীর অধ্যায়ে (৪/৮৯)এ উক্ত সনদে। আবূ দাউদ (৩/৩৫২), ইবনে মাজাহ ১৫ ও ২৪৮০নং, ইমাম আহমাদ (৪/৫), ইবনে জারীর (৫/১৫৮), আর তাতে রয়েছে পিতা যুবাইর হতে আব্দুল্লাহর বর্ণনা। ত্বাবারীর মতো ইবনুল জারূদ ৩৩৯পৃঃ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ} الآية ٦٩.

“আর যে কেউ আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, (শেষ বিচারের দিন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক (নবীর সহচর), শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম।” (নিসা ঃ ৬৯)
ত্বাবারানী (স্বাগীর ১/২৬)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন আম্র খাল্লাল মাক্কী আবূ আব্দুল্লাহ, [২৭] তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন ইমরান আবেদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ফুযাইল বিন ইয়ায, তিনি মনসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি

([26]) অতঃপর যাহাবীর তারীখুল ইসলাম (অফিয়াত ২৭১-২৮০, ২৬১পৃঃ)তে তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতি পেলাম। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহীম বিন য়্যাযীদ। যাহাবী তাঁর প্রশংসা বা সমালোচনায় কিছু উল্লেখ করেননি। লিসানুল মীযানে ইবনে কাত্তান কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ‘তাঁর অবস্থা জানা যায় না।’

([27]) যাহাবীর তারীখুল ইসলাম (অফিয়াত ২৯১-৩০০, ৫৯পৃঃ)তে তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু যাহাবী তাঁর প্রশংসা বা সমালোচনায় কিছু উল্লেখ করেননি।

আসওয়াদ হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। আপনি আমার নিকট আমার সন্তান অপেক্ষা বেশি প্রিয়। আমি যখন বাড়িতে থাকা অবস্থায় আপনার কথা মনে করি, তখন ধৈর্যধারণ না করতে পেরে আপনার নিকট এসে আপনাকে দর্শন করি। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, তখন বুঝতে পারি যে, আপনি জান্নাতে প্রবেশ করলে নবীদের সাথে আপনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হবে। আর আমি জান্নাতে প্রবেশ করলে আশঙ্কা হয় যে, আমি আপনাকে দেখতে পাব না।’

এ কথা শুনে নবী ﷺ তাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে জিবরীল ﷺ এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন।

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} الآية

মনসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে, তিনি আয়েশা হতে ফুযাইল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আব্দুল্লাহ বিন ইমরান এ বর্ণনায় একা।

হাদীসটির ব্যাপারে হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/৭)এ বলেছেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন ইমরান ছাড়া এর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। অবশ্য তিনি নির্ভরযোগ্য।’

ইবনে আব্বাসের হাদীস স্বরূপ হাদীসটির সাক্ষ্য-বর্ণনা রয়েছে। যেমন মাজমা (৭/৭)এ বলা হয়েছে। তবে তাতে রয়েছেন আত্বা বিন সায়েব। আর তিনি ছিলেন বিপর্যস্ত রাবী।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ নুআইম হিলয়্যাহ (৪/২৪০, ৮/ ১২৫) এবং ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে উক্ত সনদেই। শাওকানী বলেছেন, মাক্বদিসী এটিকে হাসান বলেছেন। আর এর সাক্ষ্য-বর্ণনাও রয়েছে, যেমন বলা হয়েছে ইবনে কাষীর (১/৫২৩)এ। যা হাদীসটিকে শক্তিশালী করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} الآية ٧٧.

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, (যুদ্ধ বন্ধ কর,) যথাযথভাবে নামায পড় এবং যাকাত দাও।’ অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক মানুষকে ভয় করতে লাগল। আর তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? কেন আমাদেরকে আর কিছু কালের অবকাশ দিলে না?’ বল, ‘পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।” (নিসা ঃ ৭৭)

নাসাঈ (৬/৩) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাসান বিন শাক্বীক, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ, তিনি আম্র বিন দীনার হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন আওফ এবং তাঁর কিছু সাথী মক্কায় নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা মুশরিক অবস্থায় সম্মানী ছিলাম। কিন্তু যখন ঈমান আনলাম, তখন হীন হয়ে গেলাম।’ তিনি বললেন, “আমাকে ক্ষমা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না।” অতঃপর যখন আল্লাহ আমাদেরকে মদীনায় স্থানান্তরিত করলেন, তখন আমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। কিন্তু তারা যুদ্ধ করা হতে বিরত হল। অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৬৬, ৩০৭) এবং উভয় জায়গাতেই বলেছেন, ‘বুখারীর শর্তে সহীহ। কিন্তু বুখারী-মুসলিম হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে সম্মতি জানিয়েছেন।

তবে তাঁরা উভয়ে যা বলেছেন, তাতে সন্দেহ আছে। যেহেতু হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ বুখারীর রাবীদের মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং উত্তম হল এই বলা যে, এর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। যেহেতু হুসাইন মুসলিমের রাবীদের অন্যতম। ইকরামা অন্যের সাথে যুক্ত অবস্থায় ইকরামা বুখারী-মুসলিমের রাবী।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (৫/ ১৭১)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} الآية ٨٣.

"আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে, তখন তারা তা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত। আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।" (নিসা ঃ ৮৩)
ইমাম মুসলিম (১০/৮২তে) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহাইর বিন হার্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন ইউনুস হানাফী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরামা বিন আম্মার, তিনি সিমাক আবূ যামীল হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন খাত্তাব, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকলেন, তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, লোকেরা দুশ্চিন্তায় কাঁকর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এবং বলছে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।' আর এটা ছিল তাদেরকে পর্দার আদেশ দেওয়ার পূর্বের ঘটনা। উমার বলেন, আমি বললাম, 'আমি আজই অবশ্যই এটা জেনে নেব।' অতঃপর তিনি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর তাতে রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি নেওয়ার পর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ওদেরকে তালাক দিয়েছেন?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, লোকেরা দুশ্চিন্তায় কাঁকর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এবং বলছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। তাহলে আমি কি তাদের কাছে গিয়ে খবর দেব যে, আপনি ওদেরকে তালাক দেননি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি চাইলে (তা করতে পারো।)" তারপর আরো হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর তাতে রয়েছে, সুতরাং আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। আর আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ}

"আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে, তখন তারা তা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত।"
আমি ছিলাম এর যথার্থতা উপলব্ধিকারী। আর মহান আল্লাহ (নবীজীর স্ত্রীদেরকে) এখতিয়ার সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} الآية ٨٨.

"তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কপটদের সম্বন্ধে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না।" (নিসা ঃ ৮৮)
ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) (৮/৩৫৯)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল অলীদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি আদী বিন সাবেত হতে, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন য়্যাযীদকে যায়দ বিন সাবেত হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উহুদের দিকে বের হয়ে গেলেন, তখন বের হওয়া কিছু লোক ফিরে এল। নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ (তাদের ব্যাপারে) দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, একদল বলছেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আর অন্য দল বলছেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا}

তিনি বললেন, এ (মদীনা) হল ত্বাইবাহ (পবিত্র), এ পাপরাশীকে দূরীভূত করে, যেমন আগুন লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে।
হাদীসটিকে তফসীর অধ্যায় (৯/৩২৫)এও উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/১২৩), তবে তাতে "এ (মদীনা) হল ত্বাইবাহ (পবিত্র)---" এই বাক্যটি নেই। উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৮৯) এবং তিনি বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস। উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ মুসনাদ (৫/১৮৪, ১৮৮), ইবনে জারীর (৫/১৯২), ত্বাবারানী কাবীর (৫/১২৯)এ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} الآية ٩٤.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে, তখন তদন্ত ক'রে নাও। আর কেউ তোমাদেরকে সালাম জানালে তাকে বলো না যে, 'তুমি বিশ্বাসী নও।' ইহজীবনের সম্পদ চাইলে আল্লাহর কাছে গনীমত (অনায়াসলভ্য সম্পদ) প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা ক'রে নাও। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (নিসা ঃ ৯৪)
বুখারী (৯/৩২৭)এ বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি আম্র হতে, তিনি আত্বা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি

{وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}

এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন, এক ব্যক্তি তার ছাগলের পালে ছিল। মুসলিমরা তার কাছে এল। সে বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম।' কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলিকে নিয়ে নিল। সুতরাং মহান আল্লাহ এর প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত {عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} অবতীর্ণ করলেন। সে পার্থিব সম্পদ ছিল ঐ ছাগল পাল।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৮/১৬১), তিরমিযী (৪/৯০) এবং তিনি বলেছেন, 'এটা হাসান হাদীস।' মুবারকপুরী বলেছেন, এটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ হুরূফ অধ্যায়ে, নাসাঈ সিয়ার ও তফসীর অধ্যায়ে।
উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ (১/২৯৯, ৩২৪), হাকেম (২/২৩৫) এবং তিনি বলেছেন, সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারী-মুসলিম এটা উদ্ধৃত করেননি এবং যাহাবী এতে সম্মতি জানিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল, ইবনে আব্বাস কর্তৃক এই সনদ সূত্রে বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।
উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (৫/২২৩)। তিরমিযী, আহমাদ, হাকেম ও ইবনে জারীরে বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে হত্যাকৃত ব্যক্তির পরিচয় বলা হয়েছে; সে ছিল বনী সুলাইম গোত্রের।
উদ্ধৃত করেছেন বাযযার (৭/৯), হাইষামী বলেছেন, এর সনদ উত্তম। আর তাতে নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির পরিচয় বলা হয়েছে; সে ছিল মিক্বদাদ।
বাহ্যতঃ মিক্বদাদের ঘটনা পৃথক।[২৮] তবে হাফেয ফাতহুল বারী (৯/৩২৭)এ বলেছেন, এটিকে প্রথমটির ব্যাপারে মানা যেতে পারে। কারণ তার ফলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে।
ইমাম আহমাদ (৬/১১) ও ইবনুল জারূদ (২৬৩পৃঃ) আব্দুল্লাহ বিন আবী হাদরাদ সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইযামের দিকে প্রেরণ করলেন। সুতরাং মুসলিমদের একদল ব্যক্তির সাথে আমি বের হলাম, তাঁদের মধ্যে আবূ কাতাদাহ হারেষ বিন রিব্ঈ ও মুহাল্লাম বিন জাষ্যামাহ বিন কাইস ছিলেন। আমরা বের হয়ে যখন ইযামের উপত্যকায় পৌঁছলাম, তখন আমাদের পাশ দিয়ে আমের আশজায়ী একটি সওয়ারী উটের পিঠে বসে পার হল। তার সাথে ছিল কিছু সামান ও দুধের একটি পাত্র। পার হওয়ার সময় সে আমাদেরকে সালাম দিল। সুতরাং আমরা বিরত হলাম। কিন্তু মুহাল্লাম বিন জাষ্যামাহ তার উপর আক্রমণ ক'রে এমন একটা জিনিস দিয়ে তাকে হত্যা ক'রে ফেলল, যা উভয়ের মাঝে ছিল এবং তার উট ও

---

(28) মিক্বদাদের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে---এ কথা সঠিক নয়। বরং সঠিক হল এটা মুরসাল। ইবনে কাষীরের টীকায় যা লিখেছি রুজু করুন।

সামান নিয়ে নিল। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম, তখন উক্ত খবর শোনালাম। সুতরাং আমাদের ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনুল জারূদ ২৬৩পৃঃ।

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহ। এর সূত্রে রয়েছে ক্বা'ক্বা' বিন আবী হাদরাদ। বুখারী বলেছেন, 'তিনি সাহাবী।' তবে এর কোন প্রমাণ পেশ করেননি। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, 'তাঁর সাহাবী হওয়ার কথা সঠিক নয়।' (আল-জারহু অত্-তা'দীল ৭/ ১৩৬)

ইবনে আসাকির তাঁর সাহাবী হওয়ার কথা নাকচ করেছেন। যেমন তা'জীলুল মানফাআহতে রয়েছে। তাঁর নিকট হতে দুই জন রাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন গণ্য আলেম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। সুতরাং এ কারণে তাঁর অবস্থা অস্পষ্ট। সাক্ষ্য ও সমর্থক বর্ণনা হিসাবে ব্যবহারযোগ্য।

হাফেয ফাতহুল বারী (৯/৩২৭)এ বলেছেন, আমার নিকট এটি অন্য ঘটনা। আর এ কথা মানতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} الآية ٩٥.

"বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর, যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (নিসা ঃ ৯৫)

বুখারী (৯/৩২৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল অলীদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি বলেন, আমি বারা' ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন

{لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দকে ডাকলেন। তিনি কাঁধের হাড় এনে তা লিপিবদ্ধ করলেন। ইবনে উম্মে মাকতূম নিজ অন্ধত্বের অভিযোগ করলেন। সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে বলেছেন, হাদীসটিকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন বুন্দার হতে, তিনি গুন্দার হতে, তিনি শু'বাহ হতে।

উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৯১) এবং বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।' নাসাঈ (৬/ ১০), ইমাম আহমাদ (৪/২৮২, ২৮৪, ২৯০, ২৯৯, ৩০০) ত্বয়ালিসী (২/ ১৭), দারেমী (২/২০৯), ইবনে সা'দ (৪/ ১৫৪),[২৯] ইবনে জারীর (৫/২২৮), বাইহাক্বী (৯/২৩)।

আর উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (৬/৩৮৫, ৯/৩২৮), তিরমিযী (৪/৯২) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন, আবূ দাউদ (২/৩১৯), নাসাঈ (৬/৯), আহমাদ (৫/ ১৮৪, ১৯১) ইবনুল জারূদ ৩৪৪পৃঃ, হাকেম মুস্তাদরাক (২/৮২) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন, ইবনে সা'দ ত্বাবাক্বাত (৪/ ১৫৫) প্রথম ভাগ, ইবনে জারীর (৫/৩২৯) বাইহাক্বী (৯/৩২), ত্বাবারানীর কাবীর (৫/ ১৪৪) যায়দ বিন সাবেতের হাদীস রূপে অনুরূপ।

উদ্ধৃত করেছেন আবূ বাকর বিন আবী শাইবাহ যেমন রয়েছে আল-মাত্বলিবুল আলিয়াহ (৩/ ১১৭)তে। উদ্ধৃত করেছেন আবূ য়্যা'লা ও বাযযার (৫/৩২৮)। হাইষামী বলেছেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান সহীহ বলেছেন, যেমন মাওয়ারিদুয যাম্‌আন (৪২৯পৃঃ) ফালতান বিন আ'স্রেমের হাদীস রূপে অনুরূপ।

উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী ইবনে আব্বাস হতে অনুরূপ এবং তিনি 'হাসান' বলেছেন।

---

(29) এটি সুনান (৪/৫৬)তে।

উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী যায়দ বিন আরকামের হাদীস রূপে অনুরূপ, হাইষামী (৭/৯) বলেছেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} الآيتان ٩٧، ٩٨.

"যারা নিজেদের উপর অবিচার করে, তাদের প্রাণ-হরণের সময় ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, 'তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ ক'রে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না (তাদের কথা ভিন্ন)।" (নিসা ঃ ৯৭-৯৮)

বুখারী (৯/৩২ ১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন য়্যাযীদ মুক্বরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাইওয়াহ ও অন্য একজন (ইবনে লাহীআহ), তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আবুল আসওয়াদ, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের জন্য সৈন্যে যোগদান করা বাধ্যতামূলক করা হলে তাতে আমার নামও লিখিত হল। অতঃপর ইবনে আব্বাসের স্বাধীনকৃত দাস ইকরামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে এ ব্যাপারে খবর দিলে তিনি কঠোরভাবে আমাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ইবনে আব্বাস খবর দিয়েছেন যে, মুসলিমদের কিছু লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। তীর এসে তাদের কাউকে লাগত, ফলে তাকে হত্যা করে ফেলত। অথবা কাউকে আঘাত দিয়ে মেরে ফেলা হতো। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} الآية.

আবুল আসওয়াদ হতে লাইষ এটা বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (বুখারী) হাদীসটার পুনরুল্লেখ করেছেন (১৬/ ১৪৭)এ।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম, যেমন ইবনে কাষীর (১/৫৪২)এ বলা হয়েছে। উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী (৫/২৩৪-২৩৫), ত্বাহাবী; যেমন মুশকিলুল আষার (৪/৩২৭) রয়েছে, বুখারীর মতো সংক্ষিপ্তাকারে এবং বায্যারের মতো বিস্তারিত আকারে। আর হাইষামী (৭/ ১০) বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন শারীক ছাড়া এর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। অবশ্য তিনি নির্ভরযোগ্য। (৩০)

উল্লিখিত মুহাদ্দিসীনগণ হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন, আর তাতে রয়েছে এই আয়াত-সহ দুটি আয়াতের শানে-নুযূল। ইন শাআল্লাহ সূরা নাহলে আলোচনা আসবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} الآية ١٠٠.

"আর যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়ে বের হলে অতঃপর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নিসা ঃ ১০০)

ইবনে জারীর (৫/২৪০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন মানসূর রামাদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আহমাদ যুবাইরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শারীক, তিনি আম্র বিন দীনার হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}

এই আয়াত অবতীর্ণ হল। তখন মক্কায় এক ব্যক্তি ছিল, যাকে যামরাহ বলা হতো, সে ছিল বনী বাক্র গোত্রের। সে অসুস্থ ছিল। সে তার পরিবারকে বলল, 'তোমরা আমাকে মক্কা থেকে বের ক'রে নিয়ে যাও। কারণ আমি গরম অনুভব করছি।' তারা বলল, 'তোমাকে কোথায় বের ক'রে নিয়ে যাব?' সে নিজ হাত দ্বারা

---

(30) মুহাম্মাদ বিন শারীক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ত্বাহাবী (মুশকিলুল আষার ৪/৩২৮)।

মদীনার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} إلى آخر الآية.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। আর শারীক হল আব্দুল্লাহ কাযী নাখয়ীর পুত্র। তাঁর স্মৃতি শক্তিতে দুর্বলতা আছে। তবে আল-মাত্বালিবুল আলিয়াহ ৪৩৩পৃষ্ঠায় হাদীসটির অন্য একটি সূত্র আছে ইকরামাহ ইবনে আব্বাস হতে। বর্ণনা করেছেন আবূ য়্যা'লা, হাইষামী (মাজমা ৭/ ১০) বলেছেন, এর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। আর তাতে রয়েছে, সে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছনোর আগেই পথে মারা গেল।
আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম; যেমন রয়েছে তফসীর ইবনে কাষীর (১/৫৪৩)এ। হাফেয আল-ইস্বাবাহতে অন্য আরো সূত্র উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সেখানে রুজু করুন (১/২৫৩, জুনদা' বিন যামরার তর্জমা)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} الآية ١٠٢.

"তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে, তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়, আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি, তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসিগণ কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" (নিসা ঃ ১০২)
ইমাম আহমাদ (৪/৫৯)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাওরী, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আবূ আইয়াশ যুরাক্বী হতে, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উসফানে ছিলাম। আমাদের সামনে পড়ল মুশরিকরা, তাদের দলপতি ছিল খালেদ বিন অলীদ। তারা ছিল আমাদের ও ক্বিবলার মাঝে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। তারা বলল, 'ওরা এমন এক অবস্থায় ছিল, যদি আমরা ওদের ওই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিতাম!' অতঃপর তারা বলল, 'এক্ষণে ওদের নিকট এমন একটি নামায উপস্থিত হবে, যা ওদের নিকট ওদের পুত্র ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। সুতরাং জিবরীল ﷺ এই আয়াতগুলি নিয়ে অবতরণ করলেন,

{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ}

(সাহাবী) বলেন, (আসরের) নামায উপস্থিত হল। নবী ﷺ তাঁদেরকে আদেশ করলেন, ফলে তাঁরা নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করলেন। (সাহাবী) বলেন, সুতরাং আমরা তাঁর পিছনে দুটি কাতার বাঁধলাম। অতঃপর তিনি রুকূ করলে আমরা সকলে রুকূ করলাম। অতঃপর তিনি উঠলে আমরা সকলে উঠলাম।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুর রায্যাক (মুস্বান্নাফ ২/৫০৫এ), ত্বায়ালিসী (১/ ১৫০), হাকেম (মুস্তাদরাক ১/৩৩৭এ), আর তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ' এবং যাহাবী তাতে সম্মতি জানিয়েছেন।
উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (১/৪৭৭)। আওনুল মা'বূদ গ্রন্থের লেখক বলেছেন, এটিকে বাইহাক্বী আল-মা'রিফাহতে বর্ণনা করেছেন, আর তার শব্দাবলী হল, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আইয়াশ। সুতরাং তাতে রয়েছে আবূ আইয়াশ থেকে মুজাহিদের শোনার কথার স্পষ্টতা।
উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ (৩/ ১৪৫), দারাক্বুত্বনী (২/৫৯), আর তিনি বলেছেন 'সহীহ'। ইবনে জারীর (৫/২৪৬, ২৫৭)
হাদীসটির অনুরূপ ইবনে আব্বাস সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (৫/২৫৬), হাকেম (৩/৩০), আর তিনি বলেছেন, 'বুখারীর শর্তে সহীহ' এবং যাহাবী তাতে একমত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} الآية ١٠٢.

“আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” (নিসা ঃ ১০২)
বুখারী (৯/৩৩৩)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আবুল হাসান, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হাজ্জাজ, তিনি ইবনে জুরাইজ হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন য়্যা'লা, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

{إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى}

আব্দুর রহমান বিন আওফ আহত ছিলেন।
হাফেয বলেছেন, 'অর্থাৎ আয়াতটি অবতীর্ণ হল।'
আমি বলি, অবতীর্ণ হওয়ার স্পষ্ট শব্দের সাথে হাকেম (২/৩০৮)এ এটিকে উদ্ধৃত করেছেন, আর তিনি বলেছেন, 'দুই শায়খ (বুখারী-মুসলিম)এর শর্তে সহীহ' এবং যাহাবী তাতে সম্মত হয়েছেন।
উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (৫/২৫৯), আর তাঁর শব্দ বুখারীর মতো।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} الآية ١١٩.

“তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (নিসা ঃ ১১৯)
ইমাম ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) (আহমাদ শাকেরের তাহকীক-সহ তফসীর ৯/২১৫)তে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ, তিনি আম্মার বিন আবী আম্মার হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি খাসী করানোকে অপছন্দ করেছেন। আর বলেছেন, এ মর্মে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}.

এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآية ١٢٧.

“লোকে তোমার নিকট নারীদের বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন। এবং যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ ক'রে শোনানো হয়, তা ঐ সকল পিতৃহীন নারীদের বিধান, যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী (নও)। আর অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে বিধান এই যে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে তোমরা পিতৃহীনদের তত্ত্বাবধান কর। এবং তোমরা যে কোন সৎকাজ কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন।” (নিসা ঃ ১২৭)
বুখারী (৬/৫৮)তে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উওয়াইসী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন সা'দ, তিনি সালেহ হতে, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন উরওয়াহ, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করেছেন,
লাইষ বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন উরওয়াহ বিন যুবাইর, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করেছেন, মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

“আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।” (নিসা ঃ ৩)
উত্তরে তিনি সেইরূপ কিছু উল্লেখ করলেন, যেরূপ সূরার শুরুতে উক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, অতঃপর

লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সুতরাং আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلى قوله {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}.

হাদীসটিকে পুনরুক্ত করেছেন ৩২০ পৃষ্ঠায়, ৯/৩০৮, ১১/৩৯ ও ১০৩পৃষ্ঠায়।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৮/১৫৪-১৫৫), আবূ দাঊদ (২/১৮৪), নাসাঈ (৬/৯৫), দারাক্বুত্বনী (৩/২৬৫), ইবনে জারীর (৫/৩০১)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} الآية ١٢٨.

"যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তাহলে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে, তাদের কোন দোষ নেই। বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষের মন লালসার প্রতি আসক্ত। আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও সংযমশীল হও, তাহলে তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সংবাদ রাখেন।" (নিসা ঃ ১২৮)
বুখারী (৬/৫৮তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হিশাম বিন উরওয়াহ, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে, তিনি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন, কোন পুরুষের স্ত্রী থাকত, সে তার নিকট হতে (দাম্পত্যে) বেশি উপকৃত হতো না। ফলে সে তাকে পৃথক করতে চাইতো। স্ত্রী বলত, 'আমার অধিকারের ব্যাপারে আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছি।' সুতরাং এই মর্মে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৮/১৫৭)।
উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (২/২০৮), তিরমিযী (৪/৯৫), ত্বায়ালিসী (২/১৭), হাকেম (২/১৮৬), আর তিনি 'সহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী সম্মত হয়েছেন, ইবনে জারীর ৩০৭পৃঃ, তাতে বলা হয়েছে আয়াতটি সাওদার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।
উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী, ত্বায়ালিসী ও ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস সূত্রে।[৩১]
উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ, হাকেম ও ইবনে জারীরও আয়েশা সূত্রে। আবূ দাঊদের শব্দ হল, আয়েশা উরওয়াহকে বললেন, 'হে বুনপো! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে থাকার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কিছু স্ত্রীকে কিছু স্ত্রীর উপর প্রাধান্য দিতেন না। খুব কম দিন এমন হতো যে, তিনি আমাদের সকলের মাঝে ঘুরে নিতেন। তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হতেন, তবে সহবাস করতেন না। পরিশেষে তিনি তার কাছে পৌঁছতেন, যার কাছে থাকার পালা থাকতো এবং তার কাছে রাত্রিবাস করতেন। সাওদাহ বিন্তে যামআহ যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন এবং আশঙ্কা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পৃথক ক'রে দেবেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার পালার দিন আয়েশার জন্য দান করলাম।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ কথা মেনে নিলেন। আমার ধারণা এই ব্যাপারে এবং অনুরূপ ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}.

রাফে' বিন খাদীজ হতে হাকেম (২/৩০৮) উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত হয়েছেন,[৩২] তাঁর এক বয়স্ক স্ত্রী ছিল। তিনি তার উপর একজন যুবতীকে বিবাহ করলেন এবং তার উপর কুমারীকে প্রাধান্য দিতে লাগলেন। তাতে তাঁর প্রথম স্ত্রী এই পরিস্থিতি মেনে নিতে অস্বীকার করল। ফলে তিনি তাকে এক তালাক দিয়ে ফেললেন। পরিশেষে যখন তার ইদ্দতের সময়কালের অল্প কিছু বাকী থাকল, তখন তিনি বললেন, 'যদি তুমি চাও, তোমাকে ফিরিয়ে নেব এবং তুমি এই প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে। আর যদি চাও, তোমাকে বর্জন করব এবং তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।' সে বলল, 'বরং আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিন। আমি এই প্রাধান্য দানের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করব।' সুতরাং তিনি তাকে

([31]) কিন্তু সেটা যয়ীফ। যেহেতু তা ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনা। আর ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনায় বিশৃঙ্খলা আছে।
([32]) সঠিক হল এটা মুরসাল। যেহেতু সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ও শুআইব বিন আবী হামযা মুরসাল বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার মাওসূল বর্ণনা করেছেন। যেমন এ কথা ইবনে কাষীরে বলা হয়েছে। সুতরাং সঠিক হল এটা মুরসাল। বিশেষ ক'রে মাওসূল বর্ণনার রাবী হচ্ছেন হাকেম। আর তাঁর ধারণা-বিভ্রম অনেক।

ফিরিয়ে নিলেন এবং যুবতীকে তার উপর প্রাধান্য দিতে লাগলেন। কিন্তু সে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে সে ধৈর্যধারণ করতে পারল না। ফলে তিনি তাকে দ্বিতীয় তালাক দিলেন এবং যুবতীকে প্রাধান্য দিলেন।
তিনি বলেন, এই সেই আপোস-নিষ্পত্তি, যার ব্যাপারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, মহান আল্লাহ তার ব্যাপারে অবতীর্ণ করেছেন,

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}.

উপর্যুক্ত কথাগুলির মাঝে কোন স্ববিরোধিতা নেই। যেহেতু আয়েশার প্রথম হাদীস অস্পষ্ট। আর দ্বিতীয় হাদীস তারই আলোকপাতকারী ব্যাখ্যা। পক্ষান্তরে রাফে'র হাদীস তার কর্মকেও শামিল করে। আর আয়াত সকলের জন্যই ব্যাপক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} الآية ١٧٦.

"লোকেরা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন; কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে (ভগিনী) যদি সন্তানহীনা হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (নিসা ঃ ১৭৬)
মুসলিম (১১/৫৫)তে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন মুহাম্মাদ বিন বুকাইর নাক্বেদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, তিনি মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির হতে, তিনি জাবের বিন আব্দুল্লাহর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমি অসুস্থ হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাকর বানী সালেমাতে পায়ে হেঁটে আমাকে দেখা করতে এলেন। আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। সুতরাং তিনি উযু করলেন। অতঃপর আমার উপর উযূর পানি ছিটিয়ে দিলে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রসূল! আমার মালের ব্যাপারে কী ফায়সালা করব?' তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরিশেষে মীরাষের আয়াত অবতীর্ণ হল,

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৩/১৮০) এবং বলেছেন, এটি হাসান-সহীহ হাদীস। আবূ দাউদ (৩/৭৯), ইবনে মাজাহ ২৭২৮নং, ইমাম আহমাদ (৩/৩০৭, ৩৭২), ত্বায়ালিসী (২/১৭), ইবনুল জারূদ ৩২০পৃঃ, আবূ নুআইম (৭/১৫৭)

একটি সতর্কতা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাবেরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}

আর এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}

হাফেয ইবনে কাষীর এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সা'দ বিন রাবী'র কন্যাগণের ব্যাপারে। আর {يَسْتَفْتُونَكَ} আয়াতটি জাবেরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তখন তাঁর ভগিনী ছিল, কন্যা ছিল না।
হাফেয ফাতহুল বারী (৯/৩৩৭)এ বলেছেন, 'আমার যা মনে হয়, পূর্বে সূরা নিসার শুরুতে উল্লিখিত ঘটনা ছাড়া এটা অন্য একটি ঘটনা। সূরার শুরুতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।'
আমি বলি, এ কথা মানতে কোন বাধা নেই যে, উভয় আয়াতই একই সাথে এইকই সময়ে জাবেরের ঘটনার

প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু হাদীস তো একটাই, যার কেন্দ্রস্থল হল মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির। সুতরাং তাঁর নিকট হতে কেউ কেউ বর্ণনা ক'রে বলেন, মীরাষের আয়াত, কেউ কেউ বর্ণনা ক'রে বলেন {يُوصِيكُمُ اللَّهُ}, আবার কেউ কেউ বর্ণনা ক'রে বলেন, {يَسْتَفْتُونَكَ}

যদি বলা হয়, {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} আয়াতটি জাবের ও সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে মানলে এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেবে যে, তিনি (?) তো উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আর {وَيَسْتَفْتُونَكَ} আয়াত যে সব আয়াত শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে, তার একটি।

আমি বলি, এতে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। সা'দ বিন রাবী'র কন্যাগণের ব্যাপারে জাবেরের হাদীসকে সহীহ মেনে নিলে এটা জরুরী নয় যে, তাঁর ত্যক্ত-সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পরেই বন্টন করা হয়েছে। পরন্তু আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীলের হাদীসের সাথে সহীহ হাদীসসমূহের পরস্পরবিরোধ সঙ্গত নয়। কারণ তিনি স্মৃতি-শক্তিতে ভালো ছিলেন না, যেমন তাঁর জীবন-পরিচিতিতে বিদিত।

সূরা মাইদাহ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية ٦.

"হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" (মায়িদাহ ঃ ৬)

বুখারী (১/৪৪৮-এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মালেক, তিনি আব্দুর রহমান বিন কাসেম হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী ﷺ-এর পত্নী আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোন সফরে আমরা বের হলাম। অতঃপর যখন আমরা বাইদা অথবা যাতুল জাইশ (নামক স্থানে) পৌঁছলাম, তখন আমার একটি গলার হার কেটে (পড়ে হারিয়ে) গেল। সুতরাং তা খুঁজতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবস্থান করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে অবস্থান করল। কিন্তু সেখানে পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। ইতিমধ্যে আবূ বাক্র এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মাথা আমার উরুতে রেখে (শুয়ে) ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকেদেরকে আটকে রাখলে অথচ এখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই!' আয়েশা বলেন, সুতরাং আবূ বাক্র আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই বললেন। সেই সাথে নিজ হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা দিতে থাকলেন। কিন্তু আমার উরুতে রাসূল ﷺ-এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া করতে বাধা দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি না থাকা অবস্থায় ফজরে উঠলেন। তখন আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং সকলে তায়াম্মুম করলেন। উসাইদ বিন হুযাইর বললেন, 'হে আবূ বাকরের বংশধর! এটাই আপনাদের (মাধ্যমে পাওয়া) প্রথম বর্কত নয়।' আয়েশা বলেন, 'অতঃপর যে উটের উপর আমি ছিলাম, সেটাকে আমরা উঠালাম। তখন হারটা তার নিচে পেলাম।'

হাদীসটিকে বুখারী একাধিক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি হল (৯/৩২১), আর তাতে আছে, আসমার একটি হার হারিয়ে গেল। তখন নবী ﷺ তার খোঁজে কয়েকটি লোক প্রেরণ করলেন।---আর এর প্রেক্ষিতেই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হল। একটি হল (৩৪১-৩৪২পৃঃ), আর তাতে রয়েছে নির্দিষ্ট ক'রে অবতীর্ণ আয়াতের উল্লেখ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} الآية.

আরো একটি স্থান হল (১১/১৩৫), আর তাতে আছে, আসমার হার আয়েশা ধার নিয়েছিলেন। আল-হামদু

লিল্লাহ ‘আসমার একটি হার হারিয়ে গেল’ কথার অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল। হাদীসের বিভিন্ন সূত্র একত্র করার এটা একটি উপকারিতা।
আরো একটি স্থান হল (১৫/ ১৮৯)।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৪/৫৮-৫৯), আবূ দাউদ (১/ ১৪৫), নাসাঈ (১/ ১৩৩), ইবনে মাজাহ ৫৬৫নং, আহমাদ (৬/৫৭), ইমাম মালেক মুঅত্ত্বা (১/৭৫), আব্দুর রায্যাক মুস্বান্নাফ (১/২২৮), ইবনে জারীর (৫/ ১০৬, ১০৮), আর তাতে স্পষ্ট ক’রে আয়াতের উল্লেখ রয়েছে, অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}

আয়েশার হাদীসের অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (৪/৯) ইবনে আব্বাস সূত্রে। আর তিনি তা ‘সহীহ’ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية ٣٣.

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।” (মায়িদাহ ঃ ৩৩)
আবূ দাউদ (৪/২২৮)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সাবাহ বিন সুফিয়ান, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন,
অন্য সূত্রে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন উষমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অলীদ, তিনি আওযাঈ হতে, তিনি য়্যাহয়্যা বিন আবী কাষীর হতে, তিনি আবূ ক্বিলাবাহ হতে, তিনি আনাস বিন মালেক হতে উরানীদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খোঁজে একটি কাফেলা প্রেরণ করলেন এবং তারা তাদেরকে (ধ’রে) আনল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। মূল হাদীসটি রয়েছে বুখারীতে কাতাদাহ সূত্রে, তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।
আর আবূ ক্বিলাবাহর হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ (৭/৯২), ইবনে জারীর (৬/২০৮), আর তাতে অলীদ বিন মুসলিমের হাদীস বর্ণনার কথা স্পষ্ট রয়েছে। হাদীসটি সাহাবাদের একটি জামাআত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন তফসীর ইবনে কাষীরে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} الآيات ٤١ إلى ٤٥.

“হে রসূল! যারা মুখে বলে, ‘বিশ্বাস করেছি’ কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে (ও অনুসরণে) অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি, ওরা তাদের জন্য (তোমার কথায়) কান পেতে (গোয়েন্দাগিরি ক’রে) থাকে। (তাওরাতের) বাক্যগুলিকে ওর স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে, এ প্রকার (বিকৃত বিধান) দিলে গ্রহণ কর এবং এ (বিকৃত বিধান) না দিলে বর্জন কর। আর আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য আছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি।
তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে, তাহলে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-নিষ্পত্তি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

আর তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যস্ত করছে যখন তাদের নিকট রয়েছে তওরাত; যাতে আছে আল্লাহর আদেশ। এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা আসলে বিশ্বাসীই নয়।
নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীগণ, রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত)গণ এবং পন্ডিতগণও ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল ওর (সত্যতার) সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)।
আর তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী (যালেম)।" (মায়িদাহ ঃ ৪১-৪৫)
মুসলিম (১১/২০৯)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন য়্যাহয়্যা ও আবূ বাকর বিন আবী শাইবা, তাঁরা উভয়ে আবূ মুআবিয়া হতে, য়্যাহয়্যা বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ মুআবিয়া, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুর্রাহ হতে, তিনি বারা' বিন আযেব হতে, তিনি বলেছেন, একদা নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি ইয়াহুদীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার চেহারায় কালিমা লেপন করা ছিল ও তাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। নবী ﷺ তাদেরকে ডেকে বললেন, "তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীর দন্ডবিধি কি এমনটাই পাও?" তারা বলল, 'হ্যাঁ।' সুতরাং তিনি তাদের একজন আলেমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মূসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, "তোমাদের কিতাবে ব্যভিচারীর দন্ডবিধি কি এমনটাই পাও?" সে বলল, 'না।' আপনি যদি আমাকে আল্লাহর শপথ না দিতেন, তাহলে আমি আপনাকে বলতাম না। আমরা পাথর মারার শাস্তি পাই। কিন্তু আমাদের গণ্যমান্যদের মাঝে ব্যভিচার বেশি হতে লাগে। সুতরাং গণ্যমান্যকে ধরলে আমরা তাকে ছেড়ে দিই। আর দুর্বলকে ধরলে তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করি। একদা আমরা বললাম, এসো আমরা একটি শাস্তির ব্যাপারে একমত হই, যা আমরা গণ্য ও অগণ্য সকল ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করব। সুতরাং আমরা পাথর মারার জায়গায় মুখে কালিমা লেপন ও বেত্রাঘাত নির্ধারণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! আমি প্রথম সেই ব্যক্তি, যে সেই জিনিস জীবিত করছি, যখন ওরা তা মৃত করে রেখেছে।" সুতরাং তিনি তাকে পাথর মারার আদেশ করলে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ}

অর্থাৎ, তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে যাও, অতঃপর তিনি যদি কালিমা লেপন ও বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন, তাহলে তা গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে যদি তিনি পাথর মারার ফতোয়া দেন, তাহলে তোমরা তা বর্জন কর। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (৪/২৬৩), আর তাতে মুখে কালিমা লেপন ও বেত্রাঘাত করা শব্দটি ইয়াহুদীর গুণবাচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ (৪/২৮৬), বাইহাক্বী (৮/২৪৬), ইবনে জারীর (৬/২৩৩, ২৫৪), ইবনে আবী হাতেম (৩/৩)।

আয়াতটির অন্য একটি শানে-নুযূল

ইবনে আব্বাস হতে 'সহীহ'র রাবীসূত্রে আবূ দাউদ (৪/২৮৬) উদ্ধৃত করেছেন, (মদীনায়) কুরাইযা ও নাযীর (দুটি গোত্র) ছিল। নাযীর কুরাইযা অপেক্ষা বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। ফলে কুরাইযার কোন ব্যক্তি নাযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে এক শত অসাক (প্রায় ১৫০০০ কেজি) খেজুর দাবী করা হতো। অতঃপর নবী ﷺ প্রেরিত হওয়ার পর নাযীরের এক ব্যক্তি কুরাইযার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন তারা বলল,

‘হত্যাকারীকে আমাদের কাছে সমর্পণ কর, আমরা তাকে হত্যা করব।’ তারা বলল, ‘আমাদের ও তোমাদের মাঝে নবী (ﷺ) রয়েছেন, (তিনি ফায়সালা করবেন।) সুতরাং তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলে অবতীর্ণ হল,

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}

আর ‘ন্যায়পরায়ণতা’ হল জানের বদলে জান। অতঃপর অবতীর্ণ হল,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}.

“তবে কি তারা প্রাক্-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়?” (মায়িদাহ ঃ ৫০)

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (৩/৩৩০), নাসাঈ (৮/ ১৭), ইবনে হিব্বান, মাওয়ারিদুয যামআন ৪৩০পৃঃ, ইবনুল জারূদ ২৬১পৃঃ, দারাক্বুত্বনী (৩/ ১৯৮), ইবনে জারীর (৬/২৪৩), ইবনে আবী হাতেম (৩/৩৬৭), ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম (১/৫৬৬), আর তাতে ইবনে ইসহাকের হাদীস বর্ণনার কথা স্পষ্ট রয়েছে। হাকেম (৪/৩৬৭), আর তিনি বলেছেন, ‘সহীহ সনদ’ এবং যাহাবী সহমত পোষণ করেছেন।

হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) (২/৬১)তে বলেছেন, এমনও হতে পারে যে, একই সময়ে উক্ত দুটি কারণই একত্রিত হয়েছে, আর তার ফলে উক্ত সকল কারণে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আমি বলি, অতঃপর স্পষ্ট হল যে, ইবনে আব্বাসের হাদীস যয়ীফ। যেহেতু সেটি ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনা, আর তা বিশৃঙ্খল। এবং সেটি ইকরামাহ হতে দাঊদ বিন হুস্বাইনের বর্ণনা, আর তা মুনকার। যেমন এ কথা মীযানে ইবনুল মাদীনী ও আবূ দাঊদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৩৩]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} الآية ٦٧.

“হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (মায়িদাহ ঃ ৬৭)

ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদ ৪৩০পৃঃ) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আযদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী, তিনি বলেন, আমাদেরকে অবহিত করেছেন মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আমর, তিনি আবূ সালামাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (সফরের) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন সাহাবাগণ সবচেয়ে বড় গাছ দেখে তাঁর অবস্থানের জন্য নির্ধারণ করতেন। সুতরাং তার নিচে তিনি অবতরণ করতেন এবং অতঃপর তাঁর সাহাবাগণ বিভিন্ন গাছের নিচে অবতরণ করতেন। এক জায়গায় তিনি একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তখন তিনি তাঁর তরবারিটিকে তাতে লটকে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে একজন বেদুঈন এসে গাছ থেকে তরবারিটিকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকটবর্তী হল। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। সে তাঁকে জাগিয়ে বলল, ‘হে মুহাম্মাদ! আমার হাত হতে তোমাকে কে রক্ষা করবে?’ নবী ﷺ বললেন, “আল্লাহ।” তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} الآية.

এই হাদীসটি হাসান। যেহেতু মুহাম্মাদ বিন আমরের ব্যাপারে হাফেয যাহাবী মীযানে বলেছেন, ‘তাঁর হাদীস হাসান।’ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা আছে। তবে তাঁর সহায়ক রাবী আছে; যেমন তফসীর ইবনে কাষীর (২/৭৯)তে রয়েছে। তাঁর সহায়ক রাবী হলেন আদম। আর তিনি হলেন ইবনে আবী ইয়াস। ইবনে কাষীর ইবনে মারদাওয়াইহ সূত্রে তা উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

([33]) আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন।----অনুবাদক

{وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} الآية ٨٣.

“যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত কর।” (মায়িদাহ ঃ ৮৩)

ইবনে আবী হাতেম (৩/২৩) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন আলী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন আলী মুকাদ্দামী, তিনি বলেন, আমি হিশাম বিন উরওয়াহকে তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর হতে, তিনি বলেন, এই আয়াত নাজাশী ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} الآية.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। কেবল মুহাম্মাদ বিন ইদরীস ইবনে আবী হাতেমের পিতা নন। কিন্তু তিনি বিশাল হাফেয। হাফেয ইবনে কাষীর হাদীসটিকে এই সনদেই উল্লেখ করেছেন এবং নাসাঈর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি তফসীরে আম্র বিন আলীর সূত্রে এটিকে উদ্ধৃত করেছেন। হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/৪১৯)এ বলেছেন, এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। কেবল মুহাম্মাদ বিন উযমান বিন বাহ্র নন। অবশ্য তিনি নির্ভরযোগ্য।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (৭/৫) এই সূত্রেই তাঁর শায়খ আম্র বিন আলী ফাল্লাস হতে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} الآية ٨٩.

“আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা; যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা, কিংবা একটি দাস মুক্ত করা। কিন্তু যার (এ সবে) সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন রোযা পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।” (মায়িদাহ ঃ ৮৯)

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ (১/৬৮২)তে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, তিনি সুলাইমান বিন আবিল মুগীরাহ হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি ছিল, সে তার পরিবারকে আহার্য দান করত, যাতে প্রশস্ততা ছিল। আর কোন ব্যক্তি ছিল, যে তার পরিবারকে আহার্য দান করত, যাতে সংকীর্ণতা ছিল। সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.

উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। কেবল সুলাইমান বিন আবিল মুগীরাহ নন। অবশ্য য়্যাহয়্যা বিন মাঈন। বূস্বীরী মিসবাহুয যুজাজাহতে বলেছেন, ‘সনদটি মওকূফ সহীহ।’

আমি বলি, শানে নুযূলে এটির মান হল মারফূ’র।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} الآية ٩٠ و٩١.

“হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? (মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)

ইবনে জারীর (৭/৩৪) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন আলী সুদায়ী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ বিন মিনহাল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাবীআহ বিন কুলষূম, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হল আনসারদের দুটি গোত্রকে কেন্দ্র ক'রে। একদা তারা মদ পান করল। পরিশেষে যখন নেশায় চুর হয়ে গেল, তখন একে অপরকে নিয়ে খেলতে শুরু করল। অতঃপর যখন হুঁশ ফিরে পেল, তখন তাদের কেউ কেউ তার চেহারা ও দাড়িতে খেলার (মতো আচরণের) চিহ্ন দেখাতে লাগল। বলল, 'আমার সাথে আমার অমুক ভাই এই আচরণ করেছে। আল্লাহর কসম! যদি সে আমার প্রতি স্নেহশীল দয়াময় হতো, তাহলে আমার সাথে এমন আচরণ করত না।' তারা ছিল ভাই-ভাই। তাদের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। পরিশেষে তাদের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}

অতঃপর বাড়াবাড়ি করে এমন কিছু লোক বলল, 'তা তো অপবিত্র (ঘৃণ্যবস্তু), অথচ তা পেটে রেখে অমুক ব্যক্তি বদরের দিন শহীদ হয়েছে এবং অমুক ব্যক্তি উহুদের দিন শহীদ হয়েছে।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية.

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, অতঃপর সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্মশীল হয়। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।" (মায়িদাহ ঃ ৯৩)

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (৪/১৪২), বাইহাক্বী (৮/২৮৬), হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/১৮)তে বলেছেন, 'এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।'

পক্ষান্তরে ইবনে জারীরের সনদের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল হুসাইন বিন আলী সুদায়ী নন। তবে তিনি নির্ভরযোগ্য।

এ মর্মে সা'দের হাদীস সূরা আনকাবূতে আসবে ইন শাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية ٩٣.

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, অতঃপর সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্মশীল হয়। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।" (মায়িদাহ ঃ ৯৩)

বুখারী (৬/৩৬) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহীম আবূ য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আফফান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন যায়দ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাবেত, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহার বাড়িতে মদ-পরিবেশক ছিলাম। তখন তাদের মদ ছিল ফাযীখ (কাঁচা খুরমা ভিজিয়ে তৈরি মদ)। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঘোষককে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন, 'শোনো! মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।' তা শুনে আবূ তালহা বললেন, 'বের হয়ে তা ঢেলে ফেলে দাও।' আমি বের হয়ে তা ঢেলে ফেলে দিলাম। তখন তা মদীনার গলিতে বয়ে যেতে লাগল। কিছু লোকে বলল, একদল লোক পেটে মদ রেখে শহীদ হয়ে গেছে। (তাহলে তাদের কী হবে?) সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية.

হাদীসটিকে বুখারী তফসীর অধ্যায় (৯/৩৪৮)এও উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম (১৩/৩৪৯), ইমাম আহমাদ (৩/২২৭), দারেমী (২/১১১)

বারা'র হাদীসরূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৯৮) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন। উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (৭/৩৭), ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যামআন ৩৩৩, ৪৩০পৃঃ), ইবনে আবী হাতেম (৩/৩০)। ইবনে আব্বাসের হাদীসরূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/৯৮) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন।

আহমাদ (১/২৩৪, ২৭২, ২৯৫), ইবনে জারীর (৭/৩৭), হাকেম (৪/ ১৪৩) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন ও যাহাবী তাতে সহমত জানিয়েছেন। তবে তা সিমাক হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে। আর ইকরামা হতে সিমাকের বর্ণনায় বিশৃঙ্খলা আছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية ١٠١.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমাদেরকে খারাপ লাগবে। কুরআন অবতরণের সময় তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ (পূর্বেকার) সে সব বিষয় ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, বড় সহনশীল।" (মায়িদাহ ঃ ১০১)

বুখারী (৯/৩৪৯) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুনযির বিন অলীদ বিন আব্দুর রহমান জারূদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি মূসা বিন আনাস হতে, তিনি আনাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, একদা নবী ﷺ এমন এক খুতবা দিলেন, যার মতো আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, "যা আমি জানি, তা তোমরা জানলে অবশ্যই অল্প হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে।" তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ নিজেদের চেহারা ঢেকে নিয়ে গুনগুনিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন, "অমুক।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}.

হাদীসটিকে শু'বাহ হতে নায্‌র ও রাওহ বিন উবাদাহ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৫/ ১১- ১২), তিরমিযী (৪/৯৯), ইমাম আহমাদ (৩/২০৬), ইবনে জারীর (৭/৮০)

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বুখারী (৯/৩৫২), ইবনে আবী হাতেম (৩/৩৭), ইবনে জারীর (৭/৮০) উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, এক শ্রেণীর মানুষ ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ ক'রে প্রশ্ন ক'রে বলত, 'আমার পিতা কে?' যার উটনী হারিয়ে গেছে সে বলত, 'আমার উটনী কোথায়?' মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

তিনি পুরো আয়াতটি পড়ে শেষ করলেন।

ত্বাবারী (৭/৮২) উদ্ধৃত করেছেন এবং তাঁর সনদের রাবীগণ 'সহীহ'র বর্ণনাকারী। কেবল মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনে জারীরের শায়খ, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য। আবূ হুরাইরা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ভাষণ দিয়ে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন।" মিহস্বান আসাদী বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা ত্যাগ ক'রে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে। তোমরা আমার ব্যাপারে চুপ থাকো, যতক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে চুপ থাকি। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা (অতি মাত্রায়) জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে।" তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} إلى آخر الآية.

ত্বাবারানী আবূ উমামার হাদীসরূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন এবং হাইষামী মাজমা' (৩/২০৪)এ বলেছেন, 'তার সনদ হাসান উত্তম।'

সুতরাং এই হল উক্ত আয়াতের ৩টি শানে-নুযূল। যেহেতু প্রথম হলে আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ, তিনি ঠাট্টা-ব্যঙ্গ ক'রে প্রশ্ন করেননি। কিন্তু হাফেয ফাত্‌হ (৯/৩৫১)তে বলেছেন, এ কথা মানতে কোন বাধা নেই যে, সবগুলিই আয়াতের শানে-নুযূল। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তিনি (৩৫২পৃষ্ঠায়) আরো বলেছেন, মোটকথা হল, অধিকাধিক প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ

হয়েছে। চাহে সে প্রশ্ন ব্যঙ্গ ক'রে বা পরীক্ষা করার জন্য হোক, অথবা আগ-বাড়িয়ে এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা, যে বিষয়ে প্রশ্ন না করলে কেবল বৈধ থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآية إلى قوله {وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} من آية ١٠٦-١٠٨.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে, তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলবে, 'আমরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না; যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (মায়িদাহ ঃ ১০৬)

তবে যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে (মৃতের) নিকটতম দু'জন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে আমরা অবশ্যই যালেম (অনাচারী)দের দলভুক্ত হব।' (মায়িদাহ ঃ ১০৭)

এ পদ্ধতিতেই লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে অথবা তারা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অধিকন্তু আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (মায়িদাহ ঃ ১০৮)

বুখারী (৬/৩৩৯) বলেছেন, আর আলী বিন আব্দুল্লাহ আমাকে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আদম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী যায়েদাহ, তিনি মুহাম্মাদ বিন আবিল কাসেম হতে, তিনি আব্দুল মালেক বিন সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, সাহ্‌ম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী বিন বাদ্দা'র সাথে (এক সফরে) বের হয়েছিল। সাহমী এমন এক দেশে মারা গেল, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। অতঃপর যখন তারা উভয়ে তার ত্যক্ত জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল, তখন (তার মধ্যে তার পরিবারের লোক) একটি স্বর্ণখচিত রূপার পেয়ালা পেল না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে কসম করালেন। অতঃপর তারা পেয়ালাটি মক্কায় প্রাপ্ত হল। (যাদের কাছে সেটি পাওয়া গেল,) তারা বলল, 'এটি আমরা তামীম ও আদীর নিকট কিনে নিয়েছি।' অতঃপর সাহমীর আত্মীয়দের মধ্যে দুই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম ক'রে বলল, 'এ দুজনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিকতর সত্য (বা গ্রহণীয়)। আর পেয়ালাটি তাদের মৃতের।

বর্ণনাকারী বলেন, এদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}.

হাদীসটির সনদে বুখারী এ কথা স্পষ্ট করেননি যে, তাঁকে তাঁর ওস্তাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বলেননি যে, 'আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন' অথবা 'আমি শুনেছি।' তবে হাফেয ফাতহে বলেছেন, লেখক (বুখারী) তারীখে হাদীসটিকে উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন, 'আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন মাদীনী।' আর এটা এই কথাকে বলিষ্ঠ করে, যা আমি একাধিকবার প্রতিপাদন করেছি যে, তিনি তাঁর উক্তি 'আর আমাকে বলেছেন' সেই সকল হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা তিনি শুনেছেন। কিন্তু সেখানে তাঁর নিকট তার সনদে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে অথবা হাদীস মওকূফ থাকে। পক্ষান্তরে যে ধারণা করে যে, উক্ত কথা তিনি সেই সকল হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা তিনি আলোচনা ও প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন, সে কথার উপর তার কোন দলীল নেই।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১০১) এবং তিনি বলেছেন, 'এটা হাসান গারীব হাদীস।' উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (৩/৩৩৭), ইবনে জারীর (৭/১১৫), বাইহাক্বী (১০/১৬৫)

সূরা আনআম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} الآية ٥٢.

"যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে, করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আন্‌আম ঃ ৫২)

মুসলিম (১৫/১৮৭) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহাইর বিন হার্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি মিকদাম বিন শুরাইহ হতে, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি সা'দ হতে, তিনি বলেছেন, আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}

তিনি বলেন, ছয় জনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ আমি ও ইবনে মাসউদ তাদের দুইজন। মুশরিকরা তাঁকে বলেছিল, 'তুমি ওদেরকে নিকট করছ?'

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাকর বিন শাইবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আসাদী, তিনি ইসরাঈল হতে, তিনি মিকদাম বিন শুরাইহ হতে, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি সা'দ হতে, তিনি বলেছেন, একদা আমরা ছয় ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা তাঁকে বলল, 'ওদেরকে তাড়িয়ে দিন, ওরা আমাদের প্রতি দুঃসাহস না করে।' সা'দ বলেন, (সেখানে) আমি ছিলাম, ইবনে মাসউদ, হুযাইলের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দুইজন ব্যক্তি ছিল, যাদের নাম আমি নিচ্ছি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে আল্লাহ যা চাইলেন, তাই উদয় হল। তিনি মনে মনে কথা বললেন। অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ (৪১২৮নং), ইবনে জারীর (৭/২০২), হাকেম (মুস্তাদরাক ৩/৩১৯) এবং তিনি বলেছেন, 'হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর যাহাবী তাতে একমত। আবূ নুআইম (হিলয়্যাহ ১/৩৪৫-৩৪৬) ইবনে আবী হাতেম (৩/৭২) এবং ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে।

আর উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম (৩/৭২), ইবনে জারীর (৭/২০০), আবূ নুআইম (হিলয়্যাহ ৪/১৮০) ইবনে মাসউদের হাদীস রূপে অনুরূপ। হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/২১)এ বলেছেন, আহমাদের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল কুরদূস নন, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية ١٢١.

"যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। কেননা, তা পাপ। আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হয়ে যাবে।" (আন্‌আম ঃ ১২১)

আবূ দাউদ (৩/৫৯) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন কাষীর, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইসরাঈল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সিমাক, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন,

{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ}

"নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়।"

ওরা বলে, 'যা আল্লাহ মেরেছেন, তা ভক্ষণ করো না।' তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। হাফেয ইবনে কাষীর (তফসীর ২/১৭১এ) বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ।'

এটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ (৩১৭৩নং), ইবনে জারীর (৮/১২৬, ১৮), হাকেম (৪/১১৩, ২৩১),

আর উভয় জায়গাতেই তিনি বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি বলি, হাদীসটি ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনা। আর ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনা বিশৃঙ্খল। সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ।[৩৪]

সূরা আ'রাফ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الآية ٣١.

"হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদের কাছে (নামাযের সময়) সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (আ'রাফ ঃ ৩১)
মুসলিম (১৮/১৬২তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বাশ্শার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, আর তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাক্র বিন নাফে' আর শব্দাবলী তাঁরই, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন গুন্দার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি সালামাহ বিন কুহাইল হতে, তিনি মুসলিম বাত্বীন হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, (ইসলামের পূর্বে) মহিলা নগ্ন অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফ করত এবং বলত, 'কে আমাকে একটি তওয়াফের কাপড় ধার দেবে, যা তার লজ্জাস্থানে রাখবে।' আরো বলত, 'আজ তার কিছুটা বের হয় বা সবটাই, যতটুকু তার বের হয়, তা হালাল করব না।'
তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাষীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন নাসাঈ ও ইবনে জারীরের। এটা ইবনে জারীরের (৮/১৬০)এ রয়েছে। আর ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে উদ্ধৃত করেছেন।
এটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৩১৯-৩২০) শু'বাহ সূত্রে। আর তাতে রয়েছে এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ}

"বল, 'আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।" (আ'রাফ ঃ ৩২)
অতঃপর হাকেম বলেছেন, 'এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস। কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সম্ভবতঃ এক সাথে দুটি আয়াতই উক্ত কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

সূরা আনফাল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} الآية ١.

"লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রসূলের।' সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।" (আন্ফাল ঃ ১)
তিরমিযী (৪/১১০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুরাইব, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বাক্র বিন আইয়াশ, তিনি আসেম বিন বাহদালাহ হতে, তিনি মুসআব বিন সা'দ, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন (গনীমতের) একটি তরবারি নিয়ে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ আমার বক্ষস্থলকে মুশরিকদের ব্যাপারে প্রশান্ত করেছেন। (অথবা এই শ্রেণীর কোন কথা। রাবীর সন্দেহ) আমাকে এই তরবারিটি প্রদান করুন।' তিনি বললেন, "এটা না আমার, না

---

(34) আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন।----অনুবাদক

তোমার।” আমি বললাম, ‘সম্ভবতঃ এটা তাকে দেওয়া হবে, যে আমার মতো যুদ্ধ-পরীক্ষা করতে পারবে না।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে বললেন, “তুমি আমার কাছে তরবারিটি চেয়েছিলে, সেটা আমার ছিল না। সেটা এখন আমার হয়েছে। এখন এটা তোমার।” তখন অবতীর্ণ হল,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية

এটা হাসান-সহীহ। মুসআব বিন সা’দ হতে সিমাকও বর্ণনা করেছেন।
হাদীসটিকে সুদীর্ঘ রূপে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম, যেমন সূরা আনকাবূতে আসবে ইন শাআল্লাহ। আর সংক্ষিপ্ত রূপে (১২/৫৩-৫৪)তে। উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (৩/৩০-৩১), ত্বায়ালিসী (১/২৩৯), ইবনে আবী হাতেম (৩/২২২)। হাকেম (২/১৩২), বাইহাক্বী (৬/২২৯), ইবনে জারীর (৯/১৭৩, আবূ নুআইম (৮/৩১২), হাকেম ‘সহীহ’ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে একমত।

অন্য একটি শানে-নুযূল ঃ

ইমাম আহমাদ (৫/৩২৪), হাইষামী (৬/৯২) বলেছেন, তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। অনুরূপ (৭/২৬)এ বলেছেন, উভয় সূত্রের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদ ৪১০পৃঃ), ইবনে জারীর (৯/১৭২), হাকেম (২/১৩৫-১৩৬, ৩২৬) এবং তিনি মুসলিমের শর্তানুসারে ‘সহীহ’ বলেছেন, আর যাহাবী উভয় জায়গাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাইহাক্বী (৬/২৯২), সকলে উবাদাহ বিন সামেত হতে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে বের হয়ে বদরে উপস্থিত হলাম। লোকেরা যুদ্ধে মুখোমুখী হল। আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা দুশমনকে পরাজিত করলেন। অতঃপর একদল তাদের পিছে ধাওয়া ক’রে পরাস্ত ও হত্যা করতে লাগল। একদল যুদ্ধের ময়দানে গনীমত কুড়িয়ে জমা করতে লাগল। একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নজরদারি করতে লাগল, যাতে শত্রু অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ ক’রে না বসে। অতঃপর রাত্রি হলে যখন লোকেরা পরস্পরের নিকট ফিরে এল, তখন যারা গনীমতের সম্পদ জমা করেছিল, তারা বলল, ‘আমরা তা কুড়িয়ে জমা করেছি। সুতরাং এতে অন্য কারোর অংশ নেই।’ যারা শত্রুর পশ্চাতে ধাওয়া করেছিল, তারা বলল, ‘তোমরা আমাদের চাইতে বেশি এর হকদার নও। আমরা এর থেকে দুশমন দূর করেছি এবং তাদেরকে পরাস্ত করেছি।’ আর যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নজরদারি করেছিল, তারা বলল, ‘তোমরা আমাদের চাইতে বেশি এর হকদার নও। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নজরদারি করেছি, আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, দুশমন অতর্কিতে তাঁর প্রতি আক্রমণ চালাতে পারে এবং আমরা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।’ তখন অবতীর্ণ হল,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই অনুসারে তা মুসলিমদের মাঝে বন্টন ক’রে দিলেন।
হাদীসটির শব্দাবলী আহমাদের।

একটি সতর্কতা ঃ

উবাদাহ বিন সামেতের হাদীস আবূ উমামাহ হতে মাকহূল সূত্রে। আর মাকহূল আবূ উমামাহ হতে শ্রবণ করেননি। কিছু সূত্রে স্পষ্টভাবে তাঁদের মাঝে মাধ্যম ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে, আর তিনি হলেন আবূ সালাম মামতূর। কিছু সূত্রে মাকহূলের উল্লেখ নেই, যেমন ইমাম আহমাদের কিছু সূত্রে, যা মাকহূল ছাড়া অন্য সূত্রে। কিন্তু তা আবূ সালাম মামতূর হাবশী সূত্রে। আর তিনি আবূ উমামাহ থেকে শ্রবণ করেননি।[৩৫]
আর উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (৩/২৯), ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যামআন ৪৩১পৃঃ), হাকেম মুস্তাদরাক (২/১৩২, ২২১, ৩২৬), এবং তিনি তিন জায়গাতেই ‘সহীহ’ বলেছেন। ইবনে জারীর (৯/১৭১), বাইহাক্বী (৬/২৯১), ইবনে কাষীর (২/২৮৪), তিনি নাসাঈ (১/৭৫)এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে মারদাওয়াইহ। এঁরা সকলেই ইবনে আব্বাস সূত্রে উবাদাহর হাদীসের অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।
উক্ত দুই শানে-নুযূলের মাঝে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। যেহেতু এ কথা মানতে কোন বাধা নেই যে, উক্ত আয়াত সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

([35]) আমি বলি, এ ছিল তাহযীবুত তাহযীবের ইবনে আবী হাতেম তাঁর পিতা হতে বর্ণিত উক্তি অনুসারে। অতঃপর তাঁর হাদীস বর্ণনার স্পষ্ট শব্দ পেলাম সহীহ মুসলিম (১/৫৫৩)এ, তাহক্বীক মুহাম্মাদ ফুআদ আব্দুল বাকী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ} الآية ٩.

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রে (বলে) ছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।" (আন্ফাল ঃ ৯)

ইমাম আহমাদ (১/৩০)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ নূহ কুরাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে অবহিত করেছেন ইকরামাহ বিন আম্মার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সিমাক হানাফী আবূ যুমাইল, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন খাত্তাব, তিনি বলেছেন, বদরের দিন নবী ﷺ নিজ সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তাঁরা ছিলেন তিন শতের বেশি। আর মুশরিকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তারা ছিল এক হাজারের বেশি। সুতরাং নবী ﷺ কিবলামুখী হয়ে নিজ দুই হাত তুললেন। তাঁর পরনে ছিল চাদর ও লুঙ্গি। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি যা ওয়াদা করেছিলে, তা কোথায়? হে আল্লাহ! তুমি যা ওয়াদা করেছিলে, তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! তুমি যদি মুসলিমদের এই দলটিকে ধ্বংস ক'রে দাও, তাহলে কখনও পৃথিবীতে তোমার ইবাদত হবে না।" তিনি তাঁর মহান প্রতিপালকের কাছে সকাতর প্রার্থনা ও তাঁকে আহবান করতে থাকলেন। পরিশেষে তাঁর চাদর (দেহ থেকে) পড়ে গেল। অতঃপর আবূ বাক্র ؓ তাঁর নিকট এসে তাঁর চাদর ধরে তাঁর দেহে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর পিছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতিপালকের কাছে আপনার (এই) প্রার্থনাই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেওয়া ওয়াদা পূরণ করবেন।' আর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ}

অতঃপর বাকী হাদীস বর্ণনা করলেন। এটির পরিপূর্ণ বর্ণনা অতিবহিত হয়েছে সূরা আলে ইমরানে।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১২/৮৪-৮৫), তিরমিযী (৪/১১১-৪১২) এবং তিনি বলেছেন, 'হাসান-সহীহ-গারীব।' ইবনে কাষীর (২/২৮৬)তে আবূ দাঊদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন আলী বিন মাদীনী হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। ইবনে আবী হাতেম (৩/২৩০), ইবনে জারীর (৯/ ১৮৯)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} الآية ١٦.

"সেদিন যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত অন্য কারণে কেউ তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা!" (আন্ফাল ঃ ১৬)

আবূ দাঊদ (২/৩৪৯) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন হিশাম মিসরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশ্র বিন মুফাযযাল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন দাঊদ, তিনি আবূ নাযরাহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ হতে, তিনি বলেছেন, বদরের দিন অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৩২৭) এবং তিনি বলেছেন 'মুসলিমের শর্তে সহীহ' এবং যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ইবনে জারীর (৯/২০১), ইবনে কাষীর (২/২৯৫)এ নাসাঈ, মারদাওয়াইহ ও আমাদের উল্লিখিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, এ সকল এ কথা রদ্দ করে না যে, বদরের যোদ্ধা ছাড়া অন্য যোদ্ধাদেরও যুদ্ধ-ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা হারাম। যদিও আয়াতের শানে-নুযূল তাঁদেরকেই কেন্দ্র ক'রে। যেমন পূর্বোক্ত আবূ হুরাইরার হাদীস নির্দেশ করে যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা সর্বনাশী পাপসমূহের অন্যতম। যেমন এটাই হল অধিকাংশ উলামার মত। আর আল্লাহই সর্বাধিক বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} الآية ١٧.

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। যাতে তিনি বিশ্বাসিগণকে নিজের তরফ হতে উত্তমরূপে পরীক্ষা (করে পুরস্কৃত) করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" (আন্ফাল ঃ ১৭)

ত্বাবারানী (রাহিমাহুল্লাহ) (৩/২২৭)এ বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন মাবাহরাম আইযাজী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন য়্যাযীদ আসফাত্বী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন য়্যাহয়্যা শাজারী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা বিন য়্যা'কূব যাম্‌য়ী, তিনি আসওয়াদ বিন সুফিয়ানের মুক্ত দাস আব্দুল্লাহ বিন য়্যাযীদ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র বিন সুলাইমান বিন আবী হাষমাহ হতে, তিনি হাকীম বিন হিযাম হতে, তিনি বলেছেন, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন, সুতরাং তিনি এক মুঠো কাঁকর নিয়ে আমাদের দিকে মুখ ক'রে আমাদের উপর ছুড়ে মারলেন এবং বললেন, "চেহারাগুলি বিকৃত হোক!" সুতরাং আমরা পরাজিত হলাম।[৩৬] তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}.

হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/৮৪)তে বলেছেন, 'এর সনদ হাসান।'

আমি বলি, সম্ভবতঃ তাঁর উদ্দেশ্য, হাসান লিগাইরিহ। আপনার সামনে সনদের রাবীদের কথা উল্লিখিত হল।

মুহাম্মাদ বিন য়্যাযীদ আসফাত্বী ঃ আবূ হাতেম বলেছেন, 'সুদূক্ব' (সত্যবাদী)।

ইবরাহীম বিন য়্যাহয়্যা শাজারী ঃ আবূ হাতেম বলেছেন, 'যয়ীফ' (দুর্বল)। ইবনে হিব্বান ও হাকেম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবূ ইসমাঈল তিরমিযী বলেছেন, তার চাইতে বেশি অন্ধ হৃদয়ের আর কাউকে দেখিনি। আমি তাঁকে বললাম, 'ইবরাহীম বিন সা'দ আপনাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন?' তিনি বললেন, 'ইবরাহীম বিন সা'দ আপনাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।' সুতরাং এ হল বিবৃত সমালোচনা। সুতরাং তিনি দুর্বল।

তাঁর পিতা য়্যাহয়্যা বিন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ শাজারী ঃ আবূ হাতেম বলেছেন, যয়ীফ। ইবনে হিব্বান তাঁর সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (তার মানে তিনি তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য।) এর পর হাফেয তাহযীবে বলেছেন, আমি বলি, আর সাজী বলেছেন, তাঁর হাদীসে আপত্তিকর বা উদ্ভট ও ভ্রান্ত কথা আছে। আর আমার নিকট যা পৌঁছেছে, তিনি অন্ধ ছিলেন, তাঁকে স্মরণ করানো হতো। (তাহযীবের কথা শেষ)

মূসা বিন ইয়াকূব যাম্‌য়ী ঃ বিতর্কিত। তাঁর ব্যাপারে সঠিক হল, সাক্ষ্য ও সহায়ক বর্ণনায় চলবে।

আসওয়াদ বিন সুফিয়ানের মুক্ত দাস আব্দুল্লাহ বিন য়্যাযীদ ঃ মুহাদ্দিসীনদের জামাআতের রাবী। তিনি নির্ভরযোগ্য।

আবূ বাক্‌র বিন সুলাইমান বিন আবূ হাষমাহ ঃ যুহরী বলেছেন, তিনি কুরাইশের উলামাগণের অন্যতম। (তাহযীবুত তাহযীব থেকে সংক্ষেপিত)

ত্বাবারানীর উস্তাদ আহমাদ বিন মাবাহরাম, মু'জামুস স্বাগীরে আছে আহমাদ বিন হুসাইন বিন মাবাহরাম ঃ এঁর ব্যাপারে কোন খোঁজ পেলাম না।

আমরা বলি, সম্ভবতঃ হাইষামী সাক্ষ্য ও সহায়ক বর্ণনা থাকার কারণে হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। যেহেতু তার পরেই তিনি বলেছেন, আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আলীকে বললেন, "আমাকে এক মুঠো কাঁকর দাও।" সুতরাং আলী কাঁকর দিলে তিনি শত্রুপক্ষের মুখের উপর ছুড়ে মারলেন। ফলে তাদের প্রত্যেকের চোখ কাঁকরে ভরে গেল। তখন অবতীর্ণ হল,

{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} الآية.

অতঃপর হাইষামী বলেছেন, এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।

হাকেম (২/৩২৭এ) সাঈদ বিন মুসাইয়িব হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন নবী ﷺ উবাই বিন খালাফকে (বর্শা) ছুড়ে মেরেছিলেন। আর হাকেম বলেছেন, 'এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং যাহাবী তাতে একমত।

([36]) এই সাহাবী তখন অমুসলিম অবস্থায় মুশরিকদের দলে ছিলেন।----অনুবাদক

হাফেয ইবনে কাষীর (২/২২৯এ) সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও যুহরী হতে হাকেমের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'এই দুই ইমাম কর্তৃক এই উক্তিও খুবই উদ্ভট। সম্ভবতঃ তাঁদের উদ্দেশ্য, আয়াতের ব্যাপক অর্থ উক্ত উবাইয়ের ঘটনাকে শামিল করে। এটা নয় যে, আয়াতটি বিশেষ ক'রে তার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে; যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} الآية ١٩.

"তোমরা যদি বিজয় চাও, তাহলে তা তো তোমাদের নিকট এসেই গেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় (সে কাজ) কর, তাহলে আমিও পুনরায় তোমাদেরকে শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের সাথে রয়েছেন।" (আন্‌ফাল ঃ ১৯)

ইবনে জারীর (৯/২০৮এ) বলেছেন,[৩৭] আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আদম, তিনি ইবরাহীম বিন সা'দ হতে, তিনি সালেহ বিন কাইসান হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন সা'লাবাহ বিন সাগীর হতে, তিনি বলেছেন, বদরের দিন বিজয়কামী ছিল আবূ জাহ্‌ল। সে বলেছিল, 'হে আল্লাহ! (আমাদের মধ্যে) যে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং যা চিনি না, তার আনয়নকারী, তাকে কাল সকালে ধ্বংস কর।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ}.

হাদীসের মূল রয়েছে মুসনাদ (৫/৪৩১)এ। কিন্তু তাতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা নেই। উদ্ধৃত করেছেন হাকেম এবং বলেছেন, 'এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস। কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী তাতে একমত। হাফেয ইবনে কাষীর (২/২৯৬)এ নাসাঈর তফসীর অধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} الآية ٣٣.

"আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (আন্‌ফাল ঃ ৩৩)

তাদের মধ্যে কী (এমন গুণ) আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না; যখন তারা লোকদেরকে মাসজিদুল-হারাম (পবিত্র কা'বা) হতে নিবৃত্ত করে? অথচ তারা ওর তত্ত্বাবধায়ক নয়, ওর তত্ত্বাবধায়ক তো কেবল (পরহেযগার) সাবধানী লোকেরাই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়।" (আন্‌ফাল ঃ ৩৪)

বুখারী (৯/৩৭৮এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ বিন মুআয, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি যিয়াদী-ওয়ালা আব্দুল হামীদ হতে, তিনি শুনেছেন আনাস বিন মালেক ﷺ বলেছেন, একদা আবূ জাহল বলল,

{اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

'হে আল্লাহ! যদি এ (কুরআন) তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তাহলে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।' (আন্‌ফাল ঃ ৩২)

তখন অবতীর্ণ হল,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} — الآية.

হাদীসটির তিনি পুনরুল্লেখ করেছেন ৩৭৯ পৃষ্ঠায় পূর্বোক্ত হাদীসে তাঁর উস্তাদ আহমাদের ভাই মুহাম্মাদ বিন নাযর সূত্রে।

---

(37) বাহ্যতঃ বলার কর্তা তাঁর পূর্বোক্ত সনদে উল্লিখিত ইবনে অকী'। আর তিনি যয়ীফ। তবে হাদীসটি যুহরী পর্যন্ত অন্য সূত্রে প্রমাণিত।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/১৩৯), ইবনে আবী হাতেম (৩/২৪২), ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে।

অন্য একটি শানে-নুযূল ঃ

ইবনে জারীর (৯/২৩৫), ইবনে আবী হাতেম (৩/২৪১) উদ্ধৃত করেছেন এমন সনদ দ্বারা, যার বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। অবশ্য তাঁদের উস্তাদদ্বয় ছাড়া। তবে তাঁরাও নির্ভরযোগ্য। ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকরা কা'বা ঘরের তওয়াফ করার সময় বলত, 'লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। (আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির।)' নবী ﷺ বলতেন, "ব্যাস্ ব্যাস্!" তার পরেও তারা বলত, 'লা শারীকা লাক, ইল্লা শারীকুন হুয়া লাক, তামলিকুহু অমা মালাক। (তোমার কোন শরীক নেই। সেই শরীক ছাড়া, যা তোমার। তুমি তার ও তার মালিকানার মালিক।)' আরও বলত, 'গুফরানাক। (তোমার ক্ষমা চাই।)' তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} إلى قوله {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.

আর এতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি এর প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, ওর প্রেক্ষিতেও অবতীর্ণ হয়েছে এবং একই সাথে দুটাই তার শানে-নুযূল। আর আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الآية ٦٦.

"আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু' হাজারের উপর বিজয়ী হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।" (আন্ফাল ঃ ৬৬)

বুখারী (৯/৩৮২তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্য বিন আব্দুল্লাহ সুলামী, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন জারীর বিন হাযেম, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন যুবাইর বিন খিরীত, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে, তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হল,

{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}

"তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে এক হাজার অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।" (আন্ফাল ঃ ৬৫)

তখন ফরয করা হল যে, দশজনের মোকাবেলায় একজন পলায়ন করবে না। তখন মুসলিমদের জন্য বিষয়টি দুঃসাধ্য মনে হল। তখন লাঘবের বিধান এল এবং আল্লাহ বললেন,

{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}.

হাদীসটিকে ইবনে রাহওয়াইহ উদ্ধৃত করেছেন, যেমন আল-মাত্বলিবুল আলিয়াহ (৩/৩৩৬)তে রয়েছে।[৩৮] তাঁর শব্দাবলী হল, তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنْ يَكُنْ} الآية

উদ্ধৃত করেছেন ইবনুল জারূদ (৩৫০পৃঃ), ইবনে ইসহাক, যেমন রয়েছে সীরাতে ইবনে হিশাম (১/৬৭৬)এ, ইবনে জারীর (১০/৪০), আবূ দাঊদ (২/৩৪৯)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} الآية ٦٧.

"দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আন্ফাল ঃ

([38]) হাইষামী মাজমা' (৭/২৮)এ বলেছেন,ত্বাবারানী আওসাত্ব ও কাবীরে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। আর আওসাত্বের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল ইবনে ইসহাক ছাড়া। অবশ্য তিনি শোনার কথা স্পষ্ট করেছেন।

৬৭)
হাকেম (২/৩২৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমাদ মাহবূবী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন মাসঊদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল, তিনি ইবরাহীম বিন মুহাজির হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনে উমার ﷺ হতে, তিনি বলেন, (বদরের) যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাকরের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, 'আপনার জাতি-গোত্রের লোক, ওদেরকে মুক্ত ক'রে দিন।' অতঃপর তিনি উমারের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, 'ওদেরকে হত্যা করুন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করলেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا}

"দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। যুদ্ধে তোমরা যা কিছু (গনীমত) লাভ করেছ, তা বৈধ ও পবিত্ররূপে ভোগ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আন্‌ফাল ঃ ৬৭-৬৯)
(ইবনে উমার) বলেন, অতঃপর নবী ﷺ উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, "তোমার রায়ের বিপরীত কাজ ক'রে আমরা বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম।"
(হাকেম বলেন,) 'এটা সহীহ সনদের হাদীস। কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।' তবে যাহাবী বলেছেন, 'আমি বলি, মুসলিমের শর্তানুসারে।'
মুসলিম (১২/৮৭), আবূ দাউদ (৩/৩), ইমাম আহমাদ (১/৩১), ইবনে আবী হাতেম (৪/১৯), ত্বাবারী ১০/৪৪ সূরা আলে ইমরানের

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ}

আয়াতের আলোচনায় উল্লিখিত উমার বিন খাত্ত্বাবের হাদীস রূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآيتان ٦٨ و٦٩.

"আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। যুদ্ধে তোমরা যা কিছু (গনীমত) লাভ করেছ, তা বৈধ ও পবিত্ররূপে ভোগ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আন্‌ফাল ঃ ৬৮-৬৯)
ত্বায়ালিসী (২/১৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাল্লাম বিন আ'মাশ, তিনি আবূ সালেহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন লোকেরা গনীমতের মাল (যুদ্ধের পর মুশরিকদের ফেলে যাওয়া মাল) সংগ্রহ করার জন্য তাড়াহুড়া করল এবং জমা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা ছাড়া অন্য কোন আদম-সন্তানের জন্য গনীমত হালাল নয়।" (পূর্বের) নবী ও তাঁর সাহাবাগণ কোন গনীমত লাভ করলে তা জমা করতেন। অতঃপর আগুন অবতীর্ণ হয়ে তা খেয়ে ফেলত। সুতরাং মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} إلى آخر الآيتين.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১১৩) এবং বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।' ইবনুল জারূদ ৩৫৮পৃঃ, এর টীকাকার লিখেছেন, হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদ ৪০২পৃঃ), ইবনে জারীর ১০/৪৬), ইবনে আবী হাতেম (৪/২০), বাইহাক্বী (৬/২৯০), ত্বাহাবী (মুশকিলুল আষার ৪/২৯২)।
আর উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৩৩০) এবং বলেছেন, 'শায়খাইনের শর্তে সহীহ।' আর যাহাবী তাতে একমত। ইবনে রাহওয়াইহ (আল-মাত্বালিব ৪/১৫০) খাইষামা বলেন, সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ একদল লোকের সাথে ছিলেন। তারা আলীর কথা উল্লেখ ক'রে তাঁকে গালি দিল। সা'দ বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ

ﷺ-এর সাহাবাগণকে গালি দেওয়া হতে বিরত থাকো। যেহেতু একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকা অবস্থায় কোন অপরাধ ক'রে ফেললে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

সুতরাং আমি আশা করি যে, আল্লাহর নিকট থেকে আমাদের জন্য করুণা পূর্ব-লিখিত হয়েছে।
আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম (৪/২০)। আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

এই আয়াতের শানে-নুযূলে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর হাদীস যে, উমার বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে কুরআনের সহমত পোষণ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الآية ٧٥.

"যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বিধানে নিকটাত্মীয়গণ একে অন্যের (অন্য অপেক্ষা) অধিক হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (আনফাল ঃ ৭৫)
ত্বায়ালিসী (২/১৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান, তিনি সিমাক হতে,[৩৯] তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেছিলেন এবং একে অন্যের ওয়ারেস গণ্য করেছিলেন। পরিশেষে অবতীর্ণ হল,

{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}

সুতরাং সে বিধান ছেড়ে পরস্পর বংশ-ভিত্তিতে ওয়ারেস হতে লাগলেন।
হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী এবং হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/২৮এ) বলেছেন, 'তাঁর বর্ণনাকারগিণ 'সহীহ'র রাবী।'
হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেমও (৪/২৫)।
হাকেম বর্ণনা করেছেন যুবাইর বিন আওয়ামের হাদীস রূপে এবং তিনি বলেছেন, 'সহীহ সনদ'। আর যাহাবী তাতে একমত।
যুবাইর বিন আওয়ামের হাদীস রূপে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেমও (৪/২৪এ)। যুবাইর বিন আওয়ামের হাদীস রূপে বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীরও (১০/৫৮তে), আর তাতে রয়েছেন ঈসা বিন হারেষ। তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতি তাহযীবুত তাহযীবে প্রাপ্ত হলাম না, তা'জীলুল মানফাআতেও না, মীযান ও লিসানেও না। তবে ইবনে আবী হাতেমের আল-জারহু অত-তা'দীল (৬/২৭৪)এ আছে, ঈসা বিন হারেষ ঃ তিনি বর্ণনা করেছেন----। আর তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন শাইবার পিতা, ইবনে আবী শাইবার দাদা। অতঃপর (ইবনে আবী হাতেম) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুর রহমান, তিনি বলেন, আমি তাঁর ব্যাপারে আবূ যুরআহকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'তাঁর মধ্যে সমস্যা নেই।' সুতরাং জানি না যে, তিনি কি তিনি? নাকি না?
ইবনে জারীরের শব্দে রয়েছে, সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ}

আর হাকেমের শব্দে রয়েছে, আমাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হল।

সূরা তওবা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} الآية ١٩.

"যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে

---

(39) ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনা বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত। কিন্তু যুবাইরের হাদীস হাদীসটির সাক্ষ্য-হাদীস, সুতরাং তার ফলে হাদীসটি 'হাসান'-এর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তাদের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ অনাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (তাওবাহ ঃ ১৯)

মুসলিম (১৩/২৫এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন আলী হালওয়ানী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ তাওবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া বিন সাল্লাম, তিনি যায়দ বিন সাল্লাম হতে, তিনি আবূ সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নু'মান বিন বাশীর, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরের কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, 'ইসলাম আনার পরে আমি হাজীগণকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য আমল করলাম বা না করলাম, কোন পরোয়া করি না।' অন্য একজন বলল, 'ইসলাম আনার পরে আমি মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করা ছাড়া অন্য আমল করলাম বা না করলাম, কোন পরোয়া করি না।' অন্য একজন বলল, 'তোমরা যা বললে, তার চাইতে আল্লাহর পথে জিহাদ উত্তম।' এ সব শুনে উমার তাদেরকে ধমক দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরের কাছে তোমাদের শব্দ উঁচু করো না। আজ জুমআর দিন। সুতরাং জুমআর নামায পড়ে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে) প্রবেশ ক'রে তোমাদের মতভেদের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية إلى آخرها.

আর আমাকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্য বিন হাস্‌সান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়াহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যায়দ, তিনি আবূ সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নু'মান বিন বাশীর, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরের কাছে ছিলাম।---আবূ তাওবার হাদীসের অনুরূপ।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৪/২৬৯), আর হাফেয ইবনে কাষীর (২/৩৪২এ) বলেছেন, আব্দুর রায্যাক বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মা'মার বিন য়্যাহয়্যা বিন আবী কাষীর, তিনি নু'মান বিন বাশীর ﷺ হতে।

ইবনে জারীর (১০/৯৫এ) উদ্ধৃত করেছেন নু'মান পর্যন্ত দুই সূত্রে। আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম (৪/৩৫)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} الآية ٣٤.

"হে বিশ্বাসিগণ! নিশ্চয় অনেক পন্ডিত-পুরোহিত মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে থাকে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা ক'রে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" (তাওবাহ ঃ ৩৪)

বুখারী (৪/১৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী, তিনি হুশাইমের কাছে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হুস্বাইন, তিনি যায়দ বিন অহাব হতে, তিনি বলেছেন, একদা রাবাযা দিয়ে পার হলাম। হঠাৎ সেখানে আবূ যার্র ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনাকে কীসে এখানে আসতে বাধ্য করল?' তিনি বললেন, 'আমি শামে ছিলাম। একদা আমি ও মুআবিয়া এই আয়াত নিয়ে মতভেদ করলাম,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}

মুআবিয়া বললেন, 'এটি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' আমি বললাম, 'আমাদের ব্যাপারে এবং তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে আমার ও তাঁর মাঝে একটা মনোমালিন্য হল। অতঃপর তিনি উষমান ﷺ-এর নিকট আমার অভিযোগ ক'রে চিঠি লিখলেন। সুতরাং উষমান আমাকে লিখলেন, আমি যেন মদীনায় আসি। আমি মদীনায় ফিরে এলে আমার আশেপাশে অনেক লোক জমা হল। এমনকি মনে হল, তারা যেন আমাকে ইতিপূর্বে দেখেনি। সুতরাং আমি এ কথা উষমানের নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি চাইলে মদীনা থেকে সরে গিয়ে নিকটে বাস কর।' এই নির্দেশই ছিল আমার এখানে আসার কারণ। ওরা যদি আমার উপর কোন হাবশীকেও আমীর বানাতো, তাহলেও আমি তার

কথা শুনতাম ও মেনে নিতাম।
হাদীসটিকে বুখারী তফসীর অধ্যায়ে (৯/৩৯৩এ) পুনরুল্লিখিত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে। ত্বাবারী (১০/ ১২২), ইবনে আবী হাতেম (৪/ ৪৫)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} الآية ٥٨.

"আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে, যারা স্বাদক্বার (বন্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত সাদকা হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা তা থেকে (অংশ) না পায়, তাহলে ক্ষুব্ধ হয়।" (তাওবাহ ঃ ৫৮)
বুখারী (১৫/৩২০তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মা'মার বিন যুহরী, তিনি আবূ সালামাহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ হতে, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ বন্টন করছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন যুল-খুওয়াইস্বিরাহ তামীমী এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইনসাফ করুন।' তিনি বললেন, "দুর্ভোগ তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?" উমার বিন খাত্ত্বাব বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।' তিনি বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও। ওর সাথীরা আছে। তোমাদের প্রত্যেকে তাদের নামাযের তুলনায় নিজ নামাযকে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজ রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে সেইরূপ বের হয়ে যাবে, যেরূপ তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়। তার সূক্ষ্মাগ্রে লক্ষ্য করলে কিছু পাওয়া যায় না। অতঃপর তার ফলায় লক্ষ্য করলে কিছু পাওয়া যায় না। অতঃপর তার ফলার প্রবেশস্থলের উপরে পেঁচানো ডোরে লক্ষ্য করলে কিছু পাওয়া যায় না। অতঃপর তার কাঠিতে লক্ষ্য করলে কিছু পাওয়া যায় না। তীর আসলে মল ও রক্ত থেকেও নির্মল থাকে। তাদের লক্ষণ হল, এক ব্যক্তির এক হাত অথবা একটি স্তন হবে মহিলার স্তনের মতো। অথবা অতিরিক্ত মাংসখন্ডের মতো দোদুল্যমান। তারা লোকেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির সময় বের হবে।" আবূ সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ- থেকে শুনেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তাঁর সাথে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেওয়া হুলিয়া অনুযায়ী সেই লোকটিকে আনা হয়েছিল। তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল,

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুর রায্যাক মুস্বান্নাফ (১০/ ১৪৭), ইবনে জারীর (১০/ ১৫৭), ইবনে আবী হাতেম (৪/ ৫৭) ও ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} الآية ٦٥.

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, 'আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম।' তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?" (তাওবাহ ঃ ৬৫)
ইবনে আবী হাতেম (৪/৬৩তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস বিন আব্দুল আ'লা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন অহাব, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন হিশাম বিন সা'দ, তিনি যায়দ বিন আসলাম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে, তিনি বলেছেন, তবূকের যুদ্ধে একদিন এক (মুনাফিক) ব্যক্তি এক মজলিসে বলল, 'আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদের মতো সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু কাউকে দেখিনি।' এ কথা শুনে মজলিসেই এক ব্যক্তি বলল, 'মিথ্যা বললে তুমি। বরং তুমি হচ্ছ মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ খবর জানাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে কুরআন অবতীর্ণ হল।
আব্দুল্লাহ বলেন, আমি তাকে দেখেছি, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর জিনপোশের রশি ধরে লটকে পথ চলছে এবং পাথরে তার পা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। আর সে বলছে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মস্করা ও খেলাচ্ছলে

বলাবলি করছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন,

{أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল হিশাম বিন সা'দ নয়। যেহেতু মুসলিম কেবল সাক্ষ্য-বর্ণনায় তাঁর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন; যেমন মীযানে রয়েছে।

উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারী (১০/১৭২এ), ইবনে আবী হাতেম (৪/৬৪)এ কা'ব বিন মালেক হতে হাসান সনদে এর একটি সাক্ষ্য-বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} الآية ٧٩.

"বিশ্বাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা (নফল) সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (তাওবাহ ঃ ৭৯)

বুখারী (৪/২৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুন নু'মান হাকাম বিন আব্দুল্লাহ বাসরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি আবূ ওয়াইল হতে, তিনি আবূ মাসঊদ ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন আমরা মুটের কাজ (ক'রে সাদকা) করতাম। সুতরাং এক ব্যক্তি এসে অনেক কিছু সাদকা করল। লোকেরা বলল, 'লোক দেখাচ্ছে।' এক ব্যক্তি এসে এক সা' (মোটামুটি আড়াই কেজি) সাদকা করল। লোকেরা বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ এর সা' হতে অমুখাপেক্ষী।' তখন অবতীর্ণ হল,

{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} الآية.

হাদীসটির পুনরুল্লেখ করেছেন তাফসীর অধ্যায়ে (৯/৪০০তে)। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম যাকাত অধ্যায় (৭/১০৫), ইবনে আবী হাতেম (৪/৭৩), ইবনে জারীর (১০/১৯৬), ত্বায়ালিসী (২/১৯), ইবনে হিব্বান (আল-মাওয়ারিদ ৪৩১পৃঃ), ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية ٨٤.

"ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।" (তাওবাহ ঃ ৮৪)

বুখারী (৪/২৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন সাঈদ, তিনি উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনে উমার ﷺ হতে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা গেলে তার ছেলে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার জামাটি আমাকে দিন, তা দিয়ে আমার পিতাকে কাফন পরাব। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।' সুতরাং নবী ﷺ তাকে নিজ জামা দান করলেন এবং বললেন, "আমাকে খবর দিয়ো, আমি তার জানাযা পড়ব।" অতঃপর সে তাঁকে খবর দিলে যখন তিনি তার জানাযা পড়ার ইচ্ছা করলেন, তখন উমার ﷺ তাঁকে (তাঁর জামা) টেনে ধরে বললেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেননি?'[৪০] তিনি বললেন, "আমাকে দুটি এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}.

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা

---

(40) উমার ﷺ কীভাবে জানলেন নবী ﷺ-কে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি আসলে মহান আল্লাহর বাণী {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ} থেকে তা বুঝেছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তাঁকে নিষেধ করা হয়নি এবং আশা কখনোই ছাড়া যায় না।

প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।” (তাওবাহ ঃ ৮০)
সুতরাং তিনি তার জানাযা পড়লেন, তখন অবতীর্ণ হল,

{وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}.

“ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না।” (তাওবাহ ঃ ৮৪)
বুখারী হাদীসটিকে একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ৯/৪০৩, ৪০৯, ১২/৩৮০, মুসলিম ১৫/১৬৭, ১৭/১২১, তিরমিযী ৪/১১৯ এবং তিনি বলেছেন, ‘এটা হাসান-সহীহ হাদীস।’ নাসাঈ ৪/১৩, ইবনে মাজাহ ১৫২৩নং, ইমাম আহমাদ ২/১৮, ইবনে জারীর ১০/২০৫, ইবনে আবী হাতেম ৪/৭৬।
অনুরূপ উমারের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন বুখারী ৩/৪৭১, ৯/৪০৭, তিরমিযী ৪/১১৮, ইমাম আহমাদ ১/১৬, ইবনে জারীর ১০/২০৫, ইবনে আবী হাতেম ৪/৭৭, ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫৫২।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الآيتان ٩٥ و٩٦.

“যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ ক’রে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না।” (তাওবাহ ঃ ৯৫-৯৬)
ইবনে জারীর (১১/৩এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইবনে অহাব, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন ইউনুস, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন কা’ব বিন মালেক, আব্দুল্লাহ বিন কা’ব বলেছেন, আমি কা’ব বিন মালেককে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তবুক (অভিযান) থেকে ফিরে এলেন, তখন লোকেদের জন্য বসলেন। তিনি এমনটি করলে (অভিযানে না গিয়ে) পশ্চাতে থেকে যাওয়া লোকেরা তাঁর কাছে এসে ওজর পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে লাগল। তারা ছিল আশির থেকে কিছু বেশি লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর মেনে নিলেন। তাদের বায়াত নিলেন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের মনের ব্যাপার আল্লাহর দিকে সঁপে দিলেন। আর আমি তাঁকে আমার সত্য কথা বললাম।
কা’ব বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত দানের পর আমার এর চাইতে কোন বড় নিয়ামত দান করেননি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য কথা বলেছি এবং তাঁকে মিথ্যা বলিনি, তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতাম, যেমন যারা মিথ্যা বলেছিল, তারা ধ্বংস হয়েছে। যারা মিথ্যা বলেছিল, অহী অবতীর্ণ ক’রে তাদের জন্য নিহাত মন্দ কথা আল্লাহ বলেছেন।

{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} إلى قوله {فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। ত্বাবারীর শায়খ ইউনুস, তিনি আব্দুল আ’লার পুত্র। আর ইবনে অহাবের শায়খ ইউনুস, তিনি য়্যাযীদ আইলীর পুত্র। আমাদের শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, অনুরূপ রয়েছে সহীহ বুখারীতে অভিযান অধ্যায়ের তবুক-অভিযান শিরোনামে কা’ব বিন মালেকের হাদীসের শেষাংশে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية ١١٣.

“অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।” (তাওবাহ ঃ ১১৩)
বুখারী (৩/৪৬৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইয়াকূব বিন ইবরাহীম, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি সালেহ

হতে, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন সাঈদ বিন মুসাইয়িব, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, আবূ তালেবের মৃত্যু উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁর নিকট আবূ জাহ্‌ল বিন হিশাম ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়াহ বিন মুগীরাহকে উপস্থিত পেলেন। তিনি আবূ তালেবের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে চাচা! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন, এটি এমন কালেমা, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব।" তখন আবূ জাহ্‌ল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়াহ বলল, 'হে আবূ তালেব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে বিমুখ হবে?' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই কালেমা তাঁর নিকট পেশ করতে থাকলেন এবং তারা দুজনেও উক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকল। পরিশেষে আবূ তালেব তাদের সাথে শেষ বাক্যে বললেন, 'তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মেই অবিচল আছেন' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শুনুন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

হাদীসটিকে তিনি তাঁর সহীহর একাধিক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে (৮/১৯৪), আর তাতে রয়েছে, অতঃপর অবতীর্ণ হল,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}

আর অবতীর্ণ হল,

{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}

আরও জায়গা হল ৯/৪১১, ১০/১২৪, উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ১/২১৪, নাসাঈ ৪/৭৪, আহমাদ ৫/৪৩৩, ইবনে জারীর ১১/৪১, বাইহাকী আল-আসমা অসসিফাতে ৯৭-৯৮পৃঃ, ইবনে আবী হাতেম ৪/১০২, আর তাতে রয়েছে {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা, তাতে {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} إلى قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} الآيات ١١٧-١١٩.

"আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। (তাওবাহ ঃ ১১৭)

আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল, আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। (তাওবাহ ঃ ১১৮)

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" (তাওবাহ ঃ ১১৯)

বুখারী (৯/১৭৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন বুকাইর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইষ, তিনি উক্বাইল হতে, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালেক হতে, তিনি বলেন, যখন কা'ব অন্ধ হয়ে যান, তখন তাঁর সন্তানদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালেক তাঁকে পথ দেখাতেন, তিনি বলেন, আমি কা'ব বিন মালেককে বলতে শুনেছি, যখন তিনি তবূক-অভিযানে না গিয়ে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন। কা'ব বলেন, তবুক অভিযান ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল অভিযানে গেছেন, তার একটা থেকেও আমি পশ্চাতে ছিলাম না। অবশ্য আমি বদর অভিযানে অনুপস্থিত ছিলাম। তবে সে অভিযানে যে অনুপস্থিত ছিল, তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ তাঁদের ও তাঁদের শত্রুদের মাঝে পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ছাড়াই মোকাবেলা ঘটিয়ে দেন।

আর আকাবার রাতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি

তখন তাঁর সাথে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হওয়াকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকেদের মধ্যে বদরের ঘটনা বেশী স্মরণীয় ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই যে, তাবূক যুদ্ধ থেকে যখন আমি পিছনে থাকি, তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে, আল্লাহর কসম! আমার কাছে ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সঙ্গে দুটো যানবাহন জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। যা আমি এই যুদ্ধের সময় জোগাড় করেছিলাম। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, বাহ্যতঃ তার ভিন্ন নাম ইঙ্গিত করতেন (তাওরিয়া করতেন)। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ গরমের সময়, অতি দূরের যাত্রা, বিশাল মরুভূমী এবং বহু শত্রুসেনার মোকাবেলা করার। কাজেই রসূল ﷺ এ অভিযানের অবস্থা মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে দেন, যাতে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামান জোগাড় করতে পারে।

কা'ব رضي الله عنه বলেন, যার ফলে যে কোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে, তা সহজেই করতে পারত এবং অহী মারফৎ এ খবর না জানানো পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময়, যখন ফল-মূল পাকার ও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় ছিল। রসুলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ ক'রে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা পারব। এই দোটানায় আমার সময় কেটে যেতে লাগল। এদিকে অন্য লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। ইতোমধ্যে রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন। অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে এক-দুদিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে তাঁদের সঙ্গে পরে গিয়ে মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস! যদি আমি তাই করতাম। কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকেদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। এ কথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক পৌঁছনর আগে পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবূকে এ কথা তিনি লোকেদের মাঝে বসে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, "কা'ব কী করল?"

বানু সালামাহ গোত্রের এক লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তার ধন সম্পদ ও অহংকার তাকে আসতে দেয়নি।' এ কথা শুনে মুআয বিন জাবাল رضي الله عنه বললেন, 'তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি।' তখন রাসূল ﷺ নীরব রইলেন। কা'ব বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রসুলুল্লাহ ﷺ মদীনা ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা অজুহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব, যাতে ক'রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্রোধকে ঠান্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা দূর হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, এমন কোন উপায়ে আমি তাঁকে ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ থাকে। অতএব আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথাই বলব। রাসুলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলায় মদীনায় প্রবেশ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু রাকআত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকেদের সামনে বসতেন। যখন নবী ﷺ এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাতে ছিল, তারা তাঁর কাছে এসে শপথ ক'রে ক'রে অপারগতা ও অজুহাত পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বাহ্যতঃ তাদের ওযর-অজুহাত গ্রহণ করলেন, তাদের বাইয়াত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালা ক'রে দিলেন। (কা'ব رضي الله عنه বলেন) আমিও এরপর নবী ﷺ-এর সামনে হাযির হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত চেহরায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, "এসো!" আমি সে মতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন, "কী কারণে তুমি (যুদ্ধে) অংশ গ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি?" তখন আমি বললাম, 'হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম! এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির সামনে বসতাম, তাহলে আমি তাঁর অসন্তুষ্টিকে ওযর-অজুহাত পেশের মাধ্যমে ঠান্ডা করার চেষ্টা করতাম। আর আমি তর্কে সুপটু। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ক'রে দিতে পারেন। আর আপনার কাছে যদি সত্য প্রকাশ করি, যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অবশ্যই আশা করি। না, আল্লাহর কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! সেই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না যাওয়ার সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম।' তখন রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যত দিনে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফায়সালা ক'রে দেন।" তাই আমি উঠে গেলাম। তখন বানী সালামার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি ইতোপূর্বে কোন অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। পশ্চাতে থেকে যাওয়া অন্যান্য লোকেদের মতো তুমিও একটি ওযর রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করে দিতে পারলে না? আর তোমার এ অপরাধের ফলে তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল।' আল্লাহর কসম! তারা আমাকে বারবার কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকোরক্তি থেকে ফিরে গিয়ে আমার প্রথম কথাকে মিথ্যায়ন করার ইচ্ছা করি। এরপর আমি তাদেরকে বললাম, 'আমার মতো এ কাজ আর কেউ করেছে কি?' তারা জওয়াব দিল, 'হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মতো বলেছে এবং তাদের ব্যাপারেও তোমার মতো একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।' আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারা কে কে?' তারা বলল, 'একজন মুরারা বিন রবী' আমরী এবং অপরজন হল, হিলাল বিন উমাইয়াহ ওয়াকিফী।' এরপর তারা আমাকে জানালো যে, তারা উভয়ে ভালো মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সে জন্য দুজনেই আদর্শস্থানীয়। অতঃপর যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাবূকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলতে মুসলিমদেরকে নিষেধ ক'রে দিলেন। তদনুসারে মুসলিমরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ বদলে ফেলল। এমনকি এ দেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল।

এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দুজন সাথী তো দুর্বল হয়ে তারা নিজেদের ঘরে বসে কাঁদতে থাকল। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হতাম। মুসলিমদের জামাআতে নামায আদায় করতাম, বাজারে ঘোরাফিরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি নামায শেষে মজলিসে বসতেন, তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁটদ্বয় হিলাচ্ছেন কি না। তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি জায়গায় সালাত আদায় করতাম এবং চোরা চাহনিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন সালাতে মগ্ন হতাম, তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন। আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি মানুষদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। একদা আমি আমার চাচাতো ভাই ও সবার চাইতে প্রিয়পাত্র আবু কাতাদাহর বাগানের প্রাচীর টপকে ঢুকে পরে তাকে সালাম দিই। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিলো না। আমি তখন বললাম, 'হে আবু কাতাদাহ! তোমাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জানো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি?' তখন সে নীরবতা পালন করল। আমি পুনরায় তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে এবারো জবাব দিলো না। আমি আবারো তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তখন সে বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক জানেন।' তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি আবার প্রাচীর টপকে ফিরে এলাম।

কা'ব ﷺ বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। তখন সিরিয়ার এক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, 'আমাকে কা'ব বিন মালেকের সাথে কেউ পরিচয় করিয়ে দিতে পারে কি?' তখন লোকেরা আমার প্রতি ইশারা ক'রে দেখিয়ে দিল। তখন সে এসে গাস্সানী বাদশাহর একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লিখা ছিল, 'পর সমাচার এই যে, আমি জানতে পারলাম যে,

আপনার সাথী আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আর আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাহীন ও নিরাশ্রয় সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দেব।' আমি যখন এ পত্র পড়লাম, তখন বললাম, এটাও আর একটি আপদ। তখন আমি চুলা খুঁজে তার মধ্যে পত্রটি নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম।
এ সময়ে পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, 'রসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেব, না অন্য কিছু করব?' সে উত্তর দিলো, 'তালাক দিতে হবে না; বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না।' আমার অপর দুজন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পাঠালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক।'
কা'ব ﷺ বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল বিন উমাইয়্যাহর স্ত্রী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, 'হে আল্লাহর রসূল! হিলাল বিন উমাইয়্যাহ ﷺ অতি বৃদ্ধ, আর তাঁর কোন খাদেম নেই। আমি তাঁর খিদমত করি, এটা কি আপনি অছপন্দ করবেন?' নবী ﷺ বললেন, "না, তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে।" সে বলল, 'আল্লাহর কসম! এ সম্পর্কে তাঁর কোন সক্রিয়তাই নেই। আল্লাহর কসম! তিনি এ নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদা কান্নাকাটি করছেন।'
(কা'ব ﷺ বলেন,) আমার পরিবারে কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইতেন, যেমন রসুলুল্লাহ ﷺ হিলাল বিন উমায়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খিদমত করার অনুমতি দিয়েছেন।' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! কখনো তার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাই, তবে তিনি কী বলবেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খিদমত করতে সক্ষম।' এরপর আরো দশ রাত কাটালাম। এভাবে নবী ﷺ যখন থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন, তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামায আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম, যে অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগৎটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার, সে সালা পর্বতের উপর চড়ে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করছে, 'হে কা'ব বিন মালেক! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর।'
কা'ব ﷺ বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌছামাত্র আমি সিজদায় পতিত হলাম। আর আমি বুঝলাম যে, আমার সংকট-মুক্তির খবর এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায়ের পর আল্লাহ তাআলা পক্ষ হতে আমাদের তওবাহ কবূল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার ও সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ দিতে থাকে এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন ক'রে পর্বতের উপর আরোহণ করতঃ চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারে শব্দ ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুত পৌছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, তখন তার বিনিময়ে আমার নিজের পরনের দুটো কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! আমি সেদিন সে দুটি ছাড়া আমি আর কোন কাপড়ের মালিক ছিলাম না। অতঃপর আমি দুটো কাপড় ধার ক'রে পরিধান করলাম এবং রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবূলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল। তোমাকে মুবারকবাদ যে, আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করেছেন।'
কা'ব ﷺ বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে বসে ছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ ﷺ দ্রুত উঠে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন ও মুবারাকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি ত্বালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না।
কা'ব ﷺ বলেন, এরপর আমি যখন রসুলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝলমল করছিল।
তিনি আমাকে বললেন, "তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত

হয়েছে, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।”
কা'ব ﷺ বলেন, আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে?' তিনি বললেন, “আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।” আর রসুললুল্লাহ ﷺ যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও ঝলমলে হতো যে, তা যেন একটি চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর এ খুশীর ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম।
অতঃপর আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবূলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে দান করতে চাই।' রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার কিছু সম্পদ তোমার কাছে রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম।” আমি বললাম, 'খায়বারে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখালাম।' আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আমার সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করলেন, তাই আমার তওবা কবূলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকী জীবনে কেবল সত্যই বলব।' আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রসুলুল্লাহ ﷺ-এ কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোন মুসলিমকে সত্য বলার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি, যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। যেদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি, সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার সংকল্প করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তাআলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন। এর পর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

{لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ} إلى قوله {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি, যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সঙ্গে মিথ্যা না বলা। যদি মিথ্যা বলতাম, তাহলে মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাচারীদের সম্পর্কে যখন অহী অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের সম্পর্কে বড় মন্দ কথা বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ} إلى قوله {فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}

“যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ ক'রে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। (তাওবাহ ঃ ৯৫)
তারা এ জন্য শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না।” (তাওবাহ ঃ ৯৬)
কা'ব ﷺ বলেন, হে আমরা তিনজন! আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের বিষয় থেকে, যাদের ওযর-অজুহাত রাসূলুল্লাহ ﷺ কবূল করেছেন, যখন তারা তাঁর কাছে শপথ করেছে, ফলে তিনি তাদের বায়আত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর আমাদের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ﷺ স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন,

{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا}

“সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল।”
কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি, আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলাম। বরং এই পশ্চাতে থাকার মানে হল, আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের বিষয় থেকে, যারা মিথ্যা কসম করে ওযর-আপত্তি জানিয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ ﷺও তা গ্রহণ করেছিলেন।
হাদীসটিকে বুখারী তাফসীর অধ্যায় (৯/৪১২)তেও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ১৭/৭৮, তিরমিযী ৪/১২১ সংক্ষেপে, ইমাম আহমাদ ৩/৪৫৭, আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফ ৫/৩৯৭, ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫৩১, ইবনে জারীর ১১/৫৮, ইবনে আবী হাতেম ৪/১০৫।
উক্ত হাদীসটি আমি পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করলাম, যেহেতু তাতে রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা ও উপদেশ। আর যেহেতু ঘটনাটি সুন্দরতম ও সবিস্তার আকারে উক্ত আয়াতের তফসীর শামিল রয়েছে, যেমন হাফেয ইবনে কাষীর বলেছেন।

সূরা হূদ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} الآية ٥.

"জেনে রাখ, তারা নিজ নিজ বুক কুঞ্চিত করে যাতে তাঁর দৃষ্টি হতে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে। তিনি তো মনের ভিতরের কথাও জানেন।" (হূদ ঃ ৫)

বুখারী (৯/৪২০তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন সাবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ, তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমাকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর, তিনি ইবনে আব্বাসকে পাঠ করতে শুনেছেন,

{أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ}

তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কিছু লোক ছিল, যারা উন্মুক্ত আকাশের নিচে পেশাব-পায়খানা এবং উন্মুক্ত আকাশের নিচে স্ত্রীসঙ্গম করতে লজ্জাবোধ করত, তাদের ব্যাপারে এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হিশাম, তিনি ইবনে জুরাইজ হতে এবং আমাকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন,

{أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ}

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবুল আব্বাস! {يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ} (বুক কুঞ্চিত করে মানে) কী?' তিনি বললেন, 'পুরুষ স্ত্রী-সহবাস করতে লজ্জাবোধ করত অথবা উলঙ্গ হতে লজ্জাবোধ করত, তাই এটি তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।'

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম৪/১৫০ অনুরূপ, ইবনে জারীর ১১/১৮৫, কিন্তু তাতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} الآية ١١٤.

"নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।" (হূদ ঃ ১১৪)

বুখারী (২/১৪৮-এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কুতাইবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন যুরাই', তিনি সুলাইমান তাইমী হতে, তিনি আবূ উষমান নাহদী হতে, তিনি ইবনে মাসউদ হতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

{أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কি শুধু আমার জন্য?' তিনি বললেন, "না, এ আমার সকল উম্মতের জন্য।"

হাদীসটিকে তিনি তফসীর অধ্যায় (৯/৪৪৭)এও পুনরুল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ১৭/৭৯-৮০, তিরমিযী ৪/১২৭-১২৮ ইবনে মাসউদ পর্যন্ত দুটি সূত্রে, আর উভয়ের ব্যাপারেই বলেছেন, 'হাসান-সহীহ'। ইবনে মাজাহ ১৩৯৮, ৪২৫৪নং, হাফেয ইবনে কাষীর নাসাঈর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ ১/৪০৬, ৪৩০, ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৫২, ত্বায়ালিসী ২/২০, ইবনে জারীর ১২/১৩৪-১৩৫, ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূল, খাত্বীব, মুওয়াযযিহু আওহামিল জাম্‌ই' অত-তাফরীক্ব।

পক্ষান্তরে আবুল য়্যুসরের হাদীস রূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী ৪/১২৮, ত্বাবারী ১২/১৩৭, বুখারী,

তারীখুল কাবীর ৭/২২১, ওয়াহেদী। আর তিরমিযী বলেছেন, ‘এটা হাসান-সহীহ-গারীব হাদীস।’

সূরা ইউসুফ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} الآية ٣.

“আমি তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ ক’রে; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।” (ইউসুফ ঃ ৩)

ইবনে রাহওয়াইহ (আল-মাত্বালিবুল আ-লিয়াহ ৪৪০পৃষ্ঠায়) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্‌র বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন খাল্লাদ স্বাফ্‌ফার, তিনি আম্‌র বিন কাইস মুলাঈ হতে, তিনি আম্‌র বিন মুর্রাহ হতে, তিনি মুস্‌আব বিন সা’দ হতে, তিনি সা’দ হতে, তিনি মহান আল্লাহর বাণী,

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} — الآية.

এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি মানুষের কাছে তা বহু সময় পাঠ ক’রেছেন। একদা তারা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আমাদেরকে কাহিনী শোনাতেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} إلى قوله {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} الآية.

অতঃপর বহু সময় ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পাঠ করলেন। তারা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আমাদেরকে হাদীস (বাণী) শোনাতেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} الآية.

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (যুমার ঃ ২৩)

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। কেবল খাল্লাদ স্বাফ্‌ফার নন, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য। আমি হাদীসটির অবশিষ্টাংশ বাদ দিয়েছি, যেহেতু তা অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) নয়।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান (যাওয়ায়েদ ৪৩২পৃঃ), ইবনে জারীর ১২/১৫০, হাকেম (মুস্তাদরাক ২/৩৪৫) আর তিনি বলেছেন সহীহ সনদ এবং যাহাবী তাতে একমত।

সূরা রা’দ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} الآية ١٣.

“তিনি বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন। ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; আর তিনি মহাশক্তিশালী।” (রা’দ ঃ ১৩)

বায্‌যার নামে প্রসিদ্ধ ইমাম আবূ বাক্‌র আহমাদ বিন আম্‌র (কাশফুল আসতার ৩/৫৪তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দাহ বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে অবহিত করেছেন য়্যাযীদ বিন হারূন, তিনি বলেন, আমাদেরকে অবহিত করেছেন দাইলাম বিন গাযওয়ান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাবেত, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেছেন, জাহেলী যুগের একজন বড় মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺতাঁর এক সাহাবীকে তার নিকট প্রেরণ করলেন। সে বলল, ‘যে প্রতিপালকের দিকে তুমি আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ, তিনি কী? তিনি কি লোহা? তিনি কি পিতল? তিনি কি রূপা? তিনি কি সোনা?’ সাহাবী ফিরে এসে সে খবর নবী ﷺ-কে বললেন। তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁকে তার কাছে প্রেরণ করলেন। সে এবারেও তাই বলল। তিনি তৃতীয়বার তাঁকে প্রেরণ

করলে সে একই কথা বলল। সাহাবী নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন। মহান আল্লাহ তার প্রতি বজ্র প্রেরণ ক'রে তাকে ধ্বংস করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমার সঙ্গীর প্রতি বজ্র প্রেরণ ক'রে তাকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছেন।" অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ}.

বায্যার বলেছেন, 'দাইলাম বাসরী, সচল (ভালো লোক)।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ আস্বেম (কিতাবুস সুন্নাহ ১/৩০৪), তিনি বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর্ মুকাদ্দামী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন দাইলাম বিন গাযওয়ান উক্ত সূত্রে।

উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ বিন আলী বিন মুষান্না আবূ য়্যা'লা (রাহিমাহুল্লাহ) ৬/৮৭, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর্ ও অন্যান্যগণ, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন দাইলাম বিন গাযওয়ান উক্ত সূত্রে।

ইমাম বাইহাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) (কিতাবুল আসমা অস্সিফাত ২৭৮পৃষ্ঠায়) বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ সাঈদ বিন আবী আম্র্, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস আস্বাম্ম্, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আবী তালেব, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন য়্যাযীদ বিন হারূন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন দাইলাম বিন গাযওয়ান উক্ত সূত্রে।

হাইষামী (রাহিমাহুল্লাহ) (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৪২এ) বলেন, এটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবূ য়্যা'লা ও বায্যার। তবে তাতে 'বড় মানুষ'-এর স্থলে 'আরবের একটি ফিরআউন' শব্দ আছে। আর সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে এর থেকেও অবাধ্যাচারী।' তিনি বলেন, 'আল্লাহ পাহাড়ের মেঘ পাঠান। তাতে গর্জন ও বিদ্যুত ছিল। তা হতে একটি বজ্র পতিত হয়। তা তার মাথার খুলিকে উড়িয়ে দেয়।'

এরই অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী আওসাত্ব গ্রন্থে এবং তাতে বলা হয়েছে, 'মেঘ গর্জন করতে লাগল ও বিদ্যুত চমকাতে লাগল।' বায্যারের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল দাইলাম বিন গাযওয়ান নয়। তবে তিনি নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে আবূ য়্যা'লা ও ত্বাবারানীর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আলী বিন আবী সারাহ রয়েছেন। আর তিনি যয়ীফ।

আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আবূ য়্যা'লা (৬/ ১৮৩) হাদীসটিকে দুটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একটি সূত্রে আলী বিন আবী সারাহ নেই। আর আমি তার ইঙ্গিত দিয়েছি। আর দ্বিতীয় সূত্রে আলী বিন আবী সারাহ আছেন।

নাসাঈ তফসীর অধ্যায় (১/৯৯এ)। আর আলী বিন আবী সারাহ খুব দুর্বল। হাফেয যাহাবী মীযানে বলেছেন, আবূ দাউদ বলেছেন, 'মুহাদ্দিসীনগণ তাঁর হাদীস বর্জন করেছেন।' বুখারী বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে সন্দেহ আছে।' আবূ হাতেম বলেছেন, 'যয়ীফ'। অতঃপর হাফেয যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, 'হাদীসটি আপত্তিকর।'

সুতরাং এই ভিত্তিতে প্রথম সূত্রে হাদীসটি দলীল হওয়ার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা ইবরাহীম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} الآية ٢٧.

"যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী, তাদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) (৪/ ১০এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক বিন মনসূর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি খাইষামাহ হতে, তিনি বারা' হতে, তিনি বলেছেন,

{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}

আয়াতটি কবরের আযাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি আলকামাহ বিন মারষাদ হতে, তিনি সা'দ বিন উবাইদ হতে, তিনি বারা' বিন আযেব হতে, তিনি নবী ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}

আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। (মৃতকে) বলা হবে, 'তোমার প্রতিপালক কে?' সে বলবে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ।' (বলা হবে, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলবে,) আমার দ্বীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন। এটাই হল তাঁর বাণী,

{يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}.

ইবনে মাজাহ (২/ ১৪২৭এ) শেষের সনদে বর্ণনা করেছেন।

সূরা নাহল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} الآيتان ٧٥ و٧٦.

"আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি নিজের পক্ষ হতে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (নাহ্ল ঃ ৭৫)

আল্লাহ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ওদের একজন বোবা, সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর উপর বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?" (নাহ্ল ঃ ৭৬)

ইবনে জারীর (৪/ ১৫ ১তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাবাহ বায্যার, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন ইসহাক সাইলাহীনী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উযমান বিন খাইষাম হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি য়্যা'লা বিন উমাইয়াহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী,

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا}

এর ব্যাপারে বলেছেন, এটি কুরাইশের এক ব্যক্তি ও তার দাসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর মহান আল্লাহর এই বাণী,

{مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} إلى قوله {وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.

"আল্লাহ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ---"

এর ব্যাপারে বলেছেন, তিনি উযমান বিন আফ্ফান। আর বোবা, যাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না---সে হল উযমান বিন আফ্ফানের স্বাধীনকৃত দাস। উযমান তার জন্য খরচ করতেন, তার তত্ত্বাবধান করতেন এবং তার রুযী ইত্যাদি বহন করতেন। আর অন্য একজন ছিল, যে ইসলামকে অপছন্দ ও অস্বীকার করত এবং তাঁকে সাদকা ও সৎকার্য করতে নিষেধ করত। তাই তাদের দুজনের ব্যাপারে (উক্ত আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছিল।

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} الآية ١٠٣.

"আমি তো জানিই, তারা বলে, 'তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; আর এ তো স্পষ্ট আরবী ভাষা।" (নাহ্ল ঃ ১০৩)

ইবনে জারীর (১৪/ ১৭৮এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুষান্না, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন আওন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হুশাইম, তিনি হুস্বাইন

বিন আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম হাযরামী হতে, তাঁর দুটি দাস ছিল, তারা ইয়ামানের ছিল না। তারা শিশু ছিল। তাদের একজনকে 'য়্যাসার' ও অপর জনকে 'জাব্‌র' বলা হতো। তারা তাওরাত পড়ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো তাদের কাছে বসতেন। তা দেখে কুরাইশের কাফেররা বলল, 'ওদের কাছে শিখার জন্যই ও বসছে।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}.

হাদীসটির[৪১] বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল মুষান্না নন। আর তিনি হলেন ইবনে ইবরাহীম আমুলী। আমি এমন কাউকে পেলাম না, যিনি তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতি উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর সহযোগী বর্ণনাকারী হলেন সুফিয়ান বিন অকী'। আর তিনিও সমালোচিত।

হুশাইম হলেন ইবনে বাশীর। তিনি মুদাল্লিস এবং হাদীস বর্ণনার কথা স্পষ্ট করেননি। তবে তাঁর সহযোগী বর্ণনাকারী হলেন খালেদ বিন আব্দুল্লাহ ত্বাহহান এবং মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল। এই জন্য হাফেয ইস্বাবাহ (২/৪৩৯)এ এই হাদীস এবং তারপর এই হাদীসের সনদ দ্বারা আরো একটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'আর এর সনদ সহীহ।'

একটি সতর্কতা ঃ

হাদীসের সাহাবীর নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবনে জারীরের নিকট আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ইবনে আবী হাতেমের আল-জারহু অত্-তা'দীল (৫/৩৩২এ) আছে উবাইদুল্লাহ বিন মুসলিম। তাহযীবে আছে আল-জারহু অত্-তা'দীলের মতো। বলা হয়েছে, বলা হয় (তাঁর নাম) আব্দুল্লাহ। হাফেয ইস্বাবাহ (২/৩৪৯)এ এই মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এ ছাড়া হাদীসের সাক্ষ্য বর্ণনা রয়েছে ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীস রূপে। বর্ণনা করেছেন হাকেম (২/৩৫৭তে) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন। আর তাতে রয়েছে, (মুশরিকরা বলল,) 'আসলে তাকে ইবনুল হাযরামীর দাসই শিক্ষা দেয়। সে হল কিতাব-ওয়ালা।' (আল-হাদীস)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية ١١٠.

"যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ (ধর্মের জন্য দেশত্যাগ ও যুদ্ধ) করে এবং ধৈর্যধারণ করে; তোমার প্রতিপালক এই সবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নাহ্‌ল ঃ ১১০)

ইবনে জারীর (১৪/১৮৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন মানসূর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আহমাদ যুবাইরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন শারীক, তিনি আমর বিন দীনার হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসীদের একটি গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করল। তারা তাদের ইসলাম গোপন করত। বদরের দিন তাদেরকে মুশরিকরা নিজেদের সঙ্গে (যুদ্ধের জন্য) বের করল। ফলে তাদের কিছু লোক আহত হল, কিছু লোক নিহত হল। মুসলিমরা বলল, 'আমাদের ঐ সাথীগণ মুসলিম ছিল। কিন্তু তাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হয়েছিল। সুতরাং তারা তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল। তখন অবতীর্ণ হল,

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} إلى آخر الآية.

"নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায় ফিরিশ্তাগণ যাদের প্রাণ হরণ করে, তারা আত্মসমর্পণ ক'রে বলবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করতাম না।' অবশ্যই! তোমরা যা করতে সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (নাহ্‌ল ঃ ২৮)

তিনি বলেন, মক্কাতে অবশিষ্ট মুসলিমদের জন্য উক্ত আয়াত লিখে পাঠানো হল। তাতে তাদের কোন ওযর ছিল না। ফলে তারা (হিজরতের পথে) বের হল। মুশরিকরা তাদের অনুসরণ ক'রে তাদেরকে ফিতনাগ্রস্ত করল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} إلى آخر الآية.

([41]) বাইহাক্বী শুআবুল ঈমান (১/৯৫এ) উদ্ধৃত করেছেন।

“মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, ‘আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি’; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, ‘আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী।’ বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?” (আনকাবূত ঃ ১০)
সুতরাং মুসলিমরা তাদের কাছে এ সংবাদ লিখে পাঠাল। তখন তারা বের হয়ে গেল এবং সকল কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর অবতীর্ণ হল,

{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}

“যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ (ধর্মের জন্য দেশত্যাগ ও যুদ্ধ) করে এবং ধৈর্যধারণ করে; তোমার প্রতিপালক এই সবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (নাহ্ল ঃ ১১০)
অতএব মুসলিমরা আবার তাদের কাছে লিখে পাঠাল যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য উপায় বের করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা বের হল। আবারও মুশরিকরা তাদের পিছু নিয়ে ধরে ফেলল। অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ করল। সুতরাং যে পরিত্রাণ পেল, সে পেল। আর যে খুন হয়ে গেল, সে হল।
হাদীসটির ব্যাপারে হাইষামী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/ ১০এ) বলেছেন, এর বর্ণকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। কেবল মুহাম্মাদ বিন শারীক নন, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} الآية ١٢٦.

“যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম।” (নাহ্ল ঃ ১২৬)
তিরমিযী (৪/ ১৩৩এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আম্মার হুসাইন বিন হুরাইষ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ফায্ল বিন মূসা, তিনি ঈসা বিন উবাইদ হতে, তিনি রাবী’ বিন আনাস হতে, তিনি আবুল আলিয়াহ হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাই বিন কা’ব, তিনি বলেন, উহুদের দিনে আনসারদের মধ্য হতে ৬৪ জন এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে ৬ জন নিহত হলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হামযাহ। (কাফেররা) তাঁদের অঙ্গহানি করল। তখন আনসারগণ বললেন, ‘এর মতো কোন দিন তাদেরকে আয়ত্তে পেলে অবশ্য-অবশ্যই তাদের (এর চাইতে) বেশি (অঙ্গহানি) ঘটাব। মক্কা বিজয়ের দিন এলে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}

এক ব্যক্তি বলল, ‘আজকের পর কুরাইশ নেই।’ তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “চারজন ছাড়া বাকী লোকেদেরকে (হত্যা করা হতে) বিরত থাকো।”
এই হাদীসটি উবাই বিন কা’বের হাদীস হিসাবে হাসান-গারীব।
হাদীসটি আব্দুল্লাহর সংযোজিত মুসনাদে আহমাদ (৫/ ১৩৫)এ রয়েছে। রয়েছে ইবনে হিব্বান (মাওয়ারেদ ৪১১পৃঃ), ত্বাবারানীর কাবীর (৩/ ১৫৭), হাকেম (২/৩৫৯, ৪৪৬)এ। আর তিনি উভয় স্থানেই বলেছেন, ‘সনদ সহীহ’ এবং যাহাবী তাতে একমত।

সূরা ইসরা’ (বানী ইসরাঈল)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} الآيتان ٥٦ و٥٧.

“বল, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি তাদের নেই।’ (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৬)

তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৭)

মুসলিম (১৮/ ১৬৪তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাক্র বিন নাফে' আব্দী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আবূ মা'মার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ) হতে,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ}

তিনি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন, একদল মানুষ একদল জিনের পূজা করত। জিনের দল ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মানুষের দল নিজেদের পূজায় অব্যাহত থাকল। তখন অবতীর্ণ হল,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ}.

অতঃপর তিনি ইবনে মাসউদের অন্য এক সূত্র মারফৎ উক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর তাতে রয়েছে, জিনরা ইসলাম গ্রহণ করল। আর যে মানুষরা তাদের পূজা করত, তারা বেখবর থাকল। তখন অবতীর্ণ হল---।

হাদীসটির মূল রয়েছে বুখারী (১০/ ১৩)তে। কিন্তু তাতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা স্পষ্ট নেই। আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর ১৫/ ১০৪-১০৫, হাকেম (২/৩৬২) এবং তিনি বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।' আর যাহাবী তাতে একমত। তবে তাতে রয়েছে, তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ} إلى قوله {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ}.

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ} الآية ٥٩.

"পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন মিথ্যাজ্ঞান করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। আর আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সামূদকে উটনী দিয়েছিলাম; কিন্তু তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। আসলে আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৯)

আহমাদ (১/২৫৮তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উষমান বিন মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ বলেছেন, আর আমি তাঁর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জারীর, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি জা'ফর বিন ইয়াস হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-এর কাছে দাবী করল, যাতে (আল্লাহ) সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেন এবং পাহাড়গুলিকে তাদের আশপাশ হতে সরিয়ে ফেলেন। যাতে তারা (সেখানে) চাষবাস করতে পারে। সুতরাং তাঁকে বলা হল, 'তুমি চাইলে ওদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে পার, নতুবা চাইলে ওরা যা চেয়েছে তা দান করতে পার। অতঃপর তারা যদি কাফের থেকে যায়, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হবে, যেমন আমি ওদের পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করে দিয়েছি।' তিনি বললেন, "বরং আমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করব।" তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً}.

হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে কাষীর বিদায়াহ (৩/৫২)তে নাসাঈর[৪২] উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, 'এর সনদটি ভালো।' আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (১৫/ ১০৮), হাকেম (২/৩৬২) এবং তিনি বলেছেন সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারী-মুসলিম তা উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। হাইষামী মাজমা' (৭/৫০)এ বলেছেন, 'এর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

([42]) নাসাঈর সুনানে কুবরা, তফসীর অধ্যায় ১/ ১১১, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকারিয়া বিন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জারীর উক্ত সনদ ও হাদীস।

{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} الآية ٨٥.

"তোমাকে তারা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বল, 'আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ; আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৮৫)

বুখারী (১/২৩৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কাইস বিন হাফস্‌, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল ওয়াহেদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আ'মাশ সুলাইমান, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ) হতে, তিনি বলেছেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সাথে এক ক্ষেত বা জনবসতিহীন জায়গা বেয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আর তিনি তাঁর সাথে থাকা একটি খেজুরের ডালের উপর ভর দিয়ে (হাঁট) ছিলেন। এমন সময় একদল ইয়াহুদীর পাশ বেয়ে তিনি গেলেন। তখন তারা একে-অন্যকে বলাবলি করতে লাগল, 'ওঁকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর।' তাদের কেউ কেউ বলল, 'ওঁকে জিজ্ঞাসা করো না। যাতে সে ব্যাপারে এমন কোন উত্তর দেবেন, যা তোমরা অপছন্দ করবে।' তাদের কেউ কেউ বলল, 'আমরা অবশ্যই ওঁকে জিজ্ঞাসা করব।' সুতরাং ওদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসেম! রূহ কী?' তা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'নিশ্চয় তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হচ্ছে।' সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। অতঃপর যখন তাঁর সে অবস্থা দূরীভূত হল, তখন তিনি বললেন,

{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}.

আ'মাশ বলেন, আয়াতটির কিরাআত আমাদের নিকট এইরূপ।

হাদীসটিকে বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি জায়গা হল ১০/১৫, আর তাতে রয়েছে, যখন তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হল, তখন তিনি বললেন,

{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}

আরো জায়গা হল ১৭/৩৩, ২১৭, ২২১। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ১৭/১৩৭, তিরমিযী ৪/১৩৮ এবং বলেছেন 'হাসান-সহীহ হাদীস।' আহমাদ ১/৩৮৯, ৪১০, ৪৪৫, ইবনে জারীর ১৫/১৫৫, ত্বাবারানী, মু'জাম স্বাগীর ২/৮৬।

আর উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১৩৭) এবং 'সহীহ' বলেছেন, ইমাম আহমাদ (১/২৫৫), হাকেম (২/৫৩১) এবং তিনি 'সনদ সহীহ' বলেছেন ও যাহাবী স্বীকৃতি জানিয়েছেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, একদা কুরাইশ ইয়াহুদীদেরকে বলল, 'আমাদেরকে এমন কিছু দাও, যার ব্যাপারে এই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করব।' তারা বলল, 'তোমরা ওঁকে রূহের ব্যাপারে প্রশ্ন কর।' তখন অবতীর্ণ হল,

{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}.

তারা বলল, 'আমাদেরকে অল্প ইলমই দেওয়া হয়েছে? অথচ আমাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছে, যাতে রয়েছে আল্লাহর বিধান। আর যাকে তাওরাত দেওয়া হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।' তখন অবতীর্ণ হল,

{قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}.

"তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকের বাণী লিপিবদ্ধ করবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তাহলে আমার প্রতিপালকের বাণী শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে; সাহায্যার্থে যদিও এর মত আরো একটি সমুদ্র আনয়ন করি।" (কাহফ ঃ ১০৯)

হাফেয ইবনে কাষীর (৩/৬০এ) প্রথম হাদীসটির আলোচনায় বলেছেন, এই হাদীস বাহ্যতঃ যা মনে হয়, তা এই যে, উক্ত আয়াতটি মাদানী। এটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মদীনায় ইয়াহুদীরা তাঁকে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করে। অথচ পুরো সূরাটাই মক্কী। এর জবাব এই হতে পারে যে, আয়াতটি পুনরায় মদীনায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে মক্কায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা (মদীনায়) তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তিনি পূর্বে অবতীর্ণ উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} الآية ١١٠.

“আর তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করো।” (বানী ইস্রাঈল ঃ ১১০)
বুখারী (১০/১৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াকূব বিন ইবরাহীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুশাইম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বিশ্‌র, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, মহান আল্লাহর বাণী,

{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا}.

এর ব্যাপারে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে অবস্থান থাকাকালীন সময়ে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তিনি নিজের সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন কুরআন সশব্দে পাঠ করতেন। আর মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, যিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁকে এবং যিনি সাথে এনেছেন তাঁকে গালাগালি করত। তাই মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন,

{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ}

“তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না” অর্থাৎ, তোমার ক্বিরাআত বা কুরআন পাঠের স্বরকে উচ্চ করো না। যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি না দেয়।

{وَلا تُخَافِتْ بِهَا}

“অতিশয় ক্ষীণও করো না” তোমার সাথীদের কাছে, যাতে তারা যেন শুনতে পায়।

{وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}.

“বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করো।”
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৪/১৬৫), তিরমিযী (৪/১৩৯) হুশাইম পর্যন্ত দুই সূত্রে, আর তিনি প্রত্যেক সূত্রের ক্ষেত্রে বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।' নাসাঈ (২/১৩৮), ইমাম আহমাদ (১/২৩, ২১৫) ইবনে জারীর (১৫/১৮৪-১৮৬)
আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১০/২০), মুসলিম (৪/১৬৫), ইবনে জারীর (১৫/১৮৩), তিনি বলেছেন, 'এটা দুআর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।'
ইবনে আব্বাস থেকে আয়েশার হাদীসের অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ বিন মানী' (আল-মাত্বালিবুল আলিয়াহ ৪৪৩পৃঃ) এবং বায্যার (৭/৫১)। আর হাইষামী বলেছেন, 'এর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।'
ইবনে আব্বাস হতে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে ইসহাক (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩১৪) এবং ইবনে জারীর (১৫/১৮৫), তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে সশব্দে কুরআন পড়তেন, তখন তারা পালিয়ে যেত এবং তাঁর নিকট থেকে (কুরআন) শুনতে অস্বীকার করত। তখন কোন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাঅত শোনার ইচ্ছা করলে কাফেরদের ভয়ে চুরি ক'রে গোপনে শুনত। অতঃপর যদি সে দেখত যে, ওরা তার কুরআন শোনার কথা জানতে পেরেছে, তাহলে তাদের অত্যাচারের ভয়ে চলে যেত এবং কুরআন শুনত না। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিঃশব্দে কুরআন পড়তেন, তাহলে যারা তাঁর ক্বিরাআত শুনত, তারা কিছুই শুনতে পেত না। তাই মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ}

“তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না” যাতে ওরা পালিয়ে না যায়।

{وَلا تُخَافِتْ بِهَا}

“অতিশয় ক্ষীণও করো না” যাতে ওরা ছাড়া যার গোপনে শোনার ইচ্ছা সে যেন শুনতে পায়। সম্ভবতঃ যা শুনছে তার কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়ে তার দ্বারা উপকৃত হবে।

{وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}.

“বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করো।”
এ হল ইবনে জারীরের শব্দাবলী। আর উক্ত শানে-নুযূলগুলির মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধিতা নেই। যেহেতু হতে পারে, মুশরিকরা কুরআনকে ও জিবরীলকে গালি দিত এবং যাকে কুরআন শুনতে দেখত, তাকে কষ্ট দিত। যেমন হতে পারে,

{لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ}

"তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না" অর্থাৎ, নামাযে উচ্চ স্বরে দুআ করো না---এটা উদ্দিষ্ট। এক বর্ণনানুযায়ী তাশাহহুদে। যেমন ইবনে জারীর (১৫/১৮৭)এ দুআর স্থানের বিবরণ রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক বেশি জানেন।

সূরা মারয়্যাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ} الآية ٦٤.

"(জিব্রাঈল বলল,) 'আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতিরেকে অবতরণ করি না; আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে ও এই দু-এর অন্তর্বর্তী যা আছে তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন।" (মারয়্যাম ঃ ৬৪)

বুখারী (১০/৪৩এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ নুআইম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন যার্র, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, একদা নবী ﷺ জিবরীলকে বললেন, "আপনি আমার সাথে যতবার সাক্ষাৎ করছেন, তার চাইতে অধিকবার সাক্ষাৎ করতে বাধা কিসের?" তখন অবতীর্ণ হল,

{وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا}.

তিনি হাদীসটির পুনরুল্লেখ করেছেন তাওহীদ অধ্যায় (১৭/২১৭)এ।

আর এটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১৪৫) এবং তিনি বলেছেন, এটা হাসান-গারীব হাদীস। আহমাদ (১/২৩১, ৩৫৭), ইবনে জারীর (১৬/১০৩), হাকেম (২/৬১১) এবং তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী তাতে একমত। বস্তুতঃ এটা তাঁদের উভয়ের ধারণা-বিভ্রান্তি।[৪৩] যেহেতু বুখারী এই সনদ মারফতেই উদ্ধৃত করেছেন, যে সনদ মারফতে তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} الآيات ٧٧ و٧٨ و٧٩ و٨٠.

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা পরম দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই নয়! তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যার কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট একাকী আসবে।" (মারয়্যাম ঃ ৭৭-৮০)

বুখারী (৫/২২১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী আদী, তিনি শু'বাহ হতে, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি মাসরূক হতে, তিনি খাব্বাব হতে, তিনি বলেছেন, আমি জাহেলী যুগে কর্মকার ছিলাম। আস বিন ওয়াইলের দায়িত্বে আমার কিছু ঋণ ছিল, যা আমি পরিশোধ চাইলাম। সে বলল, 'মুহাম্মাদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব না।' আমি বললাম, 'আমি (তাঁকে) অস্বীকার করব না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাকে মরণ দিয়েছেন এবং তারপর তুমি পুনরুত্থিত হয়েছ।' সে বলল, 'আমাকে অবকাশ দাও, যে পর্যন্ত না আমি মরি ও পুনরুত্থিত হই, অতঃপর ধন ও সন্তান দেওয়া হয়, তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করব!' তখন অবতীর্ণ হল,

{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا}.

([43]) উত্তম হল এই বলা যে, এটা হাকেমের ধারণা-বিভ্রান্তি, যার ব্যাপারে যাহাবী নীরব থেকেছেন এবং তিনি তাতে একমত বা স্বীকৃতি জানিয়েছেন---বলা ঠিক নয়। যেহেতু যাহাবী এ ব্যাপারে আবদ্ধ নন যে, তিনি প্রত্যেক সেই ভুলের উপর সতর্ক করবেন, যা হাকেম করেছেন। যেমন এ কথা তালখীসুয যাহাবীর ভূমিকা থেকে জানা যায়। আল-হামদু লিল্লাহ আমার প্রাপ্ত হাকেমের এমন বহু ধারণা-বিভ্রান্তি আমি একত্রিত করেছি, যার ব্যাপারে যাহাবী নীরবতা অবলম্বন করেছেন, যা দেড় হাজারেরও বেশি হবে। পরিপূর্ণ হলে ইন শাআল্লাহ প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তা সহজ করে দিন।

তিনি হাদীসটিকে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি হল, ৫/৩৫৯, ১০/৪৪-৪৬, উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ১৭/১৩৮, তিরমিযী ৪/১৪৬ এবং তিনি বলেছেন 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।' আহমাদ ৫/১১১, ত্বায়ালিসী ২/২১, ইবনে সা'দ ৩/১/১১৬, ইবনে জারীর ১৬/১২১, ত্বাবারানী কাবীর ৪/৭৭।

সূরা আম্বিয়া

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} الآيتان ١٠١ و١٠٢.

"নিশ্চয় যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা (জাহান্নাম) হতে দূরে রাখা হবে। তারা ওর (জাহান্নামের) ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না এবং সেথায় তাদের মন যা চায় তারা চিরকাল তা ভোগ করবে।" (আম্বিয়া ঃ ১০১-১০২)

ইমাম ত্বাহাবী (মুশকিলুল আষার ১/৪৩১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদ বিন রিজাল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন আলী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আদম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাক্র বিন আইয়াশ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আস্বেম, তিনি আবূ রাযীন হতে, তিনি আবূ য়্যাহয়্যা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, তারা কি বুঝতে পেরেছে, তাই তারা জিজ্ঞাসা করে না?' সুতরাং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আয়াতটি?' তিনি বললেন, যখন অবতীর্ণ হল,

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ}

"তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর, সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।" (আম্বিয়া ঃ ৯৮)

তখন মক্কাবাসীদের নিকট তা বড় কষ্টদায়ক মনে হল এবং তারা বলল, 'মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্যদেরকে গালি দিয়েছে।' অতঃপর তাদের নিকট ইবনে যিবা'রী এসে বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের?' তারা বলল, 'মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্যদেরকে গালি দিয়েছে।' সে বলল, 'কী বলেছে সে?' তারা বলল, 'সে বলেছে,

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ}

সে বলল, 'তাকে আমার কাছে ডেকে আনো।' সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ-কে ডেকে পাঠালে (তিনি এলেন)। সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! এটা কি আমাদের উপাস্যদের জন্য বিশেষ ক'রে, নাকি আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক পূজ্য উপাস্যের জন্য?' তিনি বললেন, "বরং আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক পূজ্য উপাস্যের জন্য?" সে বলল, 'ওকে তর্কে হারিয়ে দিলাম এই ঘরের রবের কসম! হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ধারণা কর না যে, ঈসা নেক বান্দা, উযাইর নেক বান্দা এবং ফিরিশ্তাগণ নেক বান্দা?' তিনি বললেন, "অবশ্যই।" সে বলল, 'তাহলে এই খ্রিস্টানরা ঈসার পূজা করে, এই ইয়াহুদীরা উযাইরের পূজা করে, আর এই বানূ মুলাইহ ফিরিশ্তার পূজা করে, (তাহলে তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন)?' এ কথা শুনে মক্কাবাসীরা হৈচৈ শুরু করে দিল। তখন অবতীর্ণ হল,

{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}

তিনি বলেন, আর অবতীর্ণ হল,

{وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ}

"যখন মারয়্যাম-তনয় (ঈসা)র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ ক'রে দেয়।" (যুখরুফ ঃ ৫৭)

সনদের কতিপয় রাবী ঃ

আবূ য়্যাহয়্যা ঃ তিনি হলেন মিসদা'। আম্মার দুহনী বলেছেন, 'মিসদা' ইবনে আব্বাসের ব্যাপারে সুবিজ্ঞ।' ইবনে হিব্বান যুআ'ফাতে বলেছেন, 'তিনি বর্ণনায় প্রামাণিক রাবীদের বিরোধিতা করতেন এবং একাই উদ্ভট হাদীস বর্ণনা করতেন।' (তাহযীবুত তাহযীব)

তিনি মুসলিমের একজন রাবী। তাই বাহ্যতঃ যা মনে হয়, তাঁর হাদীস হাসান স্তরের নিচে নামে। অবশ্য সাক্ষ্য

ও সহযোগী বর্ণনায় তিনি চলমান।
আবূ রাযীন ঃ তিনি হলেন মাসঊদ বিন মালেক। আবূ যুরআহ তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব)
উবাইদ বিন রিজাল ঃ মুহাম্মাদ বিন আইয়ুব মুযাহিরী শারহু মাআনিই আষারের ব্যক্তি-পরিচিতিসমূহে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু স্পষ্ট করেননি। তবে ইকমাল (৪/৩৩)এ রয়েছে, উবাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন মূসা বায্যার মুআয্যিন, উবাইদ বিন রিজাল নামে পরিচিত। তিনি য়্যাহয়্যা বিন বুকাইর ও আহমাদ বিন সালেহ প্রভৃতির নিকট থেকে বর্ণনা করেন এবং তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ তালেব হাফেয ও মিসরী প্রভৃতি।
টীকাকার সংযোজন ক'রে বলেছেন, ইবনে ইউনুস বলেছেন, 'উবাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন মূসা বায্যার মুআয্যিন, তাঁর উপনাম হল আবুল কাসেম। উবাইদ বিন রিজাল নামে পরিচিত।' এরপর তিনি আরো অনেক কথা উল্লেখ করেছেন।
তাবস্বিরাতুল মুন্তাবিহ গ্রন্থে আছে, 'উবাইদ বিন রিজাল ত্বাবারানীর শায়খ, তিনি য়্যাহয়্যা বিন বুকাইরের নিকট হাদীস শুনেছেন।' আমি বলি, তাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মূসা বায্যার মুআয্যিন। আর উবাইদ তাঁর উপাধি।
সুতরাং বাহ্যতঃ যা মনে হয়, তাঁর অবস্থা গুপ্ত, যেহেতু তাঁকে কেউ 'নির্ভরযোগ্য' বলেননি। তাঁর নিকট থেকে জামাআত হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীস তিনি ছাড়া অন্য সূত্রে এসেছে। যেমন সূরা যুখরুফে আসবে ইন শাআল্লাহ।
যেমন ত্বাবারানীর কাবীর ১২/১৫৩তে রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআয বিন মুষান্না, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন মাদীনী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন আদম, তিনি আবূ বাক্‌র বিন আইয়াশ হতে, তিনি আস্বেম বিন বাহদালাহ হতে, তিনি আবূ রাযীন হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে। অতঃপর তিনি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত সনদ থেকে আবূ য়্যাহয়্যাকে পাতিত করেছেন। সুতরাং সেটা পূর্বোক্ত হাদীসের একটি ত্রুটি হিসাবে গণ্য হয়। তবে সেটা ক্ষতিকর নয়। যেহেতু আবূ য়্যাহয়্যাকে সংযোজনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি।
হাদীসের দ্বিতীয় সূত্র ঃ ইমাম ত্বাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) (১/৪৩২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন দাউদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আরআরাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন আবী হাকীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাকাম বিন আবান, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সনদের কতিপয় রাবী ঃ

আহমাদ বিন দাউদ বিন মূসা ঃ তাঁকে ইবনে ইউনুস ও ইবনুল জাওযী 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন; যেমন তারাজিমুল আহবার গ্রন্থে রয়েছে। বাকী রাবী তাহযীবের, তাঁদের মান হাসান হাদীসের রাবীর। সুতরাং হাদীসটি প্রথম সূত্রে সহীহ লিগাইরিহ। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
ইবনে আব্বাস ﷺ পর্যন্ত তৃতীয় সূত্র ঃ
ইমাম ত্বাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) (১/৪৩১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উমাইয়াহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন স্বাল্‌ত, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুদাইনাহ,[৪৪] তিনি আত্বা' বি সায়েব হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।
হাদীসটিকে খাত্বীব 'আল-ফিক্বহু অল-মুতাফাক্বিহ' গ্রন্থে (৭০পৃঃ) উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর শায়খ আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ বিন মূসা স্বাইরাফী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আস্বাস্ম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উমাইয়াহ ত্বুরসূসী, অতঃপর তিনি হাদীস উল্লেখ করেছেন।
সনদের কতিপয় রাবী, যাদের ব্যাপারে কিছ বলা প্রয়োজন ঃ

([44]) মূল কপিতে 'আবূ কুরাইব' আছে। সঠিক যেটা আমরা উল্লেখ করেছি। এমনটাই আছে তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে।

আবূ উমাইয়াহ ঃ তিনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তুরসূসী হাফেয। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি মিসরে গিয়ে কিতাব ছাড়া নিজ স্মৃতি থেকে তাঁদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ভুল করেছেন। তাই যে হাদীস তিনি কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, তা ছাড়া অন্য খবরকে দলীল মনে করা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। (তাহযীবুত তাহযীব)

আত্বা বিন সায়েব ঃ (শেষ জীবনে) স্মৃতিভ্রষ্ট রাবী। আর আবূ কুদাইনাহ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন, যাঁরা তাঁর নিকট থেকে তাঁর স্মৃতিভ্রষ্টতার পূর্বে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তবে তাঁর সহযোগী রাবী রয়েছেন, যেমন আপনি লক্ষ্য করছেন। অতএব তিনি ও মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা না করলে সাক্ষ্য ও সহযোগী বর্ণনায় সচল।

ইবনে আব্বাস ﷺ পর্যন্ত চতুর্থ সূত্র ঃ

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম (রাহিমাহুল্লাহ) (২/৩৮৪তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস কাসেম বিন কাসেম সাইয়ারী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন হাতেম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন হাসান বিন শাক্বীক্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ, তিনি য়্যাযীদ নাহবী হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।

মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন হাতেম হলেন ক্বাশানী। লিসানুল মীযানে বলা হয়েছে, তাঁর নিকট থেকে বর্ণনাকারী কাসেম সাইয়ারী বলেছেন, 'আমি তাঁর শুদ্ধতার ব্যাপারে সম্পর্কহীন।' ইবনে আবী সা'দান বলেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন আলী হাফেয তাঁর ব্যাপারে খারাপ রায় প্রকাশ করতেন।'

সূরা হাজ্জ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} الآية ١٩.

"এরা দু'টি বিবদমান দল; তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। সুতরাং যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি।" (হাজ্জ ঃ ১৯)

বুখারী (৮/২৯৮এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ক্বাবীস্বাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন আবী হাশেম, তিনি আবূ মিজলায হতে, তিনি ক্বাইস বিন উবাদ হতে, তিনি আবূ যার্র ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}

আয়াতটি কুরাইশের ছয় জনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, আলী, হামযাহ, উবাইদ বিন হারেষ, শাইবাহ বিন রাবীআহ, উতবাহ বিন রাবীআহ ও অলীদ বিন উতবাহ।

হাদীসটিকে তফসীর অধ্যায় (১/৫৯)এও উল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৮/১৬৬), ইবনে মাজাহ (২৮৩৫নং), ত্বায়ালিসী (২/২১), ইবনে সা'দ (২/১/৫৯), ইবনে জারীর (১৭/১৩১), ত্বাবারানী (কাবীর ৩/১৬৪)

বুখারী (৮/২৯৯) ও হাকেম (২/৩৮৬তে) ক্বাইস বিন উবাদ কর্তৃক আলীর হাদীসরূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। আর হাকেম বলেছেন, 'আলী হতে এই বর্ণনাগুলির সাথে হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, যেমন আবূ যার্র গিফারী হতেও সহীহ প্রমাণিত হয়েছে; যদিও বুখারী-মুসলিম তা উদ্ধৃত করেননি।'

তিনি এমনটাই বলেছেন, অথচ আপনি দেখছেন, আলীর হাদীস বুখারী উদ্ধৃত করেছেন।

সতর্কতা ঃ

আবূ যার্রের হাদীসটি সেই হাদীসগুলির একটি, যেগুলির ব্যাপারে হাফেয আবুল হাসান আলী বিন উমার দারাক্বুত্বনী (রাহিমাহুল্লাহ) সমালোচনা করেছেন। যেহেতু আবূ মিজলায একবার আবূ যার্র হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যবার নিজের উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত।

ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) (১৮/১৬৬তে) বলেছেন, এই হাদীসটি সেই হাদীসগুলির একটি, যেগুলির ব্যাপারে দারাক্বুত্বনী সংশোধনী সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বুখারী আবূ মিজলায হতে, তিনি ক্বাইস বিন উবাদ হতে, তিনি আলী ﷺ হতে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি প্রথম সেই ব্যক্তি যে হাঁটু গেড়ে কিয়ামতে রহমানের সামনে বিতর্কের জন্য বসবে।' ক্বাইস বলেছেন, 'তাঁদের ব্যাপারেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' আর এ ব্যাপারে ক্বাইস থেকে অতিক্রম করেননি। অতঃপর বুখারী বলেছেন, উষমান বলেছেন, জারীর হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি আবূ হাশেম হতে তাঁর উক্তিরূপে।
দারাক্বুত্বনী বলেন, সুতরাং হাদীসটি বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হল।
নাওয়াবী বলেন, আমি বলি, এর ফলে হাদীসের দুর্বল হওয়া ও বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হওয়া আবশ্যিক নয়। যেহেতু ক্বাইস তা শুনেছেন আবূ যার্র হতে, যেমন মুসলিম এখানে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আলীর নিকট থেকেও তার কিছু শুনেছেন। ক্বাইস আবূ যার্রের নিকট থেকে যা শুনেছেন, তা তাঁর প্রতি সম্বদ্ধ করেছেন। কখনো আবূ মিজলায তা দিয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। আর তিনি বলেননি যে, এটা তাঁর উক্তি ও রায়। তাছাড়া সাহাবা ﷺ ও তাঁদের পরবর্তীগণের আমল এমনটাই ছিল। সুতরাং তাঁদের কেউ প্রয়োজনে হাদীস বর্ণনা না ক'রে হাদীসের অর্থ নিয়ে ফতোয়া দিতেন এবং নবী ﷺ-এর সাথে সম্বদ্ধ করতেন না। অতঃপর অন্য সময়ে হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্য হলে 'মারফূ' বর্ণনা করেছেন এবং তার শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন। আর এতে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। আর আল্লাহই সর্বাধিক বেশি জানেন। (নাওয়াবীর কথা শেষ)
আর যদি আপনি বেশি জানতে চান, তাহলে ফাতহুল বারীর ভূমিকা (১/১৩২, ১০/৫৯-৬০) পড়ুন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} الآية ٣٩.

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তারা অত্যাচারিত। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।" (হাজ্জ ঃ ৩৯)
ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) (১/২১৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক (বিন ইউসুফ আযরাক), তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি মুসলিম বাত্বীন হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন মক্কা হতে বের হলেন, তখন আবূ বাক্‌র বললেন, 'ওরা ওদের নবীকে বহিষ্কার করল! ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন। ওরা অবশ্যই ধ্বংস হবে।' তখন অবতীর্ণ হল,

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}

তিনি বলেন, তখন জানা গেল যে, যুদ্ধ বাধবে।
ইবনে আব্বাস বলেন, 'যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ এটি সর্বপ্রথম আয়াত।'
হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১৫১) এবং তিনি 'হাসান' বলেছেন। নাসাঈ (৬/৩), ইবনে জারীর (৭/১৭২), ত্বাবারানী (মু'জাম ও আওয়ায়েল), ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যাম্‌আন), হাফেয ইবনে কাষীর (৩/২২৫এ) ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৬৬, ২৪৬, ৩৯০, ৩/৭) এবং সকল স্থানেই বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ।' আর যাহাবী তাতে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।
পরবর্তীতে স্পষ্ট হল যে, এটা মুরসাল হাদীস। যেহেতু তিরমিযী (৫/৩২৫ তাহকীক ইবরাহীম আত্বওয়া) বলেছেন, 'হাদীসটিকে আব্দুর রহমান বিন মাহদী প্রভৃতি সুফিয়ান সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।' আর তিনি সুফিয়ান হতে ইবনে আহমাদ যুবাইরী সূত্রে মুরসাল রূপে উল্লেখ করেছেন।
ইবনে জারীর (১৭/১৭২এ) কাইস বিন রাবী, তিনি আ'মাশ হতে 'মাওসূল' বর্ণনা এসেছে। কিন্তু কাইস যয়ীফ রাবী।
অবশ্য হাকেম (৩/৭এ) শু'বাহ সূত্রে সুফিয়ানের সহযোগী রাবী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিক ধারণা-বিভ্রান্তির জন্য হাকেমের একক বর্ণনাসমূহের প্রতি মন নিশ্চিন্ত হয় না।
অতঃপর আমি পেলাম, হাফেয দারাক্বুত্বনী (ইলাল ১/২১৪তে) হাদীসটি উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

‘হাদীসটিকে বর্ণনা করেন সওরী, তিনি আ’মাশ হতে, তিনি মুসলিম বাত্বীন হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে। তাঁর নিকট হতে বর্ণনায় মতভেদ আছে। ইসহাক আযরাক ও অকী’ তাঁর পুত্র সুফিয়ানের বর্ণনা সূত্রে তাঁর নিকট হতে এবং আশজায়ী সওরী হতে। তাঁরা ছাড়া অন্যেরা মুরসাল বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আব্বাসের উল্লেখ করেননি। ফিরয়াবী কাইস বিন রাবী’ হতে, তিনি আ’মাশ হতে মাওসূল বর্ণনা করেছেন। আর বলা হয়, ফিরয়াবী হতে, তিনি সওরী হতে। কিন্তু তা সহীহ নয়। তাঁর নিকট হতে সুরক্ষিত (বর্ণনাসূত্র) হল কাইস হতে।’
এর থেকে মুরসাল হওয়ার সঠিকতাই প্রাধান্য পায়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা মু’মিনূন

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} الآية ٧٦.

“আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হল না এবং সকাতর প্রার্থনাও করল না।” (মু’মিনূন ঃ ৭৬)
ইবনে জারীর (১৮/৪৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে হুমাইদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ তুমাইলাহ য়্যাহয়্যা বিন ওয়াযেহ, তিনি হুসাইন[৪৫] হতে, তিনি য়্যাযীদ হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, আবূ সুফিয়ান নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জ্ঞাতিবন্ধনের কথা খেয়াল রাখতে বলছি। আমরা তো ‘হাইর়্যাক্স’ (খরগোশের মতো প্রাণী) ও রক্ত খেয়েছি।’ তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ত্বাবারীর উস্তায মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ রাযী নয়, তিনি যয়ীফ। তবে হাদীসটি অন্য সূত্রেও এসেছে, যে সূত্রে তিনি নেই। ইবনে কাষীর (৩/২৫১)তে রয়েছে, ইবনে আবী হাতেম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদ ২/২৬৬তে) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীসে তাঁদের বর্ণনাসূত্রে আলী বিন হুসাইন বিন ওয়াক্বিদ রয়েছেন, তাঁকে ‘যয়ীফ’ বলা হয়েছে। এটিকে বর্ণনা করেছেন হাকেম (২/৩৯৪) এবং ওয়াহেদী (আসবাবুন নুযূলে)। কিন্তু তাতে উভয়ের সূত্রে মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন হাতেম রয়েছেন। আর তাঁর শিষ্য তাঁর ব্যাপারে ক্বাসেম সাইয়ারী বলেছেন, ‘আমি তাঁর শুদ্ধতার ব্যাপারে সম্পর্কহীন।’ ইবনে আবী সা’দান বলেছেন, ‘মুহাম্মাদ বিন আলী হাফেয তাঁর ব্যাপারে খারাপ রায় প্রকাশ করতেন।’ যেমন এ কথা লিসানুল মীযানে রয়েছে। পক্ষান্তরে হাকেম হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে সম্মত। আর এটি সকল সূত্র একত্রিত অবস্থায় হুসাইন বিন ওয়াক্বিদ পর্যন্ত ‘সহীহ লিগাইরিহ’। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা নূর

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية ٣.

“ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিবাহ করবে। বিশ্বাসীদের জন্য তা অবৈধ।” (নূর ঃ ৩)
তিরমিযী (৪/১৫২তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দ বিন হুমাইদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন রাওহ বিন উবাদাহ, তিনি উবাইদুল্লাহ বিন আখনাস হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন আমর বিন শুআইব, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি ছিল, যাকে মারষাদ বিন আবী মারষাদ বলা হতো। সে মক্কা থেকে বন্দী বহন ক’রে মদীনায় নিয়ে আসত। মক্কায় একজন বেশ্যা ছিল, যাকে ‘আনাক’ বলা হতো। সে ছিল তার বান্ধবী। একদা সে মক্কার এক বন্দীকে বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মারষাদ বলে, ‘সুতরাং আমি এলাম এবং পরিশেষে চাঁদনী রাতে

([45]) মূল কপিতে ‘হাসান’ আছে। সেটা ছাপার ভুল।

মক্কার এক দেওয়ালের ছায়াতে পৌঁছলাম। এমন সময় আনাক এল। সে দেওয়ালের পাশে আমার ছায়ার কালো (চিহ্ন) দেখতে পেল এবং আমার নিকট আসতেই আমাকে চিনে ফেলল। সে বলল, 'মারষাদ?' আমি বললাম, 'মারষাদ।' সে বলল, 'সুস্বাগতম, খোশ-আমদেদ। এসো আমাদের কাছে আজকের রাত কাটাও।' আমি বললাম, 'হে আনাক! আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করেছেন।' সে বলল, 'ওহে শিবিরবাসীরা! এই লোকটা তোমাদের বন্দী বহন করে।' সাথে সাথে আট জন আমার পিছনে ধাওয়া করল। আমি খান্দামাহ (পাহাড়ের) পথ ধরলাম। অতঃপর একটি গুহায় গিয়ে প্রবেশ করলাম। ওরা এসে আমার মাথার উপর খাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ তাদের দৃষ্টি আমার উপর থেকে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তারা ফিরে গেল। আর আমি আমার সাথীর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে বহন করলাম। সে ছিল একজন ভারী লোক। পরিশেষে ইযখির (ঘাসবিশিষ্ট জায়গার কাছে) পৌঁছে তাকে বন্ধনমুক্ত করলাম। সুতরাং আমি তাকে বহন করতে লাগলাম। আর সে আমাকে ক্লান্ত করতে লাগল। পরিশেষে মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আনাককে বিয়ে করব।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। পরিশেষে অবতীর্ণ হল,

{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে মারষাদ!

{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}

সুতরাং তুমি ওকে বিয়ে করো না।"

এটা হাসান-গারীব হাদীস। এই সূত্র ছাড়া পরিচিত নয়।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (২/১৭৬), নাসাঈ (৬/৫৪), ইবনে জারীর (১৮/৭১) এবং তাঁর সনদে একজন অস্পষ্ট রাবী আছে। হাকেম (২/১৬৬) সংক্ষেপে এবং তিনি বলেছেন, 'সনদ সহীহ।' আর যাহাবী তাতে একমত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}

الآيات ٦ و٧ و٨ و٩.

"যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক'রে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (নূর ঃ ৬)

এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে। (নূর ঃ ৭)

তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে; যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ ক'রে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। (নূর ঃ ৮)

এবং পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে।" (নূর ঃ ৯)

বুখারী (১০/৬৪তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ফিরয়াবী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আওযায়ী, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহরী, তিনি সাহল বিন সা'দ হতে, তিনি বলেছেন, একদা উওয়াইমির আস্বেম বিন আ'দীর কাছে এলেন। আর তিনি আজলান গোত্রের সর্দার ছিলেন। উওয়াইমির তাঁকে বললেন, 'সে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনারা কী বলবেন, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য একজন পুরুষকে পায় এবং সে তাকে হত্যা করে। আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? অথবা সে কী করবে? আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন।' সুতরাং আস্বেম নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল!----' কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্নকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করলেন। সুতরাং (আস্বেম ফিরে এলে) উওয়াইমির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রশ্নকে অপছন্দ করেছেন ও দোষাবহ মনে করেছেন।' উওয়াইমির বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না।' সুতরাং উওয়াইমির এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর একজন

পুরুষকে (ব্যভিচারে) লিপ্ত পেয়েছে। সে কি তাকে হত্যা করবে? অতঃপর আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? অথবা সে কী করবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উভয়কে 'লিআন' করতে আদেশ দিলেন; যেভাবে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নামকরণ করেছেন। সুতরাং উওয়াইমির স্ত্রীর সাথে লিআন করলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি ওকে (স্ত্রীরূপে) আটকে রাখি, তাহলে আমি যালেম হব।' সুতরাং তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। আর তাঁদের পরে এটা লিআনকারীদের জন্য সুন্নতে পরিণত হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা লক্ষ্য কর, মহিলাটি যদি কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা গোছা-ওয়ালা বাচ্চা জন্ম দেয়, তাহলে আমি উওয়াইমিরকে তার বিরুদ্ধে সত্য কথাই বলেছে বলেই মনে করব। অন্যথা সে যদি গিরগিটির মতো লালচে বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে আমি উওয়াইমিরকে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথাই বলেছে বলেই মনে করব। সুতরাং মহিলাটি এমন একটি বাচ্চা প্রসব করল, যার গুণাবলী রাসূলুল্লাহ ﷺ উওয়াইমিরের সত্যবাদী হওয়ার জন্য বর্ণনা করেছিলেন। তাই পরবর্তীতে বাচ্চাটিকে তার মায়ের প্রতি সম্পৃক্ত করা হতো।

হাদীসটিকে বুখারী পুনরায় উদ্ধৃত করেছেন তালাক অধ্যায় (১১/২৮২, ৩৬৯, ৩৭৬, ১৭/৪০)এ। মুসলিম (১০/১২০, ১২৩), আবূ দাউদ (২/২৪১), নাসাঈ (৬/১৪০), ইবনে মাজাহ (২২০৬নং), আহমাদ (৫/৩৩৪, ৩৩৭), মালেক (২/৮৯), দারেমী (২/১৫০), দারাকুত্বনী (৩/২৭৪), ইবনে জারীর (১৮/৮৫)।

পক্ষান্তরে উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১০/৬৫), তিরমিযী (৪/১৫৪) এবং তিনি 'হাসান' বলেছেন, আবূ দাউদ (৪/৩৪৩-৩৪৪), ইবনে মাজাহ (১০৬৭নং), আহমাদ (১/২৩৮, ২৭৩), ত্বায়ালিসী (২/৩১৯), দারাকুত্বনী (৩/২৭৭), ইবনে জারীর (১৮/৮৩), হাকেম (২/২০২) এবং তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর যাহাবী তাতে একমত। এঁরা সকলে সাহলের হাদীসের অনুরূপ ইবনে আব্বাসের হাদীসরূপে উদ্ধৃত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, অভিযোগকারী হিলাল বিন উমাইয়াহ।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১০/১২৪), তিরমিযী (২/২২৪, ৪/১৫৪) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন, নাসাঈ (৬/১৪৪), আহমাদ (২/১৯, ৪২), দারেমী (২/১৫০), ইবনুল জারূদ (২৫২পৃঃ), ইবনে জারীর (১৮/৮৪), ইবনে উমারের হাদীসরূপে অনুরূপ। তবে তাতে বিধান প্রসঙ্গে প্রশ্নকারী ও লিআনকারী অস্পষ্ট। অবশ্য মুসলিম ও নাসাঈর একটি হাদীসে তা স্পষ্ট করা হয়েছে, তিনি হলেন আজলানী।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১০/১২৭), আবূ দাউদ (২/২৪২), ইবনে মাজাহ (২০৬৮নং), আহমাদ (১/৪৪৮), ইবনে জারীর (১৮/৮৪), ইবনে মাসউদ হতে অনরূপ। মুসলিম ও কতিপয় মুহাদ্দিসীনদের নিকট অভিযোগকারী হলেন আনসারদের এক ব্যক্তি।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১০/১২৮), নাসাঈ (৬/১৪১) আনাসের হাদীসরূপে অনুরূপ। তবে তাতে রয়েছে, হিলাল বিন উমাইয়াহ তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন।

বাযযার উদ্ধৃত করেছেন হুযাইফা ؓ হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্রকে বললেন, "তুমি যদি উম্মে রূমানের সাথে অন্য পুরুষকে দেখ, তাহলে তার সাথে কী আচরণ করবে?" তিনি বললেন, 'তার সাথে আমি খুবই খারাপ আচরণ করব?' নবী ﷺ বললেন, "আর হে উমার! তুমি?" তিনি বললেন, 'আমি তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আমি বলি, আল্লাহ অক্ষমকে অভিশপ্ত করুন। কারণ সে ঘৃণ্য।' তখন অবতীর্ণ হল,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}.

হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/৭৪)এ বলেছেন, 'এর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য।'

আমি বলি, হুযাইফা হাদীস ও পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য কোন কষ্ট সাধনের প্রয়োজন নেই। যেহেতু তা যায়দ বিন য়্যুষাই'য়ের বর্ণনা; যেমন রয়েছে তফসীর ইবনে কাষীরে। আর তাঁর নিকট থেকে আবূ ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। পরন্তু ইবনে হিব্বান ও ইজলী ছাড়া কেউ তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেননি; যেমন রয়েছে তাহযীবুত তাহযীবে। আর তাঁরা উভয়ে রাবীর প্রশংসায় শৈথিল্যগ্রস্ত।

পরন্তু হাদীসটির 'মাওসূল' ও 'মুরসাল' হওয়ার ব্যাপারেও মতভেদ আছে। আর যিনি মুরসাল বর্ণনা করেছেন, তিনি মাওসূল বর্ণনাকারী অপেক্ষা বেশি সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ।[৪৬] আর তিনি হলেন ইউনুস বিন আবী

([46]) আবূ হাতেম মুরসাল হওয়াকেই সঠিক বলেছেন; যেমন তাঁর পুত্রের 'আল-ইলাল' গ্রন্থে (১/৪৪৫এ) রয়েছে।

ইসহাক। তাছাড়া আবূ ইসহাক ‘মুদাল্লিস’; যেমন তাহযীবুত তাহযীবে রয়েছে। আর তিনি হাদীস বর্ণনার কথা স্পষ্ট করেননি।
বাকী থাকল পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন করার কথা। আমার কাছে সঠিকতার বেশি নিকটবর্তী হল, হিলাল বিন উমাইয়াহ প্রশ্ন করলেন। এমন সময় আজলানীও এসে গেলেন। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হল। আর আল্লাহই সর্বাধিক বেশি জানেন।
যদি আপনি আরো বেশি জানতে চান, তাহলে ফাতহুল বারী (১০/৬৫-৬৬) পড়ুন। সেখানে আহলে ইল্‌মদের অনেক উক্তিই উল্লিতি হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,
{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} من الآية ١١ إلى الآية ٢٢.
“যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ কৃত পাপকর্মের প্রতিফল আছে। আর ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি। (নূর ঃ ১১)
এ কথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সুধারণা করেনি এবং বলেনি, ‘এ তো নির্জলা অপবাদ?’(নূর ঃ ১২)
তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকটে মিথ্যাবাদী। (নূর ঃ ১৩)
ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে, তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। (নূর ঃ ১৪)
যখন তোমরা মুখে মুখে এ (কথা) প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয় । (নূর ঃ ১৫)
যখন তোমরা এ শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না যে, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্‌ই পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ।’ (নূর ঃ ১৬)
আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তাহলে কখনও এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (নূর ঃ ১৭)
আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বাক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (নূর ঃ ১৮)
যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (নূর ঃ ১৯)
তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে (তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না)। (নূর ঃ ২০)
হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র ক’রে থাকেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (নূর ঃ ২১)
তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক’রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।” (নূর ঃ ২২)
বুখারী (৬/ ১৯৮এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুর রাবী’ সুলাইমান বিন দাউদ, আর আমাকে তার কিছু বুঝিয়েছেন আহমাদ, তিনি (তাঁরা) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ফুলাইহ, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি উরওয়াহ বিন যুবাইর, সাঈদ বিন মুসাইয়িব, আলক্বামাহ বিন অক্কাস লাইষী

ও উবাইদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ হতে, তাঁরা নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা হতে, মিথ্যা অপবাদকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে অপবাদ রটনা করল এবং মহান আল্লাহ তা হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন (তখনকার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন)।
যুহরী বলেন, ওদের প্রত্যেকেই তাঁর হাদীসের কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের কিছু লোক কিছু অপেক্ষা বেশী স্মৃতিধর এবং কাহিনী বর্ণনায় বেশি সুদক্ষ। আর আমি তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে সেই হাদীস স্মৃতিস্থ করেছি, যা তাঁরা আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁদের কিছুর হাদীস অপর কিছুর হাদীসের সত্যায়ন করে।
তাঁরা মনে করেন, আয়েশা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হবার ইচ্ছা করলে স্বীয় স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করার মাধ্যমে সফর সঙ্গিনী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম বেরিয়ে আসত, তাঁকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাবার সময় তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলেন, তাতে আমার নাম বেরিয়ে এল। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটা পর্দা (সংক্রান্ত আয়াত) অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদা (উটের পিঠে ঘেরাটোপ)এর ভিতরে উঠানো হত, আবার হাওদায় থাকা অবস্থায় নামানো হত। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ যুদ্ধ শেষ ক'রে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, তখন এক রাতে (এক জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার পর) তিনি কুচ করার জন্য ঘোষণা দিলেন। উক্ত ঘোষণা দেওয়ার সময় আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম ক'রে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আযফার দেশীয় দাগ আঁকা পাথরের তৈরী আমার একটা মালা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং সন্ধান কার্য আমাকে আটকে রাখল। ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিত, তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম, তার পিঠে রেখে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হাল্কা-পাতলা হত, মোটা-সোটা হত না। কেননা, খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেত। তাই হাওদা উঠাতে গিয়ে তার ভার তাদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। তদুপরি সে সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম এবং তখন তারা উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল। এদিকে সেনাদল কুচ ক'রে যাওয়ার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকাই স্থির করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দুচোখে ঘুম এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান বিন মুআত্ত্বাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনা দলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত) ছিলেন। সকালের দিকে তিনি আমার অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। একজন ঘুমন্ত মানুষের দেহ দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। যে সময় তিনি উট বসাচ্ছিলেন সে সময় তাঁর 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' শব্দে আমি জেগে গেলাম। তিনি উটের সামনের পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সওয়ারী হাঁকিয়ে চলতে লাগলেন। পরিশেষে সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন আমরা তাদের নিকট পৌঁছে গেলাম। সে সময় যার ধ্বংস হবার ছিল, সে ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে হল আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল। অতঃপর আমরা মদীনায় উপস্থিত হলাম এবং আমি এসেই সেখানে একমাস অসুস্থতায় ভুগলাম। এদিকে কতিপয় ব্যক্তি অপবাদ রটনাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। আমার অসুস্থতার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্দিহান ক'রে তুলল যে, নবী ﷺ-এর পক্ষ হতে সেই স্নেহ আমি অনুভব করছিলাম না, যা আমার অসুস্থতার সময় আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ ক'রে সালাম দিয়ে বলতেন, "কেমন আছ?" আমি সে বিষয়ের কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (এক রাতে) আমি ও উম্মে মিসত্বাহ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে আমাদের পায়খানা করার জায়গার দিকে বের হলাম। আমরা রাতের পর আবার রাতেই শুধু বের হতাম। এ আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানোনোর আগের নিয়ম। জঙ্গলে কিবা দূরবর্তী স্থানে প্রয়োজন সারার ব্যাপারে আমাদের অবস্থাটা প্রথম যুগের আরবদের মতই ছিল। যাই হোক আমি এবং উম্মে মিসত্বাহ বিনতে আবু রুহম হেঁটে চলছিলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল এবং বলল, 'মিসত্বাহ ধ্বংস হোক।' আমি বললাম, 'তুমি খুব খারাপ কথা বললে। বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে তুমি গালি দিচ্ছ!' সে বলল, 'হে

সরলমনা! যে সব কথা তারা বলেছে, তা কি তুমি শোনোনি?' অতঃপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করল। তখন আমার রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। আমি ঘরে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ?" আমি বললাম, 'আমাকে আমার পিতা-মাতার নিকট যাবার অনুমতি দিন।'
তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি তখন তাঁদের (পিতা-মাতার) তরফ থেকে এ খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা-মাতার নিকট গেলাম। অতঃপর আমি মাকে বললাম, 'লোকেরা কী সব বলাবলি করে?' তিনি বললেন, 'বেটি! ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! এমন সুন্দরী নারী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালবাসে, আর তার একাধিক সতীনও আছে, অথচ ওরা তার নিন্দা গায় না।' আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! তাহলে লোকেরা সত্যি এসব কথা বলাবলি করছে?'
তিনি (আয়েশা) বলেন, ভোর পর্যন্ত সে রাত আমার এমনভাবে কেটে গেল যে, চোখের পানি বন্ধ হল না এবং ঘুমের একটু পরশও পেলাম না। এভাবেই ভোর হল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগের ব্যাপারে আলী বিন আবু তালেব ও উসামাহ বিন যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। যাই হোক উসামাহ পরিবারের প্রতি তাঁর (নবী ﷺ)এর মনের ভালোবাসার কথা লক্ষ্য ক'রে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরিবার। আল্লাহর কসম (তাঁর সম্পর্কে) ভালো ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না।' আর আলী বিন তালিব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিছুতেই আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করেননি, সে ব্যতীত আরো অনেক নারী আছে। আপনি না হয় বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন (বাঁদী) বারীরাহকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বারীরাহ! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ?' বারীরাহ বলল, 'আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম ক'রে বলছি, না, তাঁর মধ্যে দূষণীয় তেমন কিছু কখনো দেখিনি। এই একটি অবস্থায় দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী। আর তাই তিনি আটা খামির করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে।'
অতঃপর সেই দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে 'আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূলের ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে যে ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গে ব্যতীত আমার ঘরে কখনও প্রবেশ করত না।' তখন সা'দ বিন মুআয দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করব। যদি সে আওস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে। তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি সে আমাদের খাযরাজ গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দেবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।' এ কথা শুনে সা'দ বিন উবাদাহ দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন খাযরাজের সর্দার। ইতিপূর্বে তিনি নেক লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্রপ্রীতি তাঁকে পেয়ে বসল। সুতরাং তিনি বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই।' উসাইদ বিন হুযাইর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করেই ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করছ।' অতঃপর আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে থাকা অবস্থায় তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চুপ করালেন। সবাই শান্ত হল। আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন।
আয়েশা বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকাল না এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। দুটি রাত ও একটি দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। এমনকি আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ ক'রে দেবে।
আয়েশা বলেন, একদা তাঁরা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও বসে আমার সাথে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ ক'রে বসলেন। অথচ

যেদিন হতে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে, সেদিন হতে তিনি আমার নিকট বসেননি। এর মধ্যে এক মাস কেটে গিয়েছিল, অথচ আমার সম্পর্কে তাঁর নিকট কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি।

আয়েশা বলেন, অতঃপর হাম্‌দ ও সানা পাঠ ক'রে তিনি বললেন, "হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার নিকট পৌঁছেছে। এখন তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার ও তাওবাহ কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার ক'রে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবূল করেন।"

তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার পক্ষ হতে জবাব দিন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী বলব?' অতঃপর আমার মাকে বললাম, 'আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কথার জবাব দিন।' তিনিও বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি বুঝি উঠতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী বলব?' আমি তখন অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও খুব বেশি পড়িনি। তবুও আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই জানি যে, লোকেরা যা রটাচ্ছে, তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস ক'রে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ---আর আল্লাহ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ---তবুও আপনারা আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের নিকট কোন বিষয় আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ, তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার কথা বিশ্বাস ক'রে নেবেন। আল্লাহর কসম! ইউসুফ ﷺ-এর পিতা ব্যতীত আমি আপনাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন,

{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}

"পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।" অতঃপর আমি আমার বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন ক'রে নিলাম। আর এটা আমি আশা করেছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! এ আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোন অহী অবতীর্ণ হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোন কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে যোগ্য মনে করিনি। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহর রসূল ﷺ এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময়) তিনি যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন, সে অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এমনকি সে মুহূর্তে শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মুক্তার মতো ঘাম ঝরে পড়ত।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অহীর সে অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি হাসছিলেন। আর প্রথম যে কথাটি তিনি উচ্চারণ করলেন, তা ছিল যে, আমাকে বললেন, "হে আয়েশা! আল্লাহর প্রশংসা কর। কেননা, আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।" আমার মাতা তখন আমাকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহর নিকট উঠে যাও। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।)' আমি বললাম, 'না, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর নিকট উঠে যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসাও করব না।' তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ} الآيات

সুতরাং যখন আমার সাফাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হল, তখন আবু বাকর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসত্বাহ বিন উষাষার জন্য আমি যা খরচ করতাম, আয়েশা সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর তার জন্য আমি কখনোও কিছু খরচ করব না।' তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢٢) سورة النـــور

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা

করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" (নূর ঃ ২২)

তখন আবু বাকর ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।' অতঃপর তিনি মিসত্বাহকে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতে জাহশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ক'রে বলেছিলেন, "হে যায়নাব! তুমি কী জেনেছ? তুমি কী দেখেছ?" তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কান ও চোখের হিফাযত করতে চাই। আল্লাহর কসম! তার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না।'

আয়েশা বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ তাঁর হিফাযত করেছেন।

(আবুর রাবী') বলেন, আর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ফুলাইহ, তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ হতে, তিনি আয়েশা ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর হতে অনুরূপ।

তিনি বলেছেন, আর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ফুলাইহ, তিনি রাবীআহ বিন আবু আব্দুর রহমান বিন সাঈদ হতে, তিনি কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর হতে অনুরূপ।

হাদীসটিকে তিনি একাধিক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে ৮/৪৩৬, ১০/৬৮, ১০৬, ১৪/৩৭৩ সংক্ষেপে, ১৭/৩২ সংক্ষেপে। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ১৭/১০২, তিরমিযী ৪/১৫৫, আব্দুর রায্যাক (মুস্বান্নাফ) ৫/৪১০, আহমাদ ৬/৫৯, ১০৩ সংক্ষেপে, ইবনে জারীর (তফসীর) ১৮/৯০, (তারীখ) ৩/৬৭, ইবনে ইসহাক (সীরাতে ইবনে হিশাম) ২/২৯৭।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} الآية ٣٣.

"আর তোমাদের দাসিগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে, পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না। পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নূর ঃ ৩৩)

মুসলিম (১৮/১৬২তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাকর বিন আবী শাইবাহ ও আবূ কুরাইব, উভয়ে আবূ মুআবিয়া হতে, শব্দাবলী আবূ কুরাইবের, তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আ'মাশ, তিনি আবূ সুফিয়ান হতে, তিনি জাবের হতে, তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল তার এক ক্রীতদাসীকে বলত, 'যাও, আমাদের জন্য কিছু অনুসন্ধান কর।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

হাদীসটিকে মুসলিমই উদ্ধৃত করেছেন অন্য সূত্রে, যা আবূ সুফিয়ান হতে আ'মাশে গিয়ে মিলিত হয়। আর তাতে আছে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূলের একটি ক্রীতদাসী, যাকে মুসাইকাহ বলা হতো এবং অন্য একটিকে উমাইমাহ বলা হতো, সে তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করত। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ জানালে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাঊদ (২/২৬৪), আর তাতে রয়েছে, আনসারদের কোন লোকের ক্রীতদাসী, যাকে মুসাইকাহ বলা হতো।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (১৮/১৩২-১৩৩), বায্যার; যেমন রয়েছে তফসীর ইবনে কাষীর (৩/২৮৮)এ। আর তাতে আবূ সুফিয়ান হতে আ'মাশের শোনার কথা স্পষ্ট আছে।

উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/২১১, ৩৯৭) এবং উভয় জায়গাতেই বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তে, কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী তাতে একমত। প্রথম জায়গাতে যাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছিল, সে ছিল পুরুষ এবং তার নাম ছিল মিসকীন। সম্ভবতঃ সেটা বিকৃত। তবে হাকেমের উক্তি 'মুসলিমের শর্তে' এবং যাহাবীর তাতে স্বীকৃতির ব্যাপারটা অনিশ্চিত। কারণ মুহাম্মাদ বিন ফারাজ আযরাক মুসলিমের রাবী নয়। হাফেয (ইবনে হাজার) তাহযীবে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। আর তিনি

সমালোচিতও।
মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/৮২)তে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের একটি ক্রীতদাসী ছিল, সে জাহেলী যুগে ব্যভিচার করত। অতঃপর ব্যভিচার হারাম করা হলে সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! কক্ষনো ব্যভিচার করব না।' তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হল।
ত্বাবারানী ও বায্যার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ত্বাবারানীর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। হাফেয ইবনে কাষীর সনদ-সহ ত্বায়ালিসীর উদ্ধৃতি দিকে তা উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} الآية ٥٥.

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে---যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন---সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ (বা অবিশ্বাসী) হবে, তারাই সত্যত্যাগী।" (নূর ঃ ৫৫)
হাকেম (২/৪০১এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন হানী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ বিন শাযান, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন সাঈদ দারেমী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি রাবী' বিন আনাস হতে, তিনি আবুল আলিয়াহ হতে, তিনি উবাই বিন কা'ব হতে, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মদীনায় আগমন করলেন এবং আনসারগণ তাঁদেরকে আশ্রয় দিলেন, তখন আরবের লোক (একতাবদ্ধ হয়ে) তাদেরকে একটি ধনুক হতে তীর মারতে লাগল। তখন তাঁরা অস্ত্র ছাড়া রাত্রি যাপন করতেন না। অস্ত্র ছাড়া প্রভাতে উঠতেন না। একদা তাঁরা বললেন, 'তোমরা কি মনে কর যে, আমরা কি ততদিন বেঁচে থাকব, যতদিনে আমরা নিরাপদ ও উদ্বেগশূন্য হব, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করব না।' তখন অবতীর্ণ হল,
{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} إلى {فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ} يعني بالنعمة {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব দান করবেন; যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে---যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন---সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না। অতঃপর (উক্ত নিয়ামত লাভের পর) যারা অকৃতজ্ঞ (বা অবিশ্বাসী) হবে, তারাই সত্যত্যাগী।" (নূর ঃ ৫৫)
(হাকেম বলেছেন,) 'হাদীসটির সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী তাতে সম্মত।
হাদীসটির সনদে রয়েছেন আলী বিন হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ। তাঁর ব্যাপারে আবূ হাতেম 'যয়ীফ' বলেছেন। বুখারী তাঁকে বর্জন করেছেন এবং বলেছেন, ইসহাক তাঁর ব্যাপারে মন্দ রায় দিতেন। ইবনে হিব্বান তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন। নাসাঈ বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে কোন সমস্যা নেই।' (তাহযীবুত তাহযীব)
কিন্তু হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/৮৩)তে বলেছেন, 'এটিকে ত্বাবারানী আওসাত্বে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য।' ত্বাবারী (১৮/১৫৯এ) আবুল আলিয়াহ হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية ٦١.

"অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্ণের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে আহার করা দূষণীয় নয় অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (নূর ঃ ৬১)

'বায্যার' নামে প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ বিন আম্র বিন আব্দুল খালেক (কাশফুল আসতার ৩/৬১তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়দ বিন আখযাম আবূ ত্বালেব ত্বায়ী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশ্র বিন আম্র, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন সা'দ, তিনি সালেহ বিন কাইসান হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়াহ হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ-যাত্রায় গমন করতে আগ্রহী হতেন। তখন তাঁরা তাঁদের বাড়ির চাবি তাঁদের দায়িত্বভার গ্রহণকারীদের দিয়ে বলতেন, 'আমরা তোমাদের জন্য হালাল করলাম, তোমরা পছন্দ মতো খেতে পার।' কিন্তু তারা বলত, 'আমাদের জন্য (খাওয়া) হালাল নয়। তাঁরা তো অসন্তুষ্ট চিত্তে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ} إلى قوله {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}.

বায্যার বলেছেন, 'যুহরী হতে সালেহ ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

হাফেয হাইষামী (মাজমা' ৭/৮৪তে) বলেছেন, 'এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।'

সুয়ূত্বী লুবাবুন নুক্বূলে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ।'

সূরা ফুরক্বান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} إلى قوله {وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} الآيات ٢٧ و٢٨ و٢٩.

"সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। (ফুরক্বান ঃ ২৭)

হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (ফুরক্বান ঃ ২৮)

আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।" (ফুরক্বান ঃ ২৯)

দুর্রুল মানষূর (৫/৬৮তে সুয়ূত্বী) বলেছেন, ইবনে মারদাওয়াইহ ও আবূ নুআঈম দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে সাঈদ বিন জুবাইর সূত্রে সহীহ সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, আবূ মুআইত্ব মক্কায় নবী ﷺ-এর সাথে বসত। সে তাঁকে কোন কষ্ট দিত না। সে ছিল সহিষ্ণু ব্যক্তি। অবশিষ্ট কুরাইশরা তাঁর সাথে বসলে তাঁকে কষ্ট দিত। আবূ মুআইত্বের একজন অনুপস্থিত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে ছিল শামদেশে। কুরাইশ বলল, 'আবূ মুআইত্ব বেদ্বীন হয়ে গেছে। অতঃপর তার অন্তরঙ্গ বন্ধুটি শাম থেকে একদা রাত্রে ফিরে এসে তার স্ত্রীকে বলল, 'মুহাম্মাদ যে মত প্রচার করছিল, সে এখন কী করছে?' স্ত্রী বলল, 'আগের চাইতে অবস্থা এখন আরো কঠিন।' সে বলল, 'আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কী করেছে?' স্ত্রী বলল, 'বেদ্বীন হয়ে গেছে।' সুতরাং সে খুব খারাপ অবস্থায় রাত্রিযাপন করল। অতঃপর সকাল হলে আবূ মুআইত্ব তার নিকট এসে অভিবাদন জানাল, কিন্তু তার অভিবাদনের জবাব দিল না। সে বলল, 'কী ব্যাপার তোমার, আমার অভিবাদনের জবাব দিচ্ছ না কেন?' বন্ধু বলল, 'কীভাবে আমি তোমার অভিবাদনের জবাব দেব, অথচ তুমি বেদ্বীন হয়ে গেছ?' সে বলল,

‘কুরাইশরাও কি তাই হয়েছে?’ সে বলল, ‘তাদের হৃদয়কে কে দোষমুক্ত করবে, যদি আমি তাই হয়েছি।’ বন্ধু বলল, ‘তুমি তার মজলিসে গিয়ে তার মুখে থুথু মারবে এবং তোমার জানা মতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভাষায় তাকে গালি দেবে।’ সুতরাং সে তাই করল। প্রতিক্রিয়ায় নবী ﷺ নিজের চেহারা থেকে থুথু মুছে ফেললেন, এর চাইতে বেশি কিছু করলেন না। অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি যদি তোমাকে মক্কার পাহাড় থেকে বের হতে পাই, তাহলে বিনা বাধায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।”

অতঃপর বদরের দিন উপস্থিত হলে তার সঙ্গীরা বের হল। কিন্তু সে বের হতে অস্বীকার করল। তার সঙ্গীরা বলল, ‘আমাদের সাথে বের হও।’ সে বলল, ‘এই লোকটা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আমাকে মক্কার পাহাড় থেকে বের হওয়া অবস্থায় পেলে, সে বিনা বাধায় আমার গর্দান উড়িয়ে দেবে।’ তারা বলল, ‘তোমার জন্য রইল দুরন্ত লাল উট। তারা পরাজিত হলে তুমি তার প্রতি উড়ে আক্রমণ করবে।’ সুতরাং সে তাদের সাথে বের হল। অতঃপর মুশরিকরা পরাজিত হলে এক সমতল ভূমিতে তার উট তাকে নিয়ে কাদায় ধসে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরাইশদের সত্তরজন বন্দীদের অন্যতম হিসাবে গ্রেফতার করলেন। অতঃপর আবূ মুআইত্ব যখন তাঁর কাছে এল, তখন সে তাঁকে বলল, ‘ওদেরকে ছেড়ে তুমি কি আমাকে হত্যা করবে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমার মুখে তোমার থুথু দেওয়ার বিনিময়ে।” তখন মহান আল্লাহ আবূ মুআইত্বের ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন,

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} إلى قوله {وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا}.

হাদীসটির সনদ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তবে মুস্বান্নাফ আব্দুর রায্যাক (৫/৩৫৫-৩৫৬) ও তফসীর ইবনে জারীরে এরই মতো কাহিনী রয়েছে। পরন্তু সেটা মুরসাল। তবে উক্ববাহ বিন আবূ মুআইত্বের বদলে উবাই বিন খালাফ রয়েছে। আমরা এ হাদীসটির মান বর্ণনার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করছি। যেহেতু (হাদীসের মান নির্ণয়ের ব্যাপারে) সুয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ) শিথিল।[৪৭]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} الآية ٦٨.

“এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলি করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।” (ফুরক্বান ঃ ৬৮)

বুখারী (১০/১০৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মানসূর, তিনি আবূ ওয়ায়েল হতে, তিনি মাইসারা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ) হতে,

(সুফিয়ান) বলেছেন, আর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াস্বেল, তিনি আবূ ওয়ায়েল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ) ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, আমি (অথবা এক ব্যক্তি) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর---অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” আমি বললাম, ‘এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?’ তিনি বললেন, “এই যে, তোমার সাথে খাবে---এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।” আমি বললাম, ‘অতঃপর কোন পাপ?’ তিনি বললেন, “প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।” আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٦٩) سورة الفرقان

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।

হাদীসটিকে বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ১৫/২০৪, ১৭/২৮৯, উদ্ধৃত

([47]) দেখুন ঃ সহীহ সীরাহ নববিয়্যাহ, আলবানী ১/২০৫ (অনুবাদক)

করেছেন মুসলিম ২/৮০, তিরমিযী ৪/ ১৫৭, আর তাতে রয়েছে, নবী ﷺ এই আয়াতটি পাঠ করলেন। উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ ২/২৬৩, আহমাদ ১/৩৮০, ৪৩১, ইবনে জারীর ১৯/৪১, আবূ নুআইম (হিলয়্যাহ) ৪/ ১৪৫- ১৪৬এ।

আয়াতটির অন্য একটি শানে নুযূল

উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১০/ ১৭০), মুসলিম (২/ ১৩৯), নাসাঈ (৭/৮০তে), ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের কিছু লোক অনেকানেক হত্যা করেছিল, অনেকানেক ব্যভিচার করেছিল। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আপনি যা বলছেন ও যার প্রতি আহবান করছেন, তা অবশ্যই সুন্দর। যদি আপনি আমাদেরকে জানান, আমরা যে সব কুকর্ম করেছি, তার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) আছে।' তখন অবতীর্ণ হল,

{وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ}

আর অবতীর্ণ হল,

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}

"ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (যুমার ঃ ৫৩)

আর এ কথা মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে, আয়াতটি একই সাথে উভয় কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ٧٠.

"তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (ফুরক্বান ঃ ৭০)

বুখারী (৮/ ১৬৭তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উষমান বিন আবী শাইবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জারীর, তিনি মানসূর হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন জুবাইর, অথবা তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাকাম, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি বলেন, আমাকে আব্দুর রহমান বিন আবযা বললেন, 'তুমি ইবনে আব্বাসকে এই দুটি আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা কর, তার ব্যাখ্যা কী?'

{وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}

"যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলি করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।" (ফুরক্বান ঃ ৬৮-)[৪৮]

"আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন।" (নিসা ঃ ৯৩)

সুতরাং আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'ফুরক্বানের আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মক্কার মুশরিকরা বলল, আমরা তো আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রাণ হত্যা করেছি, আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করেছি এবং অনেক অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছি।' তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِلَّا مَنْ تَابَ}

আর নিসার আয়াতটি সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে, যখন সে ইসলাম ও তার বিধি-বিধান জানবে অতঃপর হত্যা করবে, তখন তার শাস্তি, সেখানে সে চিরকাল থাকবে।

([48]) বর্ণনায় সূরা বানী ইসরাঈলের ৩৩নং আয়াত উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য সূরা ফুরক্বানের ৬৮-নং আয়াত।

অতঃপর আমি এ কথা মুজাহিদের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তবে সে নয়, যে অনুতপ্ত হবে।
হাদীসটিকে তিনি সূরা ফুরকানের তফসীরে পুনরুল্লেখ করেছেন।
আর এটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৮/ ১৫৯), আবূ দাউদ (৪/ ১৬৮), ইবনে জারীর (১৯/ ৪২)এ।

সূরা ক্বাস্বাস

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} الآية ٥١.

"আর আমি অবশ্যই ওদের নিকট বার বার আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি; যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৫১)
ইবনে জারীর (২০/৮৮তে) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশ্‌র বিন আদম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আফ্‌ফান বিন মুসলিম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্‌র বিন দীনার, তিনি য়্যাহয়্যা বিন জা'দাহ হতে, তিনি বলেন, এই আয়াতটি দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদের একজন।

{وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী (৫/৪৬-৪৭), আর হাইষামী (মাজমা ৭/৮৮তে) বলেছেন, 'এটিকে ত্বাবারানী দুই সনদে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন, তার বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। আর সেটি হল এটি। দ্বিতীয়টির সনদ বিচ্ছিন্ন।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} الآية ٥٦.

"কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৫৬)
মুসলিম (১/২১৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ ও ইবনে আবী উমার, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মারওয়ান, তিনি য়্যাযীদ বিন কাইসান হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচার মৃত্যুর সময় তাঁকে বললেন, "বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি এর অসীলায় আল্লাহর নিকট আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব।" কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الآية.

তিনি হাদীসটিকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা য়্যাযীদ বিন কাইসান পর্যন্ত পৌঁছে। আর তাতে রয়েছে, (আবূ তালেব) বললেন, 'কুরাইশ যদি আমাকে লজ্জা দিয়ে না বলত, "অধৈর্য তাকে এতে বাধ্য করেছে", তাহলে আমি তা বলে তোমার চক্ষু শীতল করতাম।' তখন আল্লাহ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।[৪৯]
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/ ১৫৯) এবং বলেছেন, 'হাসান-গারীব। য়্যাযীদ বিন কাইসানের হাদীস ছাড়া অন্য সূত্রে আমরা চিনি না।'
উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (২/৪৪১), ইবনে জারীর (২/৯১), ইবনে খুযাইমা (তাওহীদ ৩৪৩-৩৪৪পৃঃ), বাইহাক্বী (শুআবুল ঈমান ৫৪পৃঃ)। এ ছাড়া বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত মুসাইয়িব বিন হাযনের হাদীস সূরা তাওবাতে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরা আনকাবূত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} الآية ٨.

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার

---

(49) এই হাদীস দ্বারা তাঁদের ধারণার খন্ডন হয়, যাঁরা আবূ তালেবের ইসলাম গ্রহণের কথা দাবী করেন। অধিক জানতে চাইলে 'ইস্বাবাহ' পড়ুন।

সাথে এমন কিছুকে অংশী করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা কিছু করেছ, আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।" (আনকাবূত ঃ ৮)
মুসলিম (১৫/১৮৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাক্র বিন আবী শাইবাহ ও যুহাইর বিন হার্ব, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহাইর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সিমাক বিন হার্ব, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসআব বিন সা'দ, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যাপারে কুরআনের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, উম্মে সা'দ কসম করল যে, সা'দ তার দ্বীন ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার সাথে কথা বলবে না, খাবে না এবং পানও করবে না। মা বলল, 'তুমি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাকে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমি তোমার মা। আমি তোমাকে এ (দ্বীন ত্যাগের) ব্যাপারে আদেশ দিচ্ছি।' তিনি বলেন, তিনদিন (কসমে) অটল থাকল। পরিশেষে ক্ষুধাকষ্টে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সুতরাং তার উমারাহ নামক এক ছেলে উঠে তাকে পানি পান করাল। তখন সে সা'দের উপর বদ্দুআ দিতে লাগল। সেই সময় মহান আল্লাহ কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي}

আর এ ব্যাপারে রয়েছে,

{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব।" (লুক্বমান ঃ ১৫)
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করলেন। তার মধ্যে একটি তরবারি ছিল। আমি সেটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, 'এই তরবারিটি আমাকে প্রদান করুন। কারণ আপনি আমার অবস্থা জানেন।' তিনি বললেন, "তুমি ওটিকে সেখানেই ফিরিয়ে দাও, যেখান হতে নিয়েছ।" সুতরাং আমি চলে গেলাম। পরিশেষে যখন সেটিকে সম্পদ-ভান্ডারে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করলাম, তখন আমার মন আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। সুতরাং আমি আবার তাঁর নিকট ফিরে গিয়ে বললাম, 'এটি আমাকে দিয়ে দিন।' তিনি বলেন, এ কথা শোনার পর তিনি কঠিন শব্দে বললেন, "তুমি ওটিকে যেখান থেকে নিয়েছ, সেখানে ফিরিয়ে দাও।" তিনি বলেন, তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ}

"ওরা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে---" (আনফাল ঃ ১)
তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সুতরাং নবী ﷺ-এর নিকট খবর পাঠালে তিনি আমার কাছে এলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'আমাকে আমার ইচ্ছামতো আমার (সমস্ত) সম্পদ বিতরণ করতে অনুমতি দিন।' কিন্তু তিনি অসম্মতি জানালেন। আমি বললাম, 'তাহলে অর্ধেক?' কিন্তু তাতেও তিনি অসম্মতি জানালেন। আমি বললাম, 'তাহলে এক তৃতীয়াংশ?' এবারে তিনি নীরব থাকলেন। তাই পরবর্তীতে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করা বৈধ হয়ে রইল।
সা'দ বলেন, একদা আমি আনসার ও মুহাজিরদের কতিপয় লোকের কাছে এলাম। তারা বলল, 'এসো, তোমাকে আহার করাব এবং মদ্যপান করাব।' আর এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। সুতরাং আমি এক বাগানে তাদের কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তাদের কাছে উটের মাথা ভোনা ও মদের একটা মশক রয়েছে। আমি তাদের সাথে (গোশ্ত) খেলাম এবং (মদ) পান করলাম। অতঃপর তাদের কাছে আনসার ও মুহাজিরদের কথা আলোচনা হতে লাগল। আমি বললাম, 'আনসারদের চাইতে মুহাজিররা শ্রেষ্ঠ।' এ কথা শুনে এক ব্যক্তি (উটের) মাথার চোয়ালের একটি হাড় নিয়ে আমাকে আঘাত ক'রে আমার নাক জখম ক'রে দিল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খবর বললাম। তখন মহান আল্লাহ আমাকে কেন্দ্র ক'রে মদের ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}.
"মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ।" (মায়িদাহ ঃ ৯০)
হাদীসটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী এবং অবশিষ্টাংশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।'
উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (১/১৮১, ১৮৬), উভয় জায়গাতেই পূর্ণাঙ্গরূপে। প্রথম জায়গায় সূরা লুকমানের আয়াত উল্লেখ আছে।
উদ্ধৃত করেছেন ত্বায়ালিসী (২/১৮), বুখারী (আল-আদাবুল মুফরাদ ২৩পৃঃ), ত্বাবারী (২১/৭০) আর তাতে লুকমানের আয়াত আছে। সুতরাং হয় আয়াত দুটি একই সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, না হয় সিমাক বিন হার্ব (রাহিমাহুল্লাহ) তাতে বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ তিনি বহু হাদীসে বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية ١٠

"মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি'; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী।' বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?" (আনকাবূত ঃ ১০)
আয়াতটির শানে নুযূল সূরা নাহলে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরা লুক্বমান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} الآية ١٣.

"আল্লাহর অংশী করা তো বড় যুলুম।" (লুক্বমান ঃ ১৩)
বুখারী (১/৯৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল অলীদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, (সূত্র পরিবর্তন)
আর আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশ্‌র, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ, তিনি শু'বাহ হতে, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামাহ হতে, তিনি ইবনে মাসঊদ হতে, তিনি বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হল,

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}
"যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" (আন্‌আম ঃ ৮২)
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে কে আছে, যে নিজের প্রতি যুলুম করেনি?' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.
হাদীসটিকে বুখারী তফসীর অধ্যায় (৯/৩৬৩)তেও উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন ত্বায়ালিসী (২/১৮)।

একটি সতর্কতা ঃ

হাফেয ফাতহ (১/৯৫)এ বলেছেন, শু'বার এই বর্ণনা দাবী করে যে, উক্ত প্রশ্নই ছিল দ্বিতীয় আয়াত, যা সূরা লুকমানের (১৩নং), তার শানে-নুযূল। কিন্তু হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিম অন্য সূত্রে আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি শিরোনামের হাদীসের সূত্রে উল্লিখিত সুলাইমান। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, তাঁরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে কার ঈমান যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত নয়?' তিনি বললেন, "উদ্দেশ্য এটা নয়। তোমরা কি লুকমানের কথা শোন না?"
আ'মাশ থেকে অকী'র বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "তোমরা যেমন ধারণা করছ, তেমন নয়।"

ঈসা বিন ইউনুসের বর্ণনায় আছে, “আসলে এর উদ্দেশ্য হল শির্ক। তোমরা লুকমান কী বলেছেন, তা কি শোননি?”
এ সব থেকে স্পষ্ট হয় যে, লুকমানের আয়াতটির কথা বিদিত ছিল। এই জন্য তিনি তার প্রতি ইঙ্গিত ক’রে সতর্ক করেছেন। সম্ভবতঃ এটাও হতে পারে যে, প্রশ্ন করার সময় সাথে সাথে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি তাঁদেরকে পড়ে শুনিয়েছেন। অতঃপর সতর্ক করেছেন। এর ফলে দুটি বর্ণনায় সামঞ্জস্য এসে যায়।

সূরা সাজদাহ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} الآية ١٦.

“তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে।” (সাজদাহ ঃ ১৬)
তিরমিযী (৪/১৬১তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ উয়াইসী, তিনি সুলাইমান বিন বিলাল হতে, তিনি য়্যাহয়্য বিন সাঈদ হতে, তিনি আনাস বিন মালেক হতে,

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}

এই আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি ‘আতামাহ’ নামক (এশার) নামাযের জন্য অপেক্ষার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।
এটা হাসান-সহীহ হাদীস। এই সূত্র ছাড়া অন্য সূত্রে আমরা চিনি না।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (১২/১০০তে)। হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীরে এর সনদকে ভালো বলেছেন।

সূরা আহযাব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} الآية ٥.

“তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর। যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আহযাব ঃ ৫)
বুখারী (১০/১৩৬এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআল্লা বিন আসাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয বিন মুখতার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা বিন উক্ববাহ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সালেম, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস যায়দ বিন হারেষাকে আমরা কেবল ‘যায়দ বিন মুহাম্মাদ’ বলেই ডাকতাম। পরিশেষে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}.

হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাষীর (৩/৪৬৬তে) বলেছেন, এটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম, তিরমিযী (৪/১৬৫তে) এবং তিনি বলেছেন ‘হাসান-সহীহ হাদীস।’ উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ, (এঁরা সকলে) বিভিন্ন সূত্রে মূসা বিন উক্ববাহ হতে উক্ত হাদীস।
উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১১/৩৪), আবূ দাউদ (২/১৮১), নাসাঈ (৬/৫৩), আহমাদ (৬/২৭১), আব্দুর রায্যাক (৭/৪৬০-৪৬১), দারেমী (২/১৫৮), ইবনুল জারূদ (২৩১পৃঃ), আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, আবূ হুযাইফা বিন উতবার স্ত্রী সাহলাহ বিন্তে সুহাইল বিন আম্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, সালেম আমাদের মাঝে প্রবেশ করে, যখন আমি বেপর্দায় (এক কাপড়ে) থাকি। আমরা তাকে (ছোটতে) ছেলে মনে করতাম। আবূ হুযাইফা তাকে বেটা বানিয়েছিল, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দকে বেটা

বানিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} الحديث.

সম্ভবতঃ আয়াতটি এক সাথে উভয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} الآية ٢٣.

"বিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" (আহ্যাব ঃ ২৩)

বুখারী (৬/৩৬১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ খুযায়ী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আ'লা, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করেছি।

তিনি বলেছেন, আর আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন যুরারাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যিয়াদ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুমাইদ ত্বাবীল, তিনি আনাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, আমার চাচা আনাস বিন নায্র বদর-যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যদি আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে (কোন) যুদ্ধে উপস্থিত করান, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখবেন, আমি কী করব।' অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি।' অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, 'হে সা'দ ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি।' (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল, আমি তা পারলাম না।' আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা তাঁর দেহে আশির চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম। আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল।' আনাস ﷺ বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মতো লোকেদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إلى آخر الآية.

"মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।"

হাদীসটিকে তফসীর অধ্যায় (১০/১৩৬)এও সংক্ষিপ্তাকারে আনাস পর্যন্ত অন্য সনদে উল্লেখ করেছেন। হাফেয ফাতহ (৬/৩৬১)তে এবং হাফেয ইবনে কাষীর তফসীর (৩/৪৭৫)এ বলেছেন, হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম, তিরমিযী (৪/১৬৩) এবং নাসাঈ আনাস হতে সাবেতের বর্ণনারূপে।

উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৩/১৯৪), ত্বায়ালিসী (২/২২), ইবনে জারীর (২১/১৪৭), আবূ নুআইম (হিল্য়্যাহ ১/১২১), আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (জিহাদ ৬৮পৃঃ)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} الآية ٢٥.

"আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন এবং যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। আর আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (আহ্যাব ঃ ২৫)

নাসাঈ (২/১৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আম্র বিন আলী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী যি'ব, তিনি বলেন,

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আবী সাঈদ, তিনি আব্দুর রহমান বিন আবূ সাঈদ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেছেন, খন্দকের দিন মুশরিকরা আমাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যোহরের নামায থেকে ব্যস্ত ক'রে রাখল। আর এটি ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে যা অবতীর্ণ হওয়ার ছিল, তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ}

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে আদেশ দিলেন, তিনি যোহরের নামাযের জন্য ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি সেইভাবে যোহরের নামায পড়লেন, যেভাবে যথাসময়ে পড়তেন। অতঃপর আসরের জন্য ইকামত দিলেন। তিনি সেইভাবে আসরের নামায পড়লেন, যেভাবে যথাসময়ে পড়তেন। অতঃপর মাগরিবের আযান দিলেন। তিনি সেইভাবে মাগরিবের নামায পড়লেন, যেভাবে যথাসময়ে পড়তেন।
হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২১/১৪৯)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} الآيتان ٢٨، ٢٩.

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা ক'রে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। (আহ্যাব ঃ ২৮)
পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকাল কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (আহ্যাব ঃ ২৯)
বুখারী (৬/৩৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন বুকাইর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইষ, তিনি আক্বীল হতে, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী সওর, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে ঐ দুই স্ত্রী সম্পর্কে উমার ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে সব সময় আগ্রহী ছিলাম, যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}

"যদি তোমরা দুজনে তওবা কর, (তাহলে সেটাই হবে কল্যাণকর)। কেননা, তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।" (তাহরীম ৪ আয়াত)
একবার আমি তাঁর (উমার ﷺ -এর) সঙ্গে হজ্জে রওয়ানা দিলাম। তিনি রাস্তা হতে সরে গেলেন, আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গতি পরিবর্তন করলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র হতে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উযু করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে দুজন স্ত্রী কারা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যদি তোমরা দু'জন তাওবাহ কর (তবে সেটাই হতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর) কেননা, তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।" (তাহরীম ৪ আয়াত)
তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! এটা তোমার জন্য তাজ্জবের বিষয় যে, তুমি জান না। তারা দুজন হল আয়েশা ও হাফসা। অতঃপর উমার পুরো ঘটনাটা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া বিন যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দুজনে পালাক্রমে নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেক দিন আমি যেতাম। আমি যেদিন যেতাম সেদিনের খবর (অহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যেদিন যেতেন তিনিও অনুরূপ করতেন। আর আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে আসলাম, তখন তাদেরকে এমন পেলাম, যাদের নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব ক'রে থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করল। আর এই প্রত্যুত্তর আমার পছন্দ হল না।

তখন সে আমাকে বলল, 'আমার প্রত্যুত্তরে আপনি অসন্তুষ্ট হন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীরাও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোন কোন স্ত্রী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তার কাছ থেকে আলাদা থাকেন। এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, 'যে এরূপ করেছে, সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' তারপর আমি জামা-কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসার কাছে গিয়ে বললাম, 'হে হাফসা! তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অসন্তুষ্ট রাখে?' সে বলল, 'হ্যাঁ!' আমি বললাম, 'তবে তো সে বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন। এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করো না এবং তাঁর কোন কথার প্রত্যুত্তর দিয়ো না। আর তাঁর নিকট হতে পৃথক থেকো না। তোমার কোন কিছুর দরকার হয়ে থাকলে আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক প্রিয়, এ যেন তোমায় ধোঁকায় না ফেলে।' (তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আয়েশা।) সে সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাস্সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়াগুলিকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথী তাঁর পালার দিন নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং এশার সময় এসে খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, 'তিনি (উমার) কি ঘুমিয়ে গেছেন?' তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর কাছে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।' আমি বললাম, 'সেটা কী? গাস্সানের লোকেরা কি এসে গেছে?' তিনি বললেন, 'না, বরং তার চেয়ে বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।' (উমার বললেন,) 'তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে! আর সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল যে, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি কাপড় পরে বেরিয়ে এসে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে নবী ﷺ তাঁর কোঠায় প্রবেশ ক'রে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসার কাছে গিয়ে দেখি, সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিইনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন?' সে বলল, 'আমি জানি না। তিনি তাঁর ঐ কোঠায় আছেন।' আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছে আসলাম, দেখি যে লোকজন মিম্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছে এবং কেউ কেউ কাঁদছে। আমি তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার ঔৎসুক্য আরো প্রবল হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোঠায় ছিলেন, আমি সে কোঠায় আসলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, 'উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর।' সে প্রবেশ করে নবী ﷺ-এর সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, তিনি নীরব রইলেন।' আমি ফিরে এলাম এবং মিম্বরের পাশে বসে থাকা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার আবার উদ্বেগ প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম, (উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর।) এবারও সে আগের মতোই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, তখন গোলাম আমাকে ডেকে বলল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।' এখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ ক'রে দেখি, তিনি খেজুর-ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটায়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা ছিল না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, 'আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন?' তখন তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, 'না। তারপর আমি তাঁর মনের অবস্থা বুঝার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! দেখুন আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর যখন আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে।' এতে নবী ﷺ মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, 'আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে এ কথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক উজ্জ্বল এবং নবী ﷺ-এর অধিক প্রিয়।' (এ কথা দ্বারা তিনি আয়েশাকে বুঝিয়েছেন।) নবী ﷺ আবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ঘরের ভিতর এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু তাঁর ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দেখার মতো আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে পার্থিব সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদের পার্থিব (অনেক প্রাচুর্য) দেওয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না।' তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি (উঠে বসে)

বললেন, "হে বিন খাত্তাব! তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের সৎকার্যের প্রতিদান পার্থিব জীবনেই দান করা হয়েছে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' হাফসা আয়েশার কাছে সেই কথা প্রকাশ করলেই নবী ﷺ স্ত্রীদের হতে আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! আমি একমাস তাদের কাছে যাব না।" তাদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভীষণ ক্ষোভের কারণে তা হয়েছিল। যখন আল্লাহ তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

অতঃপর যখন উনত্রিশ দিন কেটে গেল, তখন তিনি সর্বপ্রথম আয়েশার কাছে এলেন। আয়েশা তাঁকে বললেন, 'আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের জন্য আমাদের কাছে আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি, যা আমি ঠিক ঠিক গণনা করে রেখেছি।' তখন নবী ﷺ বললেন, "উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।" আর মূলতঃ এ মাসটি উনত্রিশ দিনেরই ছিল।

আয়েশা বলেন, যখন এখতিয়ারের আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তবে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এর জবাবে তুমি তাড়াহুড়ো করবে না।" আয়েশা বলেন, নবী ﷺ এ কথা জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর নিকট হতে আলাদা হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দেবেন না। তারপর নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (٢٩) سورة الأحزاب

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা ক'রে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকাল কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (আহ্যাব ঃ ২৮-২৯)

আমি বললাম, 'এ ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার কাছে কী পরামর্শ নেব? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সাফল্য) পেতে চাই।' তারপর তিনি তাঁর অন্য স্ত্রীদেরকেও এখতিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকে সেই একই জবাব দিলেন, যা আয়েশা দিয়েছিলেন।

হাদীসটিকে বুখারী (১১/১৮৮তে) পুনরুল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১০/৯৩), তিরমিযী (৪/১৬৩, ২০৩) এবং তিনি উভয় স্থানেই 'সহীহ' বলেছেন। অবশ্য প্রথম হাদীস অর্থাৎ আয়েশার হাদীসটির শেষাংশ নিয়ে সংক্ষেপ করেছেন। আর পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ৪/২৩০এ।

উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ (৬/৪৬, ১৩০) উভয় জায়গায় আয়েশার হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে।

উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৬/৭৮, ১৬৩, ১৮৫, ২১২, ২৪৮, ২৬৪) সমস্ত জায়গায় আয়েশার হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে। আর (১/৩৩)এ পূর্ণ আকারে।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনুল জারূদ (২৭৪পৃঃ), ইবনে জারীর (২১/১৫৮)।

আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১/৮১), আহমাদ (৩/৩২৮) জাবেরের হাদীস রূপে অনুরূপ। মুসলিমের নিকট রয়েছে, অতঃপর তাঁর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল।

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} حتى بلغ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}.

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} الآية ٣٥.

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।" (আহ্যাব ঃ ৩৫)

তিরমিযী (৪/১১৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দ্ বিন হুমাইদ, তিনি বলেন,

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন কাষীর, তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন কাষীর, তিনি হুস্বাইন হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি উম্মে উমারাহ আনসারিয়াহ হতে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, '(কুরআনে) প্রত্যেক জিনিস পুরুষদেরই দেখছি। কোন বিষয়ে মহিলাদের উল্লেখ দেখছি না।' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الآية

এটা হাসান-গারীব হাদীস। এই হাদীসটি কেবল এই সূত্রেই পরিচিত।

আর উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৪১৬) উম্মে সালামার হাদীসরূপে অনুরূপ। তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি' এবং যাহাবী তাতে একমত।

কিন্তু মুজাহিদ সাহাবী হতে বহু মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। সুতরাং জানা যায় না যে, তিনি উম্মে সালামাহ থেকে হাদীস শুনেছেন কি না। আমি কেবল সাক্ষীরূপে উল্লেখ করলাম।

ত্বাবারানী ইবনে আব্বাসের হাদীসরূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। হাইষামী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৯১এ) বলেছেন, এতে রয়েছে কাবূস। আর তিনি যয়ীফ। অবশ্য নির্ভরযোগ্যও বলা হয়েছে।

অতঃপর দেখলাম, হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীর (৩/৪৭)এ উম্মে সালামার হাদীসের অন্য দুটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে হাদীসের সকল সূত্র একত্র করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার জন্য নেক বদলা দান করুন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} الآية ٣٧.

"স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন; তুমি লোককে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন তার (স্ত্রী যয়নাবের) সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম; যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় তাদের কোন বিঘ্ন না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (আহ্যাব ঃ ৩৭)

বুখারী (১০/১২৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআল্লা বিন মানসূর, তিনি হাম্মাদ বিন যায়দ হতে, তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাবেত, তিনি আনাস বিন মালেক ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,

{وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যয়নাব বিন্তে জাহ্শ ও যায়দ বিন হারেষার ব্যাপারে।

হাদীসটিকে বুখারী (১৭/১৮৪তে) পুনরুল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১৬৮) এবং 'সহীহ' বলেছেন। আহমাদ (৩/১৫০), হাকেম (২/৪১৭), যাহাবী এর জন্য বুখারী-মুসলিমের চিহ্ন দিয়েছেন, তার মানে এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية ٣٧.

"অতঃপর যায়েদ যখন তার (স্ত্রী যয়নাবের) সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম; যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় তাদের কোন বিঘ্ন না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (আহ্যাব ঃ ৩৭)

ইবনে সা'দ (৮/১/৭৩এ) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আরেম বিন ফায্ল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন যায়দ, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেছেন, যয়নাব বিন্তে জাহশের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}

তিনি বলেন, তাই তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের কাছে গর্ব ক'রে বলতেন, 'তোমাদের পরিবারের লোক তোমাদের বিয়ে দিয়েছে। আর সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ আমার বিয়ে দিয়েছেন।'
এর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।
আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আফ্ফান বিন মুসলিম ও আম্র বিন আস্বেম কিলাবী, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন মুগীরাহ, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস বিন মালেক হতে, তিনি বলেন, যয়নাব বিন্তে জাহশের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ বিন হারেষাহকে বললেন, "আমি তোমার চাইতে অন্য কাউকে পাই না, যে আমার নিকট বেশি নিরাপদ ও আমার মনে বেশি আস্থাভাজন হবে। তুমি যয়নাবের কাছে যাও এবং আমার জন্য বিবাহের পয়গাম দাও।" আনাস বলেন, সুতরাং যায়দ গেলেন এবং যয়নাবের কাছে এলেন। তখন যয়নাব খামির সানছিলেন। যায়দ বলেন, যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন আমার বুকে তার মর্যাদা বিশাল আকারে অনুভূত হল। সুতরাং আমি তার দিকে তাকাতে পারলাম না, যখন জানলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাই আমি তার দিকে পিছন ফিরে পিছপা হয়ে বললাম, 'যয়নাব! সুসংবাদ নাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার কথা (বিবাহের জন্য) আলোচনা করছেন।' যয়নাব বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট নির্দেশ লাভ করব।' সুতরাং তিনি (ইস্তিখারা করার জন্য) তাঁর নামাযের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন কুরআন অবতীর্ণ হল,

{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}.

হাদীসের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৩/ ১৯৫) ও মুসলিম (৯/২২৮)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية ٥١.

"তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা কাছে স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এ কথার অধিক নিকটতর যে, ওদের চক্ষু শীতল হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না এবং তুমি যা দেবে তাতে ওদের সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।" (আহ্যাব ঃ ৫১)
বুখারী (১০/ ১৪৪এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকারিয়া বিন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উসামাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, আমি সেই মহিলাদের প্রতি ঈর্ষা করতাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আত্মদান করত এবং বলতাম, 'মহিলা কি (পুরুষকে) আত্মদান করতে পারে?' অতঃপর যখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ}

তখন আমি (নবী ﷺ-কে) বললাম, 'আমি আপনার প্রতিপালককে দেখছি, আপনার কামনা পূরণে ত্বরা করেন।'
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১/৪৯), আহমাদ (৬/ ১৫৮), ইবনে জারীর (২২/২৬), হাকেম (২/ ৪৩৬) আর তাতে রয়েছে, 'তখন আল্লাহ নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।' অতঃপর হাকেম বলেছেন, 'এই হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা এই শব্দাবলী-সহ উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে একমত।
আমি বলি, বুখারী মুহাযির বিন মুওয়ার্রি'র হাদীস বিচ্ছিন্ন সনদ ছাড়া বর্ণনা করেননি। আর মুসলিম কেবল একটি হাদীস সহযোগী হিসাবে বর্ণনা করেছেন; যেমন এ কথা তাহযীবুত তাহযীবে রয়েছে। সুতরাং এই তথ্যে হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে হচ্ছে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক বেশি জানেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الآية ٥٣.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ।" (আহযাবঃ ৫৩)

বুখারী (১০/১৪৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক বিন মানসূর, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন বাক্‌র সাহমী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুমাইদ, তিনি আনাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, যয়নাব বিন্তে জাহশের সাথে বাসর করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ অলীমা করলেন। রুটী ও গোশ্‌ত খাইয়ে লোকেদেরকে পরিতৃপ্ত করলেন। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীনদের বাসার দিকে বের হয়ে গেলেন; যেমন তিনি বাসর রাতের সকালে করতেন, স্ত্রীদেরকে সালাম দিতেন এবং তাঁদের জন্য দুআ দিতেন। তাঁরাও তাঁকে সালাম ও দুআ দিতেন। অতঃপর যখন নিজ বাড়িতে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন দুটি লোক আপোসে কথোপকথন করছে। তাদেরকে দেখার পর তিনি ফিরে গেলেন। অতঃপর লোক দুটি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ বাড়ি হতে ফিরে যেতে দেখল, তখন শীঘ্রপদে তারা বের হয়ে গেল। আমি জানি না যে, আমিই তাঁকে তাদের বের হওয়ার খবর জানালাম, নাকি অন্য কেউ জানাল। সুতরাং তিনি ফিরে এসে বাড়ি প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। আর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

ইবনে আবী মারয়্যাম বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুমাইদ, তিনি আনাসের নিকট শুনেছেন, তিনি নবী ﷺ হতে।

হাদীসটিকে বুখারী সহীহতে কয়েক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। এক জায়গা হল ১০/১৪৭, আর তাতে রয়েছে, আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ}

অনুরূপ ১০/১৪৮, ১১/১৩৪, ১৩৯, ৫১৯, ১৩/২৫৯, ৩০৫, আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ৯/২২৯-২৩০, ২৩২-২৩৩ আনাস হতে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন শব্দে। তিরমিযী ৪/১৬৮-১৬৯, প্রথমটির ব্যাপারে বলেছেন, 'হাসান।' দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বলেছেন, 'হাসান-সহীহ।' আহমাদ ৩/১০৫, ১৬৮, ১৬৯, ২৪২, ২৪৬, বুখারী (আল-আদাবুল মুফরাদে ৬৩২পৃঃ), ইবনে সা'দ (ত্বাবাক্বাত ১/৭৫), ইবনে জারীর ২২/৩৭-৩৮, হাকেম ২/৪১৮, আর তিনি বলেছেন, 'সহীহ সনদ।' এবং যাহাবী তাতে একমত।

আমি বলি, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে। কিন্তু মুসলিম এই সনদ ও এই শব্দেই উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর 'মুস্তাদরাক'-এ উল্লেখ করার কোন অর্থ নেই।

উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১/২৫৯, ১৩/২৬০), মুসলিম (১৪/১৫২), ইবনে জারীর (২২/৩৯-৪০), আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, উমার বিন খাত্ত্বাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতেন, 'আপনি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করুন।' কিন্তু তিনি করেননি। আর নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ রাত্রে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মাঠে বের হতেন। একদা সাওদাহ বিন্তে যাম্‌আহ বের হলেন। আর তিনি ছিলেন লম্বা দেহী মহিলা। তাঁকে উমার বিন খাত্ত্বাব মজলিস থেকে দেখে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগ্রহে বললেন, 'আমরা তোমাকে চিনতে পেরেছি সাওদাহ!' তখন মহান আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী (স্বাগীর ১/৮৩), হাইষামী (৭/৯৩) আওসাত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল মূসা বিন কাষীর নয়, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সাথে কাঠের পাত্রে খাবার খাচ্ছিলাম। ইতি মধ্যে উমার পার হচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে ডাকলেন, তিনিও খেলেন। এ সময় তাঁর আঙ্গুল আমার আঙ্গুলকে স্পর্শ করে। তখন তিনি বললেন, 'ইস্ অথবা ওহ! যদি উনি তোমাদের ব্যাপারে কথা মেনে নেন, তাহলে কোন চক্ষু তোমাদেরকে দর্শন করতে পারে না।' এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

উক্ত বর্ণনাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের উপায় ঃ

হাফেয ফাত্হ (১/২৬০)এ বলেছেন, উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয়ের উপায় হল, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার কারণ একাধিক ছিল। আর যয়নাবের ঘটনা ছিল সবার শেষে। আয়াতে তাঁর ঘটনার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, তাই তিনি এটাকে উদ্ধৃত করেছেন।

অথবা কোন কোন বর্ণনায় পর্দার আয়াত বলতে উদ্দিষ্ট হল, মহান আল্লাহর বাণী,

{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} الآية

আমি বলি, উক্ত আয়াতকে 'পর্দার আয়াত' বলার ব্যাপারটি বিচারসাপেক্ষ। যেহেতু বর্ণনাগুলিতে স্পষ্ট রয়েছে যে, যয়নাবের ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হয়,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآية

ত্বাবারী (১২/৪০)এর বর্ণনামতে উমারের কথার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآية

হাফেয ফাত্হ (১/২৬০)এ বলেছেন, আবূ আওয়ানাহ তাঁর সহীহতে যুবাইদী সূত্রে (উমারের ঘটনায়) সংযোজন করেছেন, তিনি ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা ক'রে বলেছেন, তখন আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآية

সুতরাং উক্ত আয়াতের শানে-নযূল একাধিক বলাটাই সঠিক।

একটি জরুরী সতর্কতা ঃ

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, 'আমরা তোমাকে চিনতে পেরেছি হে সাওদাহ!' উমারের এই উক্তি ছিল পর্দার বিধান আসার পূর্বেকার ঘটনা। কোন কোন বর্ণনায় আছে, পর্দার বিধান আসার পরের ঘটনা। তাহলে সমন্বয় সাধনের উপায় কী?

হাফেয ফাত্হ (১০/১৫০)এ বলেছেন, কিরমানী বলেছেন, যদি আপনি বলেন, 'এখানে এসেছে যে, ঘটনাটি ছিল পর্দার বিধান আসার পরে। আর উযূর অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, তা ছিল পর্দার বিধান আসার আগে।' তাহলে তার জবাব এই যে, সম্ভবতঃ ঘটনাটি দুইবার ঘটেছে।

হাফেয বলেছেন, আমি বলি, বরং প্রথমকার পর্দার বিধান দ্বিতীয় পর্দার বিধান থেকে ভিন্ন। মোটকথা হল, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের উপর গম্য পুরুষদের নজর পড়ার ব্যাপারটা উমার ؓ-এর হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। পরিশেষে তিনি নবী ﷺ-কে স্পষ্ট বলেও ছিলেন, 'আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করুন।' অতঃপর তাকীদ করতে থাকলে এক সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। এরপর তিনি চাইলেন, তাঁরা যেন পর্দার লেবাসে থেকেও তাঁদের দৈহিক গঠন আদৌ প্রকাশ না করেন। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন। অতঃপর তাঁকে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয় এবং সমস্যা ও কষ্ট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে তাঁদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতে অনুমতি দেওয়া হয়।

সূরা ইয়াসীন

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} الآية ١٢.

"নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম ও যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি।" (ইয়াসীন ঃ ১২)

ইবনে কাষীর (৩/৫৫৬তে) বলেছেন, হাফেয আবূ বাক্র বায্যার বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্বাদ বিন যিয়াদ সাজী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উষমান বিন উমার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবূ নাযরাহ (মুনযির বিন মালেক) হতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী ؓ হতে, তিনি বলেছেন, বানী সালেমাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভিযোগ করল, তাদের ঘর-বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে। তখন অবতীর্ণ হল,

{وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}

আর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুষান্না, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আ'লা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জুরাইরী, তিনি আবূ নাযরাহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ ﷺ হতে, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ। আর তাতে এই আয়াতের শানে-নুযূলের দিক থেকে উদ্ভট কথা রয়েছে। অথচ পুরো সূরাটি মক্কী।

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল আব্বাদ বিন যিয়াদ নন। তিনি সমালোচিত ব্যক্তিত্ব; যেমন তাহযীবুত তাহযীবে রয়েছে। কিন্তু তাঁর সহযোগী রাবী রয়েছেন, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

এটিকে আবূ সাঈদ খুদরী হতে তিরমিযী (৪/১৭১এ) উদ্ধৃত করেছেন এবং 'হাসান' বলেছেন। উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৪২৮এ) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত। কিন্তু উভয়ের সনদে রয়েছে ত্বারীফ বিন শিহাব, আর তিনি খুবই যয়ীফ; যেমন মীযানে রয়েছে। আর তিনি হাকেমের নিকট সাঈদ বিন ত্বারীফ। আর সম্ভবতঃ কিছু বর্ণনাকারী তাতে ভুল করেছেন।

অবশ্য ইবনে জারীরের নিকট হাদীসটির সাক্ষ্য বর্ণনা রয়েছে ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, আনসারদের ঘরবাড়ি মসজিদ থেকে দূরে দূরে ছিল। তাই তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন অবতীর্ণ হল,

{وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}

আর এর সনদ সহীহ।

পক্ষান্তরে হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ)এর উক্তি, 'তাতে উদ্ভট কথা রয়েছে। কারণ পুরো সূরাটি মক্কী' এটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হল না। যেহেতু যদি প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে এতে কোন বাধা নেই যে, তা দ্বিতীয়বার (মদীনায়) অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তার মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রমাণিত না হয়, তাহলে ঐ আয়াত ছাড়া সূরাটি মক্কীই থাকবে। যেমন প্রসিদ্ধ আছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ} الآية ٧٧ إلى آخر السورة.

"মানুষ কি ভেবে দেখে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর তখনই সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে পড়ে। (ইয়াসীন ঃ ৭৭)

মানুষ আমার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে; যখন তা পচে-গলে যাবে?' (ইয়াসীন ঃ ৭৮)

বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (ইয়াসীন ঃ ৭৯)

তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। (ইয়াসীন ঃ ৮০)

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? অবশ্যই, আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (ইয়াসীন ঃ ৮১)

তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়। (ইয়াসীন ঃ ৮২)

অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (ইয়াসীন ঃ ৮৩)

ইবনে কাষীর (৩/৫৮১)তে রয়েছে, ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন হুসাইন বিন জুনাইদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আলা', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উষমান বিন সাঈদ যাইয়াত, তিনি হুশাইম হতে, তিনি আবূ বিশ্র হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন,আ'স বিন ওয়াইল বাতহা থেকে একটি হাড় নিজ হাতে তুলে নিয়ে বিচূর্ণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, 'পচে-গলে

যাওয়ার পর আল্লাহ কি এটাকে জীবিত করবেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ তোমাকে মারবেন, অতঃপর জীবিত করবেন, অতঃপর জাহান্নামে দেবেন।" (ইবনে আব্বাস) বলেন, আর সূরা ইয়াসীনের শেষের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (মুস্তাদরাক ২/৪২৯) হুশাইম হতে আম্র বিন আওনের সূত্রে এবং বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।

সূরা যুমার

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ} الآيات ٢٣، ٢٤، ٢٥

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (যুমার ঃ ২৩)
যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত, যে নিরাপদ?) সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যে কর্ম করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর। (যুমার ঃ ২৪)
ওদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে ওদের অজ্ঞাতসারে ওদের উপর শাস্তি এল।" (যুমার ঃ ২৫)
এ আয়াতগুলির শানে-নুযূলের ব্যাপারে আলোচনা সূরা ইউসুফে করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} الآية ٥٣.

"ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (যুমার ঃ ৫৩)
হাকেম (২/৪৩৫এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন ইসমাঈল ক্বারী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উযমান বিন সাঈদ দারেমী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন রাবী', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, তিনি বলেন, আর আমাকে খবর দিয়েছেন নাফে', তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে, তিনি উমার হতে, তিনি বলেছেন, আমরা বলতাম, 'ফিতনাগ্রস্ত (মুশরিক বা মুর্তাদ্দ)এর কোন তওবা নেই। আল্লাহ তার নিকট থেকে কোন কিছু কবুল করবেন না।' অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা আগমন করলেন, তখন তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল,

{يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}

এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ।
উমার বলেন, সুতরাং আমি তা নিজের হাতে লিখে হিশাম বিন আ'সের নিকট প্রেরণ করি।
হিশাম বিন আ'স বলেন,[৫০] সুতরাং যখন সেগুলি আমার নিকট এল, তখন যু-তুওয়া (মক্কার উপত্যকা)য় পড়তে লাগলাম, তা নিয়ে তাতে চড়তে লাগলাম ও নামতে লাগলাম। তা বুঝতে সক্ষম হই না। পরিশেষে বললাম, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এগুলি বুঝার তওফীক দাও।'
হিশাম বলেন, অতঃপর আমার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হল যে, এগুলি আমাদের সম্পর্কে, আমরা নিজেদের ব্যাপারে যা বলাবলি করতাম এবং আমাদের ব্যাপারে যা বলা হতো তার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।
হিশাম বলেন, সুতরাং আমি আমার উটের দিকে ফিরে এসে তার উপর বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় মিলিত হলাম।

([50]) এখান হতে একই সনদে সীরাতের বর্ণনা। যেহেতু মুস্তাদরাকের শব্দাবলি অবোধগম্য। তাতে চ্যুতি রয়েছে। আর এ বর্ণনা রয়েছে মাজমাউয যাওয়ায়েদে, যেমন রয়েছে সীরাতে।

হাকেম বলেছেন, 'এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস, কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে একমত।

এ ছাড়া হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে ইসহাক, যেমন রয়েছে সীরাতে ইবনে হিশাম (১/৪৭৫)এ। হাইষামী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৬/৬১তে) বলেছেন, 'এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য।[৫১]

এ ছিল হাদীসের কথা। আর উক্ত আয়াত-বিষয়ক কিছু কথা আলোচিত হয়েছে সূরা ফুরক্বানে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الآية ٦٧.

"ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার উর্ধ্বে।" (যুমার ঃ ৬৭)

আহমাদ (১/৩৭৮-এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আ'মাশ, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ হতে, তিনি বলেছেন, আহলে কিতাবের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আবুল কাসেম! 'আপনার কাছে কি খবর পৌঁছেছে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিসমূহকে এক আঙ্গুলে, আকাশমন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, পৃথিবীসমূহকে এক আঙ্গুলে এবং বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে বহন করবেন।' তা শুনে নবী ﷺ এমন হাসলেন, যাতে তাঁর পেষক দাঁতগুলি প্রকাশ পেল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الآية.

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।

এ ছাড়া উদ্ধৃত করেছেন ইবনে খুযাইমা (তাওহীদ ৭৬পৃঃ), ইবনে জারীর (২৪/২৭), বাইহাক্বী (আল-আসমাউ অস্সিফাত ৩৩৩পৃঃ)

আর ইবনে আব্বাস হতে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (১/ ১৫১), তিরমিযী (৪/ ১৭৭) এবং তিনি সহীহ বলেছেন, ইবনে খুযাইমা (তাওহীদ ৭৮-পৃঃ), ত্বাবারী (১৪/২৬), আর তাতে রয়েছেন আত্বা বিন সায়েব। আর তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট রাবী।

একটি সতর্কতা ঃ

হাফেয সুয়ূত্বী ইতক্বান (১/৩৪)এ বলেছেন, হাদীসটি সহীহ (বুখারী-মুসলিম)এ আছে এই শব্দে, 'তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন।' আর এটাই সঠিক মনে হয়। কারণ আয়াতটি মক্কী। (আর তাতে তাঁর হাসির কারণও স্পষ্ট হয়।)

আমি বলি, সহীহতে 'পাঠ করলেন' শব্দ এ কথার বিরোধী নয় যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পাঠ করলেন। পক্ষান্তরে তার মক্কী হওয়ার কথা, তা যদি প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে এ কথা মানতেও কোন বাধা নেই যে, তা দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি সহীহ সনদ দ্বারা তার মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রমাণিত না হয়, তাহলে একটি আয়াত ছাড়া সূরাটি মক্কী। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

সূরা ফুস্‌স্বিলাত (হা-মীম সাজদাহ)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ} الآية ٢٢.

"তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না---এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না; উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন

([51]) হাদীসটি রয়েছে কাশফুল আসতার (১/৩০২)এ। আর তার সনদে রয়েছে স্বাদাকাহ বিন সাবেক। তাঁর অবস্থা অজ্ঞাত। ইবনে হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সাফাইয়ে কিছু বলেননি। তবে তাঁর সহযোগী বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস; যেমন হাকেমের নিকট রয়েছে।

না!” (হা-মীম সাজদাহ ঃ ২২)
বুখারী (১০/ ১৮২তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন স্বাল্ত বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ বিন যুরাই’, তিনি রওহ বিন কাসেম হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আবূ মা’মার হতে, তিনি ইবনে মাসঊদ হতে, তিনি এই আয়াত সম্বন্ধে বলেছেন,

{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ} الآية.

কুরাইশ গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল, যাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল সাক্বীফ গোত্রের সাথে। অথবা সাক্বীফ গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল, যাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল কুরাইশ গোত্রের সাথে। এরা দুজনে একটি ঘরে ছিল। তারা বলাবলি করল, ‘তোমরা কী মনে কর, আল্লাহ আমাদের কথা শোনেন?’ তাদের কেউ বলল, ‘কিছু কিছু কথা শুনতে পান।’ কেউ বলল, ‘কিছু কথা শুনতে পেলে সব কথাই শুনতে পান।’ তখন অবতীর্ণ হল,

{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ} الآية.

হাদীসটিকে বুখারী (১৭/২৭৬এ) পুনরুল্লিখিত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/ ১২২), তিরমিযী (৪/ ১৭৮) দুই সূত্রে, একটিকে সহীহ ও অপরটিকে হাসান বলেছেন। আহমাদ (১/৩৮১, ৪০৮, ৪২৬, ৪৪২, ৪৪৪), ত্বায়ালিসী (২/২৩), ইবনে জারীর (২৪/ ১০৯), বাইহাক্বী (আল-আসমাউ অস্স্বিফাত ১/ ১৭৭), ত্বাহাবী (মুশকিলুল আষার ১/৩৭)
সহীহ ও অন্যান্যতে কোন কোন সূত্রের বর্ণনায় আছে, তাদের একজন বলল, ‘তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ আমাদের কথা শোনেন?’ অন্য একজন বলল, ‘আমরা জোরে কথা বললে শোনেন, জোরে না বললে শোনেন না।’ তখন অন্যজনেরা বলল, ‘কিছু কথা শুনলে সব কথাই শোনেন।’ (সাহাবী) বলেন, তখন আমি এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

সূরা শূরা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} الآية ٢٣.

“বল, ‘আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।’ আর যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতীব গুণগ্রাহী।” (শূরা ঃ ২৩)
আহমাদ (১/২২৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা, তিনি শু’বাহ হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালেক বিন মাইসারাহ, তিনি ত্বাউস হতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল,
(অন্য এক সূত্র) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন দাঊদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শু’বাহ, তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করেছেন আব্দুল মালেক, তিনি বলেন, আমি শুনেছি ত্বাউস বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল,

{قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}

সাঈদ বিন জুবাইর বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আত্মীয়তা। ইবনে আব্বাস বললেন, ‘তুমি তাড়াহুড়া করলে।’ আসলে কুরাইশের এমন কোন শাখা গোত্র ছিল না, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। তাই অবতীর্ণ হল,

{قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}

অর্থাৎ, ‘আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদের নিকট হতে আমার ও তোমাদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।’
হাদীসটি শু’বার হাদীস রূপে বুখারীতে রয়েছে। তবে তাতে ‘তাই অবতীর্ণ হল’ কথাটি নেই।
উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারী (২৫/২৩), আর তাতে আছে, ‘সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যতীত, যা আমার ও তোমাদের মাঝে আছে, তা অক্ষুণ্ন রাখো।’
আল-মাত্বলিবুল আলিয়াহ (৩/৩৬৮)তে হাফেয আহমাদ বিন মানী’র উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ‘সহীহ’

বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ} الآية ٢٧.

“আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে রুযীতে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদেরকে সম্যক জানেন এবং দেখেন।” (শূরা ঃ ২৭)
ইবনে জারীর (২৫/৩০এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইবনে অহাব, তিনি বলেন, আবূ হানী' (হুমাইদ বিন হানী' খাওলানী) বলেছেন, আমি আম্‌র বিন হুরাইষ ও অন্যান্যের কাছে শুনেছি, তাঁরা বলেছেন, এই আয়াত আসহাবে সুফ্‌ফা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ}.

এর কারণ, তাঁরা বলেছিলেন, ‘যদি আমাদের হতো।’ সুতরাং তাঁরা কামনা করেছিলেন।
আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সিনান ক্বায্‌যায, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আব্দুর রহমান মুক্বরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাইওয়াহ, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন আবূ হানী', তিনি আম্‌র বিন হুরাইষকে বলতে শুনেছেন, ‘আসলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে---।’ অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
হাদীসটির ব্যাপারে হাইষামী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/ ১০৪এ) বলেছেন, এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী। আর তাতে আছে, ‘কারণ তাঁরা দুনিয়া কামনা করেছিলেন।’
উদ্ধৃত করেছেন ওয়াহেদী আসবাবুন নুযূলে ও আবূ নুআঈম হিলয়্যাহ (১/৩৩৮)এ।
আলী বিন আবূ তালেব হতে অনুরূপ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/ ৪৪৫) এবং তা ‘সহীহ’ বলেছেন। আর যাহাবী বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ হওয়ার চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন।

একটি সতর্কতা ঃ
আম্‌র বিন হুরাইষ ঃ তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারটা বিতর্কিত; যেমন আল-ইস্বাবাহতে রয়েছে।

সূরা যুখরুফ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} الآية ٥٧.

“যখন মারয়্যাম-তনয় (ঈসা)র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ ক’রে দেয়।” (যুখরুফ ঃ ৫৭)
আহমাদ (১/৩১৭তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাশেম বিন কাসেম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাইবান, তিনি আস্বেম হতে, তিনি আবূ রাযীন হতে, তিনি ইবনে আকীলের স্বাধীনকৃত দাস আবূ য়্যাহয়্যা হতে, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস বললেন, ‘আমি কুরআনের একটি আয়াত জানি, যার বিষয়ে কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। সুতরাং জানি না যে, লোকেরা কি তা জানে, তাই জিজ্ঞাসা করেনি? নাকি অসতর্কতার জন্য প্রশ্ন করেনি?’ অতঃপর তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন। এরপর যখন তিনি উঠে গেলেন, তখন আমরা পরস্পরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম যে, কেন আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি? সুতরাং আমি বললাম, ‘আমি এর জন্য প্রস্তুত, আগামী কাল (বিকালে বা সন্ধ্যায়) এলে।’ তিনি পরের দিন (বিকালে বা সন্ধ্যায়) এলে আমি বললাম, ‘হে ইবনে আব্বাস! আপনি গতকাল উল্লেখ করেছিলেন যে, কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে আপনাকে কোন লোকে কক্ষনো জিজ্ঞাসা করেনি। সুতরাং আপনি জানেন না যে, লোকেরা কি তা জানে, তাই জিজ্ঞাসা করেনি? নাকি আয়াতটির প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপ করেনি। (আমি বললাম,) আপনি আমাকে ঐ আয়াতটি এবং ওর পূর্বে যেটা পড়েছেন সেটির বিষয়ে বলে দিন।’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ (বলছি)।’ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশকে বললেন, “হে কুরাইশ দল! আল্লাহ ছাড়া পূজিত ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই।” আর কুরাইশ জানত যে, খ্রিস্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামের পূজা করে এবং মুহাম্মাদের ব্যাপারে কী বলে। সুতরাং তারা বলল, ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে করো না যে, ঈসা নবী ছিলেন এবং আল্লাহর বান্দাগণের একজন নেক বান্দা ছিলেন? তাহলে তুমি

যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তাদের উপাস্যগুলি তেমন, যেমন তুমি বলছ।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ}

"যখন মারয়্যাম-তনয় (ঈসা)র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ ক'রে দেয়।" (যুখরুফ ঃ ৫৭)
(আবূ য়্যাহয়্যা) বলেন, আমি বললাম, 'শোরগোল করে' মানে কী? তিনি বললেন, 'হৈচৈ করে।'

{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ}

"নিশ্চয় ঈসা কিয়ামতের একটি নিদর্শন।" (যুখরুফ ঃ ৬১)
বললেন, তা হল কিয়ামতের পূর্বে ঈসা বিন মারয়্যাম ﷺ-এর আবির্ভাব।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ত্বাহাবী (মুশকিলুল আষার ১/৪৩১এ)।
আবূ রাযীনের নাম হল মাসঊদ বিন মালেক। তাঁর ব্যাপারে আবূ যুরআহ 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন।
আবূ য়্যাহয়্যর নাম মিসদা'। তাঁর নিকট থেকে একদল (রাবী) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়নি, বরং দুর্বল বলা হয়েছে। (তাহযীবুত তাহযীব) সুতরাং এই সনদে হাদীসটি যয়ীফ।
হাদীসটির ব্যাপারে হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/১০৪)এ বলেছেন, আহমাদ ও ত্বাবারানী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ত্বাবারানীতে রয়েছে, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে ঈসাও ওদের উপাস্যদের মতো।' কিন্তু তার সনদে রয়েছে আস্বেম বিন বাহদালাহ। আহমাদ প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণ তাঁর সাফাই বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি মুখস্থ রাখাতে ভালো নন। বাকী বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। সুয়ূত্বী লুবাবুন নুকূলে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ।'
আর আমি বলি, ইমাম যাহাবী মীযানে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা হল আস্বেমের হাদীস হাসান।

একটি সতর্কতা ঃ

মুসনাদ ও তফসীর ইবনে কাষীরে আছে, 'কুরাইশ জানত যে, খ্রিস্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামের পূজা করে এবং মুহাম্মাদের ব্যাপারে কী বলে।'
আর মাজমাউয যাওয়ায়েদে আছে, কুরাইশ জানত যে, খ্রিস্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামের পূজা করে এবং মুহাম্মাদ কী বলে।'
সুতরাং ভেবে দেখা দরকার, কোন্ শব্দগুচ্ছ বেশি সঠিক। আমাদের শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সম্ভবতঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদে যা আছে, সেটাই বেশি সঠিক। যেহেতু তার অর্থ স্পষ্ট।'

সূরা দুখান

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} إلى قوله {إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} الآيات ١٠-١٥.

"অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে। এবং মানবজাতিকে তা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে। এ হবে মর্মান্তিক শাস্তি। তখন ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর হতে শাস্তি দূর কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।' ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি ক'রে? ওদের নিকট তো স্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রসূল এসেছিল। অতঃপর ওরা তাকে অমান্য ক'রে বলেছিল, (সে তো) শিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পাগল। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য দূর করলে, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাবে।" (দুখান ঃ ১০-১৫)
বুখারী (১/১৯২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি মুসলিম হতে, তিনি মাসরূক হতে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ) বলেছেন, এ ব্যাপারটা ঘটেছিল, কারণ কুরাইশ নবী ﷺ-এর অবাধ্যাচরণ করল। তখন তিনি তাদের উপর ইউসুফের আমলে দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষের বদ্দুআ করলেন। সুতরাং অনাবৃষ্টি ও কষ্ট এমনভাবে তাদের উপর আপতিত হল যে, পরিশেষে তাদেরকে (পশুর) হাড় খেতে হল। লোকে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় সে তার মাঝে ও আকাশের মাঝে ধোঁয়ার মতো কিছু

দেখতে পেল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(ইবনে মাসঊদ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি মুযার গোত্রের জন্য দুআ করুন। তারা ধ্বংস হয়ে গেল।' তিনি বললেন, "মুযারের জন্য? তুমি তো একজন দুঃসাহসী!' সুতরাং তিনি তাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন ফলে বৃষ্টি হল। তখন অবতীর্ণ হল,

{إِنَّكُمْ عَائِدُونَ}

"তোমরা তো (তোমাদের পূর্বাবস্থায়) আবার ফিরে যাবে।"

অতঃপর যখন তাদের অবস্থা সচ্ছল হল, তখন তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ}

"যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, (সেদিন) আমি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করব।" (দুখান ঃ ১৬)

(ইবনে মাসঊদ) বলেন, অর্থাৎ বদরের দিন।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/১৪১এ), আর তাতে রয়েছে, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহর কাছে এসে বলল, 'মসজিদে এক ব্যক্তিকে ছেড়ে এলাম, যে নিজ রায় দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যা করছে।

{يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছে, 'কিয়ামতের দিন মানুষের কাছে এমন ধোঁয়া আসবে, যা তাদের শ্বাসরোধ করবে। তাতে তাদের অবস্থা সর্দি লাগার মতো হবে।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'যে কোন ইল্‌ম জানে, সে যেন তা বলে। আর যে জানে না, সে যেন বলে 'আল্লাহ সবার চাইতে বেশি জানেন।' যেহেতু মানুষের বুদ্ধিমত্তা এই যে, যে বিষয় সে জানে না, সে বিষয়ে বলে, 'আল্লাহ সবার চাইতে বেশি জানেন।' আসলে ব্যাপারটা----। অতঃপর তিনি বাকী হাদীস উল্লেখ করেছেন। বুখারীতেও এ কথা রয়েছে।

আর উদ্ধৃত করেছেন, আহমাদ (১/৩৮১)।

সূরা জাষিয়াহ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} الآية ٢٤.

"ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; মহাকাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল ধারণা করে মাত্র।" (জাষিয়াহ ঃ ২৪)

ইবনে জারীর (২৫/১৫২তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুরাইব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনাহ, তিনি যুহরী হতে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়িব হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নবী ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলত, দিবা-রাত্রিই আমাদেরকে ধ্বংস করবে, সেই ধ্বংস করবে, সেই মৃত্যুদান করবে, আবার সেই আমাদেরকে পুনর্জীবিত করবে। তখন আল্লাহ তাঁর কিতাবে বললেন,

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}

"ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; মহাকাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।"

তিনি বলেছেন, তারা যুগকে গালি দিত। তখন মহান আল্লাহ বললেন, "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন করে থাকি।"

আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমরান বিন বাক্কার কালায়ী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা

করেছেন আবূ রাওহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, তিনি যুহরী হতে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়িব হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ।
হাদীসটিকে সুয়ূত্বী লুবাবে আবূ হুরাইরার মওকুফ হাদীসরূপে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর তাতে রয়েছে, তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন---এরপর আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।
হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীর (৪/ ১৫১)তে বলেছেন, হাদীসটিকে ইবনে জারীর খুব উদ্ভট শব্দাবলীর সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম আহমাদ বিন মানসূর হতে, তিনি সুরাইজ[৫২] বিন নু'মান হতে, তিনি ইবনে উয়াইনাহ হতে উক্ত হাদীস। সুতরাং তাঁর শব্দাবলী উদ্ভট হওয়ার কারণ আমি জানতে পারলাম না। পক্ষান্তরে তার সনদের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। হাফেয ফাত্‌হ (১০/ ১৯৫)এ উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।

সূরা আহক্বাফ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} الآية ١٠.

"বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, যদি এ (কুরআন) আল্লাহর নিকট হতে (অবতীর্ণ) হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, অথচ বানী ইস্রাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল, আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে?) নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (আহক্বাফ ঃ ১০)
আহমাদ (৬/২৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল মুগীরাহ আব্দুল কুদ্দূস বিন হাজ্জাজ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন স্বাফওয়ান বিন আম্র, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আওফ বিন মালেক হতে, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমি চলতে চলতে ইয়াহুদীদের ঈদের দিন মদীনায় তাদের এক গির্জায় প্রবেশ করলাম। তারা তাদের মাঝে আমাদের প্রবেশকে অপছন্দ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে ইয়াহুদের দল! তোমাদের মধ্যে বারোজন লোক দেখাও, যারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তাহলে আকাশের নিচে প্রত্যেক ইয়াহুদীর প্রতি আল্লাহ যে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, তা ক্ষমা ক'রে দেবেন।" এ কথা শুনে তারা চুপ থাকল। তাদের কেউ কোন উত্তর দিল না। পুনরায় নবী ﷺ তাদেরকে একই কথা বললেন। কিন্তু কেউ জবাব দিল না। তৃতীয়বার ফিরিয়ে বললেন। তাতেও কেউ উত্তর করল না। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, "তোমরা অস্বীকার করলে। আল্লাহর কসম! নিশ্চিতরূপে আমিই সব শেষে আগমনকারী, আমিই নির্বাচিত নবী। তাতে তোমরা বিশ্বাস কর অথবা মিথ্যাজ্ঞান কর।"
অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন। আর আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। পরিশেষে সেখান হতে বের হওয়ার উপক্রম হলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের পিছন থেকে ডাক দিল। 'থামুন হে মুহাম্মাদ।' সুতরাং তিনি মুখ ফিরালেন। লোকটি বলল, 'হে ইয়াহুদী জাতি! তোমরা আমাকে কেমন লোক জানো?' তারা বলল, 'আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্যে তোমার চাইতে, তোমার পিতার চাইতে আর তোমার পিতার আগে তোমার দাদার চাইতে বেশি আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে জ্ঞানী, সমঝদার অন্য কেউ আছে বলে জানি না।' লোকটি বলল, 'তাহলে (শোনো) আমি ওঁর জন্য সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উনি আল্লাহর সেই নবী, যাঁর কথা তোমরা তোমাদের তাওরাতে পাও।' তারা বলল, 'মিথ্যা বললে তুমি।' তারা তার কথার খন্ডন করল এবং তার ব্যাপারে খারাপ কথা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরাই মিথ্যা বললে। তোমাদের কথা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষণে একটু আগে তোমরা ওর যা প্রশংসা করার তা করছিলে। অতঃপর সে ঈমান আনলে তোমরা ওকে মিথ্যাবাদী বানালে এবং ওর ব্যাপারে যা বলার তাই বললে! সুতরাং ওর সম্বন্ধে তোমাদের কোন কথা কখনই মান্য করা যাবে না।'
আওফ বলেন, অতঃপর আমরা তিনজন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমি এবং আব্দুল্লাহ বিন সালাম সেখান হতে বের

---

(52) ইবনে কাষীরে রয়েছে 'শুরাইহ'। সঠিকটা আমরা বহাল করেছি।

হয়ে এলাম। তখন এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.

হাদীসটির ব্যাপারে হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/১০৬)এ বলেছেন, এটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাবীগণ 'সহীহ'র রাবী। উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যাম্‌আন ৫১৮পৃঃ), ত্বাবারানী (২৬/১২), হাকেম (মুস্তাদরাক ৩/৪১৬) আর তিনি বলেছেন, বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং যাহাবী তাতে একমত।

আমি বলি, মুসলিমের শর্তে সহীহ। কারণ বুখারী আব্দুর রহমান বিন জুবাইর আর না তাঁর পিতার হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ স্বাফওয়ান বিন আম্‌র, তাঁর হাদীস কেবল বিচ্ছিন্ন সনদে উদ্ধৃত করেছেন; যেমন তাহযীবুত তাহযীবে তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতিতে রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

একটি সতর্কতা ঃ

সহীহায়নে (বুখারী-মুসলিমে) আছে যে, মক্কা থেকে আগমনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ নিজেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আর তাতে অনুরূপ কাহিনী উল্লিখিত আছে। তবে তাতে উক্ত আয়াতের শানে-নুযূল নেই। আর উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ তাদের গির্জায় গিয়েছিলেন। এখন সমন্বয় সাধনের উপায় কী?

আপাততঃ পূর্ববর্তী উলামাগণের কোন উক্তি আমার মনে আসছে না। তবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার পর আব্দুল্লাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন ইয়াহুদীদের জমায়েতে গেলেন এবং তখন তারা তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর জানত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদের কাছে এলেন, তখন তাদেরকে যা বলার বললেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আপনি যদি এ সমন্বয়ে তুষ্ট হন অথবা আল্লাহ আপনাকে এর চাইতে আরো সুন্দর উপায় জানার তওফীক দান করেন, তাহলে উত্তম। নচেৎ সহীহায়নের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিন। বিশেষ ক'রে আওফ বিন মালেকের ব্যাপারে ওয়াক্বেদী বলেছেন, তিনি খাইবারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্যান্যরা বলেছেন, মক্কা-বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইবনে সা'দ বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর মাঝে ও আবুদ দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেছিলেন। (আল-ইস্বাবাহ ৩/৪৩)

আল-ইস্তীআব (আল-ইস্বাবাহ-সহ ৩/১৩১)এ আছে, তাঁর উপস্থিতির প্রথম যুদ্ধ হল খায়বারের যুদ্ধ। ত্বাবাকাত (৭/২)এ আছে, আওফ বিন মালেক আশজায়ী হুনাইনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হুনাই-যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন। মুস্তাদরাক (৩/৫৪৬)এ ওয়াক্বেদী হতে বর্ণিত আছে এখানকার মতোই। সুতরাং স্পষ্ট হয় যে, হাদীসটি সহীহ নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ} الآيات ٢٩-٣٠ إلى قوله { فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}.

"স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার (নবীর) নিকট উপস্থিত হল, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। (আহক্বাফ ঃ ২৯)

তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মূসার পরে, তা ওর পূর্ববতী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে, তা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" (আহক্বাফ ঃ ৩০)

হাকেম (২/৪৫৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উমার হাফেয, তিনি বলেন, আমাদেরকে অবহিত করেছেন আব্দান আহওয়াযী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শাইবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আহমাদ যুবাইরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, তিনি আস্বেম হতে, তিনি যির্র হতে, তিনি আব্দুল্লাহ

(বিন মাসঊদ) হতে, তিনি বলেছেন, বাত্বনে নাখলাহ (নামক জায়গায়) নবী ﷺ-এর নিকট জ্বিন অবতরণ করল, তখন তিনি কুরআন পড়ছিলেন। যখন তারা কুরআন শুনল, চুপ থাকল। বলল, 'চুপ থাকো।' তারা ছিল নয়জন। তাদের মধ্যে একজনের নাম যাওবাআহ। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} الآية إلى {ضَلال مُبِين}

সনদ সহীহ। কিন্তু বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে একমত।
এটিক হাফেয বাইহাক্বী হাকেমের এই সূত্রে দালায়িলুন নুবুউওয়াহ (২/ ১৩)তে উদ্ধৃত করেছেন।

সূরা ফাত্‌হ

বুখারী (১০/২১০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন ইসহাক সুলামী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যা'লা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয বিন সিয়াহ, তিনি হাবীব বিন আবূ সাবেত হতে, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়াইলের কাছে (কিছু) জিজ্ঞাসা করতে এলাম। তিনি বললেন, আমরা সিফ্‌ফীনে ছিলাম। এক ব্যক্তি বলল, 'তাদেরকে কি দেখ না, যাদেরকে মহান আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করা হচ্ছে।' আলী বললেন, 'হ্যাঁ।' সাহ্‌ল বিন হুনাইফ বললেন, 'তোমরা নিজেদের দোষ দাও। আমরা হুদাইবিয়ার দিন দেখেছি, যেদিন নবী ﷺ ও (মক্কার) মুশরিকদের মাঝে সন্ধি হয়েছিল। যদি যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করতাম, তাহলে যুদ্ধ করতাম। তখন উমার এসে বললেন, 'আমরা কি হকের উপর নই এবং ওরা কি বাতিলের উপর নয়? আমাদের নিহতরা কি জান্নাতে এবং ওদের নিহতরা কি জাহান্নামে নয়?' নবী ﷺ বললেন, 'অবশ্যই।' উমার বললেন, 'তাহলে আমরা কিসের জন্য আমাদের দ্বীনের মধ্যে হীনতা অর্পণ করব এবং আমরা ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেননি।' তিনি বললেন, "হে ইবনে খাত্ত্বাব! নিশ্চয় আমি আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহ আমাকে কখনই অবহেলিত করবেন না।" উমার ক্ষুব্ধ মনে ফিরে গেলেন। কিন্তু ধৈর্য না রাখতে পেরে আবূ বাকরের নিকট এসে বললেন, 'হে আবূ বাক্‌র! আমরা কি হকের উপর নই এবং ওরা কি বাতিলের উপর নয়? ' আবূ বাক্‌র বললেন, 'হে ইবনে খাত্ত্বাব! উনি তো আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহ তাঁকে কখনই অবহেলিত করবেন না।" তখন অবতীর্ণ হল সূরা ফাত্‌হ।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (২/ ১৪১), আর তাতে আছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হল। তিনি উমারের নিকট পাঠিয়ে তা তাকে পড়ালেন। উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এটা কী বিজয়?' তিনি বললেন "হ্যাঁ।" তখন তাঁর মন তুষ্ট হল।
উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৩/ ৪৮৬), ইবনে জারীর (২৬/৭০)।
উমারের হাদীস রূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১০/২০৫), তিরমিযী এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন। আর আহমাদ (১/৩১)। বাহ্যতঃ বুখারীতে তা মুরসাল। তবে যায়দ বিন আসলাম তিরমিযীর বর্ণনায় শোনার কথা স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তা মাওসূল বলে জানা গেল। এ কথা বলেছেন মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী (৪/ ১৮৫)তে।
উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ এবং আবূ দাঊদ জিহাদ অধ্যায়ে।
মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ ﷺ হতে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৬/৭১) এবং হাকেম (২/৪৫৯)এ, তিনি বলেছেন, হুদাইবিয়াহ থেকে ফিরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দেখা করতে আমরা (মদীনা থেকে) কুরাউল গামীম নামক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছলাম। দেখলাম, লোকেরা শীঘ্রপদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে যাচ্ছে। লোকেরা পরস্পর বলাবলি করছে, 'লোকেদের কী হয়েছে?' বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অহী করা হয়েছে। সুতরাং আমরা বের হলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরাউল গামীমের নিকট দন্ডায়মান অবস্থায় পেলাম। অতঃপর লোকেরা যখন তাঁর চারিপাশে জমা হল, তখন তিনি তাদের জন্য পাঠ করলেন,

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}

"নিশ্চয়ই (হে রসূল!) আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।" (ফাত্‌হ ঃ ১)
সূরা শুনে লোকেরা বলল, 'এটা কি বিজয়?' তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! নিঃসন্দেহে এটা বিজয়।"

হাকেম বলেছেন, 'এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস। কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' যাহাবী বলেছেন, 'মুজাস্মি' ও তাঁর পিতার কোন হাদীস মুসলিম উদ্ধৃত করেননি। অবশ্য তাঁরা উভয়ে নির্ভরযোগ্য।'
এখানে মুজাস্মি' (বিন ইয়া'কূব) সনদের একজন রাবী। (মুজাস্মি' বিন জারিয়াহ) সাহাবী উদ্দিষ্ট নন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الآية ٥.

"এটা এ জন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষদেরকে ও বিশ্বাসী নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপরাশি মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর নিকট মহা সাফল্য।" (ফাত্হ ঃ ৫)
আহমাদ (৩/১৪৩এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বাহ্য, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাম, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেছেন, আয়াতটি নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে হুদাইবিয়া থেকে ফিরার পথে। যখন তাঁর সাহাবাগণ দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত ছিলেন এবং তাঁদের মাঝে ও তাঁদের বাসস্থানের মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ফলে তাঁরা তাঁদের কুরবানী হুদাইবিয়াতে নহর করেছিলেন।

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} إلى قوله {صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا}

নবী ﷺ বললেন, "আমার উপর দুটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট সারা দুনিয়া হতে অধিক প্রিয়।" আনাস বলেন, অতঃপর যখন তিনি সে আয়াত দুটি পাঠ করলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, 'স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিময় হোক (আপনার জীবন) হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথে কী করা হবে, তা আপনার জন্য স্পষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সাথে কী করা হবে?' তখন মহান আল্লাহ তার পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} الآية.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমাদ মুসনাদের কয়েকটি জায়গায়, তার মধ্যে কিছু হল (৩/১৯৬, ২১৫, ২৫২)
উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (৮/৪৫৬) আর তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, 'স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিময় হোক' কথাটি ইকরামার উক্তি।
উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১২/১৪৩) আর তাতে রয়েছে মূল হাদীসটি, তাতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা নেই।
উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/১৮৫), ইবনে জারীর (২৬/৬৯), ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যাম্আন ৪৩৬পৃঃ), হাকেম (২/৪৫৯) এবং তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ।' আর যাহাবী তাতে একমত। তবে তাতে রয়েছে, খাইবার বিজয়ের কথা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} الآية ٢٤.

"তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন।" (ফাত্হ ঃ ২৪)
বুখারী (৬/২৫৭তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মা'মার, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন যুহরী, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন উরওয়াহ বিন যুবাইর, তিনি মিসওয়ার বিন মাখরামা ও মারওয়ান হতে, তাঁদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন করে। তাঁরা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। যখন সাহাবীগণ রাস্তার এক জায়গায় এসে পৌছলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, খালেদ বিন অলীদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে গামীম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকের রাস্তা ধর। আল্লাহর কসম! খালেদ মুসলিমদের

উপস্থিতির টেরও পেলো না। এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদেরকে সাবধান করার জন্য ঘোড়া দৌড়িয়ে চলে গেল। এদিকে আল্লাহ রসূল ﷺ অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে উপস্থিত হলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ চলে গেছে, তখন নবী ﷺ-এর উটনী বসে পড়ল। লোকেরা (তাকে উঠাবার জন্য) 'হাল-হাল' বলল। কিন্তু সে জেদ ধরে বসে রইল। লোকেরা বলল, 'কাসওয়া অবাধ্য হয়ে পড়েছে, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে পড়েছে।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "কাসওয়া অবাধ্য হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয়। বরং তাকে তিনিই আটকে দিয়েছেন, যিনি হস্তী-বাহিনীকে আটকে দিয়েছিলেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! কুরাইশরা আমার কাছে যে কোন এমন কর্মসূচি চাইবে, যাতে তারা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করবে, আমি তাদেরকে তা প্রদান করব।" অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে সত্বর উঠে দাঁড়াল।
(রাবী বলেন,) নবী ﷺ তাদের পথ ত্যাগ ক'রে হুদায়বিয়ার শেষ সীমানায় অল্প পানিবিশিষ্ট কূপের নিকট অবতরণ করলেন। লোকজন সেখান থেকে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল। এভাবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ ক'রে ফেলল এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ পেশ করা হল। আল্লাহর রসূল তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সে তীরটি সেই কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! তখন পানি উথলে উঠতে লাগল। এমনকি সকলেই তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পানি পান করে ফিরে গেলেন। এমন সময় বুদাইল বিন অরকা' খুযাঈ তার খুযাআহ গোত্রের কতিপয় লোকজন নিয়ে উপস্থিত হল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল বলল, 'আমি কা'ব বিন লুয়াই ও আমের বিন লুয়াইকে ছেড়ে এসেছি। তারা হুদাইয়িবার পর্যাপ্ত পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে বাচ্চাসহ দুগ্ধবতী অনেক উষ্ট্রী। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বাইতুল্লাহ যিয়ারতে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমরা তো কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরাহ করতে এসেছি। যুদ্ধ অবশ্যই কুরাইশদের দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সুতরাং তারা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি। আর তারা আমার ও (কাফের) লোকেদের মধ্যকার বাধা তুলে নেবে। অতঃপর যদি আমি তাদের উপর বিজয় লাভ করি, তাহলে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যেভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে, তারাও ইচ্ছা করলে তা করতে পারে। আর না হয় তারা এ সময়ে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমার গর্দান আলাদা না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আর অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" বুদাইল বলল, 'আমি আপনার কথা তাদের নিকট পৌঁছে দেব।' অতঃপর বুদাইল কুরাইশদের নিকট এসে বলল, 'আমি সেই ব্যক্তিটির নিকট থেকে এবং তাঁর নিকট কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে তোমাদেরকে তা শোনাতে পারি।' তাদের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা বলল, 'তার নিকট থেকে আমাদের নিকট তোমার কিছু বলার দরকার নেই।' কিন্তু তাদের জ্ঞানী লোকেরা বলল, 'তুমি তাকে যা বলতে শুনেছ, তা বল!' তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ যা যা বলেছিলেন, বুদাইল তাদেরকে সব শুনাল। অতঃপর উরওয়াহ বিন মাসঊদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে লোক সকল! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই।' উরওয়াহ বলল, 'তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই।' উরওয়াহ বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন অভিযোগ আছে?' তারা বলল, 'না।' উরওয়াহ বলল, 'তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকাযবাসীদের নিকট আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগত লোকদের নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিলাম?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, জানি।' উরওয়াহ বলল, 'এই ব্যক্তিটি তোমাদের নিকট একটি ভাল প্রস্তাব পেশ করেছে। তোমরা তা গ্রহণ কর এবং আমাকে তার নিকট যেতে দাও।' তারা বলল, 'আপনি তার নিকট যান।' অতঃপর উরওয়াহ নবী ﷺ-এর নিকট এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করল। নবী ﷺ তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনভাবে বুদাইলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। উরওয়াহ তখন বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি কী মনে করেন, যদি আপনি আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, তাহলে আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয় (অর্থাৎ পরাজয় হয়, তখন আপনার কী অবস্থা হবে?) আল্লাহর কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে

পাচ্ছি, যারা আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে যাবে।' তখন আবূ বাক্র ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেঁটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব?' উরওয়াহ বলল, 'ও কে?' লোকেরা বলল, 'আবূ বাক্র।' উরওয়াহ বলল, 'যার হাতে আমার প্রাণ আছে, আমি তাঁর কসম ক'রে বলছি, আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিশ্চয়ই আমি আপনার কথার জবাব দিতাম।'

(রাবী বলেন,) উরওয়াহ পুনরায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দাড়িতে হাত দিতে লাগল। মুগীরাহ বিন শু'বাহ নবী ﷺ-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিল একটি তরবারি ও মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। উরওয়াহ যখনই নবী ﷺ-এর দাড়ির দিকে হাত বাড়াল, মুগীরাহ তাঁর তরবারির হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত করল এবং বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দাড়ি থেকে তোমার হাত হটাও।' উরওয়াহ মাথা তুলে বলল, 'এ কে?' লোকেরা বলল, 'মুগীরাহ বিন শু'বাহ।' উরওয়াহ বলল, 'ওহে বিশ্বাসঘাতক! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিনি?'

মুগীরাহ জাহেলী যুগে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গী ছিলেন। একদা তাদেরকে হত্যা ক'রে তাদের সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবী ﷺ বলেছিলেন, "তোমার ইসলাম, আমি মেনে নিলাম। কিন্তু যে মাল তুমি এনেছ, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

অতঃপর উরওয়াহ নিজ চক্ষে সাহাবীদের দিকে লক্ষ্য করতে লাগল। (রাবী) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল ﷺ কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তাঁরা গায়ে-মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি ওযূ করলে তাঁর ওযুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে মারামারি করার উপক্রম হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরব থেকে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকাতেন না।'

অতঃপর উরওয়া তার সাথীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, 'হে আমার কওম! আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধি রূপে গেছি। কায়সার, কিসরা ও নাজাশী সম্রাটের দরবারে দূত হিসাবে গেছি; কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজা-বাদশাহকেই তাঁর অনুসারীদের এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা মুহাম্মাদকে করে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলে। তিনি তাদেরকে কোন আদেশ দিলে তা তারা সঙ্গে সঙ্গে পালন করে। তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবাগণের মধ্যে মারামারি করার উপক্রম হয়। তিনি কথা বললে, সাহাবাগণ নিশ্চুপ হয়ে শোনে। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকে দীর্ঘ-দৃষ্টিতে তাকায় না। তিনি তোমাদের নিকট একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও।'

তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও।' লোকেরা বলল, 'যাও।' সে যখন নবী ﷺ ও সাহাবাগণের কাছাকাছি এল, তখন আল্লাহ রসূল ﷺ বললেন, "এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান ক'রে থাকে। তোমরা তার নিকট কুরবানীর পশু পাঠাও।" সুতরাং তার নিকট তা পাঠানো হল এবং লোকেরা তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে তার সামনে এলো। তা দেখে ব্যক্তিটি বলল, 'সুবহানাল্লাহ! এমন সব লোকদেরকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়।' অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, আমি কুরাবানীর পশুগুলি দেখে এসেছি, সেগুলির গলায় 'কিলাদা' পরানো হয়েছে এবং (কুরবানী বলে তা) চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা'বা যিয়ারতে বাধা প্রদান সঙ্গত মনে করি না।'

তখন তাদের মধ্য থেকে মিকরায বিন হাফ্স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও।' তারা বলল, 'তাঁর নিকট যাও।' অতঃপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হল, তখন নবী ﷺ বললেন, "এ হল মিকরায, আর সে পাপাচারী ব্যক্তি।" সে নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহাইল বিন আম্র এল।

মা'মার বললেন, ইকরামা সূত্রে আইয়ূব আমাকে বলেছেন যে, যখন সুহাইল এল, (সুহাইল মানে সহজ।) তখন নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।"

মা'মার বলেন যুহরী তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহাইল বিন আম্র এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি।' অতঃপর নবী ﷺ লেখককে ডাকলেন। নবী ﷺ বললেন, "(লিখ) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" এতে সুহাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! রাহমান কে? আমরা তা জানি না। বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, তেমনি লিখুন, বিসমিকাল্লাহুম্মা।' মুসলিমগণ বললেন, 'আল্লাহ কসম! আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ব্যতীত অন্য কিছু লিখব না।' তখন নবী ﷺ বললেন, "লিখ, বিসমিকাল্লাহুম্মা।" অতঃপর বললেন, "এটা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহর রসূল।" তখন সুহাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল বলেই জানতাম, তাহলে আপনাকে কা'বার যিয়ারত থেকে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি লিখুন, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।' তখন নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আমি আল্লাহর রসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর। (হে আলী!) লিখ, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।"

যুহরী বলেন, এটি এ জন্য যে, তিনি বলেছিলেন, "তারা আমার কাছে যে কোন এমন কর্মসূচি চাইবে, যাতে তারা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করবে, আমি তাদেরকে তা প্রদান করব।" অতঃপর নবী ﷺ বললেন, "এই যে, আমাদের ও কাবা শরীফের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেবে। যাতে আমরা (নির্বিঘ্নে) তাওয়াফ করতে পারি।" সুহাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! আরববাসীরা যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা হতে পারে।' সুতরাং তা লেখা হল। সুহাইল বলল, 'এও লেখা হোক যে, আমাদের কোন ব্যক্তি যদি আপনার নিকট চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দ্বীন গ্রহণ ক'রে থাকে, তবুও তাকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দেবেন।' মুসলিমগণ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহণ ক'রে আমাদের নিকট এসেছে তাকে কেমন ক'রে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হতে পারে?'

এমন সময় (সুহাইলের ছেলে) আবু জান্দাল বিন সুহাইল বিন আম্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ি পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। সুহাইল বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হল, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেবেন।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এখনো তো চুক্তি সম্পাদিতই হয়নি।" সুহাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কোন বিষয়ে কখনো সন্ধি করব না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "কেবল এই ব্যক্তিটিকে আমার নিকট থাকার অনুমতি দাও।" সে বলল, 'না, এ অনুমতি আমি দেব না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "অবশ্যই, তুমি এটা কর।" সে বলল, 'আমি তা করব না।' মিকরায বলল, 'ঠিক আছে, আমরা তাকে আপনার নিকট থাকার অনুমতি দিলাম।' (কিন্তু যালেম পিতা তা মেনে নিল না।) আবু জানদাল বললেন, 'হে মুসলিম সমাজ! আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে? অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি।' আসলে আল্লাহর পথে তাঁর উপর অনেক নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

(রাবী) বলেন, উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূলের নিকট এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?' তিনি বললেন, "অবশ্যই।" আমি বললাম, 'আমরা কি হকের উপর নই এবং আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের উপর নয়?' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই।" আমি বললাম, 'তাহলে আমরা কিসের জন্য আমাদের দ্বীনের মধ্যে হীনতা অর্পণ করব।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। পরন্তু তিনিই আমার সাহায্যকারী।" আমি বললাম, 'আপনি কি আমাদেরকে বলতেন না যে, আমরা বায়তুল্লাহ যাব এবং তাওয়াফ করব?' তিনি বললেন, "অবশ্যই। তবে আমি কি এ বছরেই আসার কথা বলেছিলাম?" আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, "তুমি অবশ্যই কা'বাগৃহে যাবে এবং তাওয়াফ করবে।"

উমার ﷺ বলেন, অতঃপর আমি আবূ বাকরের নিকট গিয়ে বললাম, 'হে আবূ বাক্র! তিনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?' আবূ বাক্র বললেন, 'অবশ্যই।' আমি বললাম, "আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের উপর নয়?' আবূ বাক্র বললেন, 'নিশ্চয়ই।' আমি বললাম, 'তাহলে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের মধ্যে হীনতা অর্পণ করব।' আবু বাক্র বললেন, 'ওহে! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি তাঁর রবের অবাধ্যাচরণ করতে পারেন না। আর তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। তুমি তাঁর রেকাব

(আনুগত্য)কে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের উপর আছেন।' আমি বললাম, 'তিনি কি বলেননি যে, আমরা বায়তুল্লাহ যাব এবং তার তাওয়াফ করব?' আবূ বাক্র বললেন, 'অবশ্যই। কিন্তু তুমি এ বছরেই যে যাবে, এ কথা তিনি বলেছিলেন?' আমি বললাম, 'না।' আবূ বাক্র বললেন, 'তবে তুমি নিশ্চয়ই সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ করবে।'

যুহরী বলেন, উমার বলেছেন, 'আমি এর জন্য (অর্থাৎ সন্দেহ ও ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি।'

(বর্ণনাকারী) বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাদের বললেন, "তোমরা ওঠ এবং কুরবানী কর এবং মাথা কামিয়ে ফেল। (রাবী) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল ﷺ তিনবার তা বলার পরেও কেউ উঠলেন না। অতঃপর তাঁদের কাউকে উঠতে না দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ উম্মে সালামার নিকট এসে লোকেদের এই (অবাধ্য) আচরণের কথা উল্লেখ করলেন। উম্মে সালামাহ বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সঙ্গে কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং আপনার নাপিত ডেকে আপনার মাথা মুন্ডন ক'রে ফেলুন।' সুতরাং তিনি কারো সাথে কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং নাপিত ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী করলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন ছিল যে, বিষন্নতার ফলে যেন একে অপরকে হত্যা ক'রে ফেলবে।

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন।

তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١٠) سورة الممتحنة

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগ ক'রে আসলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান (বিশ্বাস) সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না; যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।" (মুমতাহিনাহ ঃ ১০)

সেদিন উমার দুজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল তাঁর মুশরিক স্ত্রী। তাদের একজনকে মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফইয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিয়ে করেন।

অতঃপর নবী ﷺ মদীনায় ফিরে এলেন। তখন আবূ বাসীর নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ ক'রে তাঁর নিকট এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য দুজন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে) বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন (তা পালন করুন)।' তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা ক'রে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলাইফা পৌঁছে অবতরণ করল এবং তাদের সঙ্গে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। এই অবসরে আবূ বাসীর তাদের একজনকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! হে অমুক! তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি।' সে ব্যক্তিটি তা বের ক'রে বলল, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি একাধিক বার তার পরীক্ষা করেছি।' আবূ বাসীর বললেন, 'তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও।' অতঃপর ব্যক্তিটি আবূ বাসীরকে তরবারিটি দিল। আবূ বাসীর সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে (মরে) ঠান্ডা হয়ে গেল। অতঃপর অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছল এবং দৌড়ে মসজিদে প্রবেশ করল। আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে দেখে বললেন, "এই ব্যক্তিটি ভয়ঙ্কর কিছু দেখে এসেছে।" অতঃপর ব্যক্তিটি নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম।' এমন সময় আবূ বাসীরও সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন ক'রে দিয়েছেন। আপনি আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে

পরিত্রাণ দিয়েছেন।’ নবী ﷺ বললেন, “সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী। কেউ যদি তাকে বিরত রাখত।” আবূ বাসীর যখন এ কথা শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে সমুদ্র-উপকূলে চলে এলেন।
(রাবী) বলেন, এদিকে আবূ জানদাল বিন সুহাইল কাফেরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবূ বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এভাবে কুরাইশের যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ ক’রে বের হতো, সেই আবূ বাসীরের সাথে মিলিত হতো। পরিশেষে তাঁদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তাঁরা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া বের হয়েছে, তখনই তাদের বাধা সৃষ্টি ক’রে তাদেরকে হত্যা ক’রে তাদের মাল-সামান কেড়ে নিতেন। সুতরাং কুরাইশরা নবী ﷺ-এর নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার অসীলা দিয়ে আবেদন করল যে, (আপনি আবূ বাসীরের নিকট বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান।) এখন থেকে তাঁর নিকট কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে। (কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে না)। অতঃপর নবী ﷺ তাঁদের নিকট নির্দেশ পাঠালেন। এ সময় আল্লাহ তা’আলা অবতীর্ণ করলেন,

{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} (٢٦) سورة الفتح

“তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। তারাই তো অবিশ্বাস করেছিল এবং তোমাদেরকে ‘মাসজিদুল হারাম’ হতে নিবৃত্ত করেছিল এবং কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে কুরবানীগাহে পৌঁছতে বাধা দিয়েছিল। যদি এমন কতকগুলো বিশ্বাসী নর ও নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জান না, অর্থাৎ তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে; ফলে তাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে; (তাহলে তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হত। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি) এ জন্যে যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ করুণায় শামিল করবেন। যদি তারা পৃথক হত, তাহলে আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম। যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা -- অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল।” (ফাত্হ ঃ ২৪-২৬)
তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করেনি, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ মেনে নেয়নি এবং বায়তুল্লাহ ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আব্দুর রায্যাক (৫/৩৪২), আহমাদ (৪/৩৩১), ইবনে জারীর (২৬/১০১)।
আর আনাস বিন মালেক হতে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (২/১৮৭), তিরমিযী (৪/১৮৫), আবূ দাউদ (৩/১৩), আহমাদ (৩/১২২, ১২৫) ও ইবনে জারীর (২৬/৯৪এ), মক্কাবাসীদের আশিজন লোক সশস্ত্র অবস্থায় তানঈম পাহাড় থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতরণ করল। তাদের ইচ্ছা ছিল নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে। তিনি তাদেরকে বিনা যুদ্ধে বন্দী করলেন এবং জীবন্ত ছেড়ে দিলেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ}.

উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৪/৮৭), হাইষামী (৬/১৪৫এ) বলেছেন, এর বর্ণনাকারিগণ ‘সহীহ’র রাবী।
উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৪৬১) এবং বলেছেন, ‘বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ।’ আর যাহাবী তাতে একমত।
উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৬/৯৪), বাইহাক্বী (৬/৩১৯) আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের হাদীস রূপে অনুরূপ।

একটি সতর্কতা ঃ

হাফেয বুখারীর হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাতহে বলেছেন, যেখানে বুখারী নিজ সনদে বলেছেন, তখন আল্লাহ (উল্লিখিত) আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

হাফেয বলেছেন, 'এমনটাই এখানে রয়েছে। এর বাহ্যিক ভাষ্য থেকে মনে হয়, আয়াতটি আবূ বাসীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ কথা বিবেচনাসাপেক্ষ্য। আর আয়াতটির প্রসিদ্ধ শানে-নুযূল হল, যা সালামাহ বিন আকওয়া' ও আনাস বিন মালেকের হাদীস রূপে মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন এবং আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালের হাদীস রূপে সহীহ সনদে আহমাদ ও নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন, আয়াতটি কুরাইশের সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলিমদের অসতর্ক অবস্থার সুযোগ নিয়ে অতর্কিতে হামলা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। কিন্তু তাঁরা তাদেরকে আয়ত্তাধীন করলেন এবং নবী ﷺ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হল। এ ছাড়া তার শানে-নুযূলে অন্য কিছুও বলা হয়েছে।'
আমি বলি, হাফেয (রাহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন, তার সমর্থন করে আয়াতে উল্লিখিত 'মক্কার উপত্যকায়' শব্দ। কারণ আবূ বাসীর ও তাঁর দল মক্কার উপত্যকায় ছিলেন না। আর আল্লাহই সবার চাইতে বেশি জানেন।

সূরা হুজুরাত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية١.

"হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (হুজুরাত ঃ ১)
বুখারী (৯/১৪৭এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মূসা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম বিন ইউসুফ, ইবনে আবী মুলাইকাহ হতে ইবনে জুরাইজ তাঁদেরকে খবর দিয়েছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তাঁদেরকে খবর দিয়েছেন যে, বানী তামীমের একটি কাফেলা নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করল। আবূ বাক্র বললেন, "কা'কা' বিন মা'বাদ বিন যুরারাহকে এদের আমীর বানিয়ে দিন।" আর উমার বললেন, "বরং আকরা' বিন হাবেসকে আমীর বানিয়ে দিন। আবূ বাক্র বললেন, "আমার বিরোধিতা করাই ওর উদ্দেশ্য।" উমার বললেন, "আমার উদ্দেশ্য আপনার বিরোধিতা নয়।" এরপর উভয়ে বাক্-বিতন্ডা করতে করতে পরিশেষে তাঁদের উভয়ের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। তখন এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} حتى انقضت.

হাদীসটিকে বুখারী পুনরায় উল্লেখ করেছেন তফসীর অধ্যায় (১০/২১৪তে) হাসান বিন মুহাম্মাদের সূত্রে, তিনি হাজ্জাজ হতে, তিনি ইবনে জুরাইজ হতে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} الآية ٢.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।" (হুজুরাত ঃ ২)
বুখারী (১০/২১২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাসারাহ বিন স্বাফওয়ান বিন জামীল লাখমী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নাফে' বিন উমার, তিনি ইবনে আবী মুলাইকাহ হতে, তিনি বলেছেন, শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তি ঃ আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। বানী তামীমের কাফেলা যখন আগমন করল, তখন উভয়ে নিজেদের আওয়াজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উঁচু করলেন। আসলে তাঁদের একজন বানী মুজাশে' গোত্রের আকরা' বিন হাবেসকে (তাদের আমীর বানানোর) পরামর্শ দিলেন। আর অপরজন অন্যকে। নাফে' বলেন, তার নাম আমার মনে নেই। তখন আবূ বাক্র উমারকে বললেন, 'আমার বিরোধিতাই আপনার উদ্দেশ্য।' উমার বললেন, 'আপনার বিরোধিতা আমার উদ্দেশ্য নয়।' সুতরাং এই বিতন্ডায় উভয়ের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} الآية

ইবনে যুবাইর বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিচু শব্দে কথা বলতেন।

এমনকি তিনি উমারের নিকট বুঝতে চাইতেন। আর তিনি তাঁর নানা অর্থাৎ আবূ বাকূর সম্পর্কে এমন কথা উল্লেখ করেননি।
হাদীসটিকে বুখারী ই'তিস্বাম অধ্যায় (১৭/৩৯)এও উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/ ১৮৫), আর তাতে আব্দুল্লাহ বিন আবী মুলাইকার স্পষ্ট করা রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তাঁকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এটাকে 'হাসান' বলেছেন।
উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৪/৬), ত্বাবারী (২৬/ ১১৯) আর তাতে রয়েছে নাফে'র উক্তি, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী মুলাইকাহ, তিনি ইবনে যুবাইর হতে। সুতরাং হাদীসের মওসূল হওয়ার কথা জানা গেল। যেমন হাফেয ফাত্হ (১০/২১২)তে এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الآية ٩.

"বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" (হুজুরাত ঃ ৯)
বুখারী (৬/২২৬এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মু'তামির, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, আনাস ﷺ বলেছেন, নবী ﷺ-কে বলা হল, যদি আপনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কাছে যেতেন। সুতরাং তিনি একটি গাধার পিঠে চড়ে রওনা হলেন এবং মুসলিমরা তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। জায়গাটা ছিল তৃণ-বৃক্ষহীন। নবী ﷺ যখন তার কাছে এলেন, তখন সে বলল, 'আপনি আমার নিকট থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহর কসম! আপনার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' এ কথা শুনে ওঁদের মধ্যে একজন আনসারী বললেন, 'আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গাধা তোমার চাইতে বেশি সুগন্ধময়।' এতে আব্দুল্লাহর পক্ষ নিয়ে তার গোত্রের একটি লোক রেগে গেল। ফলে দুজনে গালাগালি শুরু ক'রে দিল। অতঃপর প্রত্যেকের পক্ষ নিয়ে উভয়ের সাথীরা ক্রোধান্বিত হল। সুতরাং তাদের মাঝে খেজুর ডাল, জুতা ও হাত দিয়ে মারামারি শুরু হয়ে গেল। আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.

হাদীসটিকে হাফেয বিন কাষীর (৪/২১১তে) মু'তামিরের সূত্রে মুসনাদে আহমাদ হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, বুখারী এটিকে সন্ধি অধ্যায়ে মুসাদ্দাদ হতে এবং মুসলিম যুদ্ধ-অভিযান অধ্যায়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আ'লা হতে, উভয়ে মু'তামির বিন সুলাইমান হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৬/ ১২৮এ)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} الآية ١١.

"হে বিশ্বাসিগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী।" (হুজুরাত ঃ ১১)
তিরমিযী (৪/ ১৮৬তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক জাওহারী বাসরী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ যায়দ হারাবীর সঙ্গী, তিনি শু'বাহ হতে, তিনি দাউদ বিন আবূ হিন্দ হতে, তিনি বলেছেন, আমি শা'বীকে আবূ জাবীরাহ বিন যাহ্হাক হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দুটি বা তিনটি নাম হতো। সুতরাং কোন কোন নামে ডাকলে সম্ভবতঃ সে তা অপছন্দ করত। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}
এটা হাসান-সহীহ হাদীস। আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ সালামাহ য়্যাহয়্যা বিন খালাফ অনুরূপ। আর আবূ জাবীরাহ বিন যাহ্হাক হলেন সাবেত বিন যাহ্হাক আনসারীর ভাই।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ (৪/৪৪৫), ইবনে মাজাহ (৩৭৪১নং), আহমাদ (৪/৬৯) আবূ জাবীরাহ হতে, তিনি তাঁর চাচা হতে। হাইষামী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১১১তে) বলেন, 'এর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। এ ছাড়া আহমাদ আরো উল্লেখ করেছেন (৫/৩৮০তে) তাঁর এক চাচা হতে।
উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (আল-আদাবুল মুফরাদ ১২১পৃঃ), ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যাম্আন ৪৩৬পৃঃ), ইবনে জারীর (২৬/১৩২), হাকেম (২/৪৬৩, ৪/২৮২), আর তিনি প্রথমটির ব্যাপারে বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তে সহীহ।' এবং দ্বিতীয়টির জন্য বলেছেন, 'সনদ সহীহ।' আর যাহাবী উভয় জায়গাতে একমত।

একটি সতর্কতা ঃ

আবূ জাবীরার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। আবূ আহমাদ এবং তাঁরই অনুসরণে ইবনে আব্দুল বার্র বলেছেন, 'কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাহাবী। আর কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাহাবী নন।' ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, 'তিনি যে সাহাবী, সে কথা আমি জানি না।' হাফেয আল-ইস্বাবাতে বলেছেন, 'আমি বলি, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে ও আসহাবুস সুনান তাঁর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাকীম সেটাকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী হাসান বলেছেন এবং হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।'
আমি বলি, বাহ্যতঃ মনে হয়, তাঁর সাহাবী হওয়া প্রমাণিত। নচেৎ তিনি তাবেঈ হলে যাঁরা তাঁর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তাঁরা সকলে অবশ্যই সতর্ক করতেন যে, (তিনি তাবেঈ) হাদীসটি মুরসাল। আর যিনি জানেন, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ, যিনি জানেন না।
পরন্তু এ হাদীসটি তাঁর এক চাচা থেকেও বর্ণিত হয়েছে[৫৩]---যেমন রয়েছে মুসনাদে আহমাদ (৪/৬৯ ও ৫/৩৮০)তে---'নবী ﷺ আগমন করলেন, আর আমাদের প্রত্যেকের একটি বা দুটি ক'রে খেতাব ছিল।' হাইষামী (৭/১১১তে) বলেছেন, 'এর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। সুতরাং হাদীস (সহীহ) প্রমাণিত হল। আল-হামদু লিল্লাহ।

সূরা ক্বামার

তিরমিযী (৪/১৯১এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দ্ বিন হুমাইদ, তিনি আব্দুর রায্যাক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-এর নিকট একটি (অলৌকিক) নিদর্শন দেখতে চাইল। সুতরাং মক্কাতে দুইবার চাঁদ দুখন্ড হয়েছিল এবং অবতীর্ণ হয়েছিল,
{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} إلى قوله {سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ}
"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা তো চিরাচরিত যাদু।' (ক্বামার ঃ ১-২)
(মুস্তামির্র) অর্থাৎ, বিলীয়মান। এটা হাসান-সহীহ হাদীস।
হাদীসটির মূল রয়েছে বুখারী-মুসলিমে। কিন্তু তাতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা স্পষ্ট নেই। আর উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারী (২৭/৮৫), বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুওয়াহ ২/৪২), হাকেম (২/৪৭১) এবং তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে।' যাহাবী স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হাদীসটির মূল ইবনে মাসঊদ সূত্রে অনুরূপ বুখারী-মুসলিমে আছে।
ইবনে আব্বাস ﷺ হতে 'সহীহ'র রাবীর সনদে ত্বাবারানী উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার চন্দ্রগ্রহণ হল। (কাফেররা) বলল, 'চাঁদকে যাদু করা হয়েছে।' তখন অবতীর্ণ হল,
{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ}
হাফেয ইবনে কাষীর আল-বিদায়াতু অন-নিহায়াহ গ্রন্থে (৩/১২০এ) বলেছেন, 'এর সনদ উত্তম। আর

---

(53) ওয়াহেদীর আসবাবুন নুযূলে আছে, তাঁর পিতা হতে ও তাঁর এক চাচা হতে।

তাতে রয়েছে, সেই রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ ছিল। তাই সম্ভবতঃ গ্রহণের রাতেই বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই জন্য পৃথিবীর অনেক অধিবাসীর কাছে ব্যাপারটি অজানা থেকে যায়।'
তিনি ৬/৭৫-৭৬এ বলেছেন, এর শব্দাবলী উদ্ভট। আর পূর্বোক্ত কথার অনুরূপ কিছু উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} الآيتان ٤٨، ٤٩.

"যেদিন তাদেরকে উপুড় ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (সেদিন বলা হবে) 'সাক্বার (জাহান্নামে)র যন্ত্রণা আস্বাদন কর।' (ক্বামার ঃ ৪৮)
নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (ক্বামার ঃ ৪৯)
মুসলিম বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাকর বিন আবী শাইবাহ ও আবূ কুরাইব, উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অকী', তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি যিয়াদ বিন ইসমাঈল হতে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর মাখযূমী, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, কুরাইশের মুশরিকরা তকদীর নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বাক্-বিতন্ডা করতে এল। তখন অবতীর্ণ হল,

{يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৩/২০৪, ৪/১৯১) এবং উভয় স্থানে বলেছেন, 'হাসান-সহীহ।' ইবনে মাজাহ (৮৩নং), আহমাদ (২/৪৪৪, ৪৭৬), ইবনে জারীর (২৭/১১০), বাইহাক্বী (শুআবুল ঈমান ১/১৩৬), বুখারী (খালক্বু আফআলিল ইবাদ ১৯পৃঃ)[৫৪] এবং তিনি এর একটি সাক্ষ্য বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস বিন হারেষ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন শুআইব, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ}

"নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও শাস্তির মধ্যে রয়েছে।" (ক্বামার ঃ ৪৭)
এই আয়াতটি তকদীর অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।
অতঃপর বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটি ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতেও বর্ণনা করা হয়।
আর উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারী (কাবীর ৫/৩১৯) যুরারাহ সূত্রে, যাঁর কোন সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়নি এবং তার সনদে ইবনে যুরারাহও অস্পষ্ট।

সূরা ওয়াক্বিআহ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} الآية ٨٢.

"এবং তোমরা মিথ্যাজ্ঞানকেই তোমাদের উপজীব্য ক'রে নেবে?" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৮২)
মুসলিম (২/৬০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্বাস বিন আব্দুল আযীম আম্বারী, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নায্র বিন মুহাম্মাদ, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরামাহ (বিন আম্মার), তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ যুমাইল, তিনি বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস, তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে লোকেদেরকে বৃষ্টি দান করা হল। নবী ﷺ বললেন, "কিছু লোক কৃতজ্ঞ ও কিছু লোক অকৃতজ্ঞ (কাফের) হয়ে সকাল করেছে।" তারা বলেছে, 'এ হল (আল্লাহর) রহমত।' কিছু লোক বলেছে, 'অমুক অমুক রাশির কথা সত্য হল।' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

---

([৫৪]) তাঁরা সকলেই ইসমাঈল বিন যিয়াদ মাখযূমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর ব্যাপারে ইবনে মাঈন 'যয়ীফ' বলেছেন। আলী বিন মাদীনী বলেছেন, 'মক্কার একজন পরিচিত লোক।' আবূ হাতেম বলেছেন, 'তাঁর হাদীস লেখা যাবে।' নাসাঈ বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে সমস্যা নেই।' (তাহযীবুত তাহযীব) সুতরাং উক্ত সকল ইমামের উক্তি থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, তাঁর হাদীসের 'হাসান' স্তরের নিচে। তবে উল্লিখিত সাক্ষ্য-বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি শক্তিশালী হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

{فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} حتى بلغ {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}.
নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, শায়খ আবূ আম্র (ইবনে স্বালাহ) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য এই নয় যে, উক্ত সকল আয়াতই রাশির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তার অর্থ ও তফসীর সে কথা অস্বীকার করে। আসলে এ ব্যাপারে কেবল মহান আল্লাহর এই আয়াত,

{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

অবতীর্ণ হয়েছে। বাকী অন্য ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অবতীর্ণ হওয়ার সময় কারণসমূহ একত্রিত হয়েছে, তাই সবগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে।
শায়খ আবূ আম্র (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এ কথার একটা প্রমাণ এই যে, ইবনে আব্বাস কর্তৃক কিছু বর্ণনায় এই সামান্য অংশ উল্লেখ ক'রে সংক্ষেপ করা হয়েছে।'

সূরা মুজাদালাহ

আহমাদ (৬/৪৬এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়াহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আ'মাশ, তিনি তামীম বিন সালামাহ হতে, তিনি উরওয়াহ হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি বলেছেন, সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা, যাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দতে পরিব্যাপ্ত। বাদানুবাদকারী মহিলা রসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলছিল, আর আমি ঘরের এক কোণে ছিলাম। সে কি বলছিল আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মহান আল্লাহ (সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়ে) অবতীর্ণ করলেন,

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى آخر الآية.

"(হে রসূল!) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (মুজাদালাহ্ঃ ১)
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন বুখারী (১৭/১৪৩) বিচ্ছিন্ন সনদে , নাসাঈ (৬/১৩৭), ইবনে মাজাহ (১৮৮, ২০৬৩নং), ইবনে জারীর (২৮/৫-৬), হাকেম (২/৪৮১) এবং তিনি বলেছেন, 'সনদ সহীহ।' আর যাহাবী তাতে একমত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} الآية ٨.

"তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমাকে এমন শব্দ দ্বারা অভিবাদন জানায়, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন জানাননি। তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?' জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি; সেখানে তারা প্রবেশ করবে। সুতরাং কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!" (মুজাদালাহ্ঃ ৮)
আহমাদ (৬/১৭০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুস স্বামাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ, তিনি আত্বা' বিন সায়েব হতে, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আম্র হতে, তিনি বলেছেন, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলত, 'সাম আলাইক।' অতঃপর তারা মনে মনে বলত, 'আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} إلى آخر الآية.

হাদীসটির ব্যাপারে হাইষামী (৭/১২২এ) বলেছেন, হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন আহমাদ, বায্যার ও ত্বাবারানী। এর সনদ উত্তম। কারণ হাম্মাদ আত্বা' বিন সায়েব হতে সুস্থ অবস্থায় শুনেছেন।
আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৪/১৪৭), আহমাদ (৬/২২৯), ইবনে জারীর (২৮/১৪) আয়েশার হাদীস রূপে অনুরূপ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} الآية ١٤.

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত? তারা (মুনাফিকগণ) তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদেরও দলভুক্ত নয়। আর তারা জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে।" (মুজাদালাহ্ঃ ১৪)

আহমাদ (১/২৪০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি সিমাক বিন হার্ব হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের নিকট এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে, যে শয়তানের চোখে দর্শন করে অথবা শয়তানের দুই চোখ দিয়ে দর্শন করে।" অতঃপর একজন নীল বর্ণের লোক প্রবেশ করল। সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! কিসের জন্য তুমি আমাকে গালি দিয়েছ?' অতঃপর সে কসম খেতে লাগল। তিনি বলেন, আর মুজাদালার এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} والآية الأخرى.

হাদীসটিকে তিনি ২৬৮ ও ৩৫০ পৃষ্ঠায় পুনরুল্লিখিত করেছেন। হাইষামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে বলেছেন, এটিকে আহমাদ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন। আর সকলের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। অবশ্য তাতে আছে, রাসূল ﷺ-ই তাকে বলেছিলেন, 'কিসের জন্য তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দিয়েছ?' এমনটাই আছে মুসনাদ (২৬৭ ও ৩৫০)এ।

উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (মুস্তাদরাক ২/৪৮২তে) এবং তিনি বলেছেন, 'এটা মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস। কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৮/২৫)

হাদীসটিকে ইবনে আব্বাসের হাদীস রূপে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (১০/১৮৫), শাওকানী (২/৩৮৪তে) ত্বাবারানী, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদাওয়াইহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে তাতে আছে, আর অবতীর্ণ হল,

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} (٧٤) سورة التوبة

"তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলে যে, তারা (গালি) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা শুধু এই জন্য দোষারোপ করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর রসূল অভাবমুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তারা তওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী (অভিভাবক) হবে, আর না কোন সাহায্যকারী।" (তাওবাহঃ ৭৪)

সুতরাং হয় দুটি আয়াতই এক সাথে একই কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা সিমাক বিন হার্বের কাছে এটা গোলমাল হয়েছে। যেহেতু তিনি বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত রাবী; বিশেষ ক'রে বার্ধক্য আসার পরে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। মুজাদালার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বেশি বলিষ্ঠ। যেহেতু সিমাক হতে বর্ণনাকারী হলেন শু'বাহ। আর তাঁর নিকট হতে শু'বাহর শোনা পুরনো। (তাহযীবুত তাহযীব)

সূরা হাশ্র

বুখারী (১০/২৫৩তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন সুলাইমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হুশাইম, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বিশ্র, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, 'সূরা তাওবা (কখন অবতীর্ণ হয়েছে)?' তিনি বললেন, 'তাওবাহ লাঞ্ছনাকারী, অবতীর্ণ হতে থাকল 'আর তাদের মধ্যে----আর তাদের মধ্যে।' এমনকি তারা ধারণা করল, তাদের প্রত্যেকেরই কথা না ছেড়ে তাতে উল্লেখ করা হবে।' আমি বললাম, 'সূরা আনফাল?' তিনি বললেন, 'বদরে অবতীর্ণ হয়েছে।' আমি বললাম, 'সূরা হাশ্র?' তিনি বললেন, 'বানী নাযীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ

হয়েছে।’
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৮/ ১৬৫)
আর উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/ ৪৮৩) এবং বলেছেন, ‘বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ।’ আর যাহাবী তাতে একমত। বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুউওয়াহ ২/৪৪৪এ), আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইয়াহুদীদের একটি গোষ্ঠী বানী নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘটেছিল বদর-যুদ্ধের পর ছয় মাসের মাথায়। তাদের ঘরবাড়ি ও খেজুর-বাগান ছিল মদীনার উপকণ্ঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অবরোধ ক’রে রাখলেন। পরিশেষে তারা নির্বাসন শর্তে (দূর্গ ছেড়ে) নেমে এল। আর এই চুক্তিতে যে, অস্ত্র ছাড়া তাদের উটের পিঠে যত মাল-সামান আসে, তারা তা নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন,

{سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} إلى قوله {لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا}

“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে।” (হাশ্‌র ঃ ১-২)
সুতরাং নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পরিশেষে নির্বাসনের শর্তে সন্ধি করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে শাম দেশে নির্বাসিত করলেন। আর তারা ছিল এমন ইয়াহুদী বংশধর, যারা ইতিপূর্বে নির্বাসিত হয়নি।
আর আল্লাহ তাদের উপর এটা লিপিবদ্ধ করেছেন। তা না হলে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে দুনিয়াতে তাদেরকে শাস্তি দিতেন। আর তাঁর বাণী,

{لِأَوَّلِ الْحَشْرِ}

“প্রথম সমাবেশ”এর অর্থ এটাই ছিল দুনিয়ায় শাম দেশের প্রতি প্রথম সমাবেশ।

একটি সতর্কতা ঃ

হাকেমের হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে নয়। যেহেতু তাঁরা যায়দ বিন মুবারক ও মুহাম্মাদ বিন সওরের হাদীস বর্ণনা করেননি। অবশ্য তাঁরা নির্ভরযোগ্য। অতএব হাদীস সহীহ। কিন্তু তাঁর উক্তি ‘বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ’ আপত্তি আছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} الآية ০

“তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করেন।” (হাশ্‌র ঃ ৫)
বুখারী (৮/৩৩৫তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আদম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইষ, তিনি নাফে’ হতে, তিনি ইবনে উমার ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানী নাযীরের বুওয়াইরাহ নামক খেজুর-বাগান পুড়িয়ে দিলেন এবং (কিছু গাছ) কেটে ফেললেন। তখন অবতীর্ণ হল,

{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}.

হাদীসটিকে তিনি তফসীর অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১২/৫০-৫১), তিরমিযী (২/৩৭৭, ৪/ ১৯৫) আর উভয় জায়গাতেই তিনি বলেছেন, ‘এটা হাসান-সহীহ হাদীস।’ আবূ দাঊদ (২/৩৪২-৩৪৩, আহমাদ (২/ ১২৩, ১৪০), ইবনে জারীর (২৮/৩৪), বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুউওয়াহ (২/ ৪৫২)
ইবনে আব্বাস হতে তিরমিযী (৪/ ১৯৬এ) উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি তাকে ‘হাসান’ বলেছেন, মহান আল্লাহর বাণী,

{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا}

ইবনে আব্বাস বলেছেন, اللينة। মানে খেজুর গাছ।

{وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}

অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে নামতে বাধ্য করেছেন।

তিনি বলেন, মুসলিমদেরকে খেজুর গাছ কাটার আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হল। সুতরাং তাঁরা বললেন, 'আমরা কিছু গাছ কেটেছি, আর কিছু ছেড়ে রেখেছি। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করব, যা কেটেছি, তাতে কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে? আর যা ছেড়েছি, তাতে আমাদের গোনাহ আছে?' তখন অবতীর্ণ হল,

{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآية.

মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলেছেন, হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদাওয়াইহ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} الآية ٩.

"আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (তাদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যাদেরকে নিজ আত্মার কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" (হাশ্‌র ঃ ৯)

বুখারী (৮/১২০তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন দাউদ, তিনি ফুযাইল বিন গাযওয়ান হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মেহমান হয়ে এল। তিনি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কিছু আছে কি না তা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, 'আমাদের কাছে পানি ছাড়া কোন খাবার নেই।' ফলে তিনি ঘোষণা করে বললেন, "কে এর মেহমান-নেওয়াযী করবে?" এ কথা শুনে আনসারদের এক ব্যক্তি বলল, 'আমি, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তাকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।' স্ত্রী বলল, 'কিন্তু ঘরে তো বাচ্চাদের খাবার মত খাবার ছাড়া অন্য কিছু নেই।' স্বামী বলল, 'খাবার তৈরী কর। বাতি জ্বালিয়ে দাও। অতঃপর বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও!' মহিলা তাই করল। অতঃপর বাতি ঠিক করার ভান করে উঠে বাতিটাকে নিভিয়ে দিল। (নিয়ম হচ্ছে মেহমানের সাথে খাওয়া। কিন্তু খাবার ছিল মাত্র একজনের। ফলে মেহমানকে খেতে আদেশ করল এবং অন্ধকারে) তারা স্বামী-স্ত্রীতে এমন ভাব প্রকাশ করল যে, তারাও খানা খাচ্ছে! অতএব তারা উভয়ে বাচ্চাসহ উপবাসে রাত্রি অতিবাহিত করল! সকাল হলে লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "গত রাত্রে তোমাদের উভয়ের কান্ড দেখে আল্লাহ হেসেছেন।"

তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٩) سورة الحشر

অর্থাৎ, তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।

হাদীসটিকে তফসীর অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৪/১২-১৩), তিরমিযী (৪/১৪৯), ইবনে জারীর (২৮/৪৩), বুখারী (আল-আদাবুল মুফরাদ ২৫৮পৃঃ), হাকেম (৪/১৩০) এবং তিনি বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' এমনটাই তিনি বলেছেন। অথচ আপনি দেখছেন, তাঁরা (বুখারী-মুসলিম উভয়ে) হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন।

সূরা মুমতাহিনাহ

হাকেম (২/৪৮৫তে) বলেছেন, আমাকে খবর দিয়েছেন হামাযান শহরে কাযী আব্দুর রহমান বিন

হাসান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন হুসাইন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আদম বিন আবী ইয়াস, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অর্কা’, তিনি ইবনে আবী নাজীহ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﵄ হতে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহর বাণী,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (٢) لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٣)

“হে বিশ্বাসিগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে, তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরা অবিশ্বাসী হয়ে যাও। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা ক’রে দেবেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন।” (মুমতাহিনাহ ঃ ১-৩)

এগুলি অবতীর্ণ হয়েছে হাত্বেব বিন আবী বালতাআহ ও তাঁর সাথীদের কুরাইশের কাফেরদেরকে সতর্ক-পত্র লেখা প্রসঙ্গে।[৫৫]

আর মহান আল্লাহর বাণী,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٤) رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٥)

“অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।’ তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি

---

(৫৫) মক্কার কাফেরগণ এবং নবী ﷺ-এর মাঝে হুদাইবিয়াতে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল, মক্কার কাফেররা তা ভঙ্গ করল। এই জন্য নবী ﷺও গোপনে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হাত্বেব ইবনে আবী বালতাআ’ ﵁ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। কুরাইশদের সাথে তাঁর কোন আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি মক্কাতেই ছিল। তিনি ভাবলেন যে, মক্কার কুরাইশদেরকে যদি নবী ﷺ-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানিয়ে দিই, তাহলে এই অনুগ্রহের বদলায় তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযত করবে। তাই তিনি এই সংবাদটা লিখিত আকারে এক মহিলার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের নিকট প্রেরণ করলেন। এদিকে অহীর মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই তিনি আলী, মিক্বদাদ এবং যুবায়ের ﵃-দেরকে বললেন, “যাও, ‘রওয্বাতু খাখ’ নামক স্থানে মক্কাগামিনী একজন মহিলাকে পাবে; তার কাছে আছে একটি পত্র, সেটি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।” তাঁরা গিয়ে তাঁর কাছ থেকে পত্র উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, যা সে তার মাথার চুলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। তিনি হাত্বেব ﵁-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, “তুমি এ কাজ কেন করেছ?” তিনি বললেন, ‘আমি এ কাজ কুফ্রী এবং দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারণে করিনি, বরং অন্যান্য মুহাজির সাহাবীদের আত্মীয়-স্বজন মক্কাতে বিদ্যমান থাকায় তারা এঁদের (মুহাজির সাহাবীদের) সন্তান-সন্ততির হিফাযত করে। আমার সেখানে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। তাই আমি চিন্তা করলাম যে, আমি যদি তাদের কিছু জানিয়ে দিই, তবে তারা আমার অনুগ্রহের মূল্য দিয়ে আমার সন্তানদের হিফাযত করবে।’ রসূল ﷺ এ কথা সত্য জেনে তাঁকে কিছুই বললেন না। তবুও আল্লাহ সতর্কতা স্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। যাতে আগামীতে কোন মু’মিন কোন কাফেরের সাথে যেন এই ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। *(বুখারী সূরা মুমতাহিনার তাফসীর, মুসলিম ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়)---অনুবাদক*

ইব্রাহীমের উক্তি, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখি না।' (ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারিগণ বলেছিল,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (মুমতাহিনাহ ঃ ৪-৫)

"তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।" এই আয়াত দ্বারা মুসলিমদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা যেন পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনার অনুকরণ ক'রে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে।

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না।" অর্থাৎ, তুমি তাদের হাতে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না এবং তোমার পক্ষ থেকেও কোন আযাব দিয়ে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। তাহলে অবিশ্বাসীরা বলবে, 'ওরা যদি হকের উপর থাকত, তাহলে শাস্তি পেত না।'

(হাকেম বলেছেন,) 'এটা বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী তাতে একমত।[৫৬]

আমি বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত আলীর হাদীস উল্লেখে বিরত থেকেছি, কারণ হাফেয ফাত্হ (১০/২৬০)এ বলেছেন, হাদীসের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট করছে যে, উক্ত অতিরিক্ত অংশটুকু সন্নিবিষ্ট। আর মুসলিমও ইসহাক বিন রাহওয়াইহের সূত্রে সুফিয়ান হতে উদ্ধৃত করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, আয়াতের তিলাঅত সুফিয়ানের উক্তি। সুতরাং জানা গেল যে, ঘটনাটি সহীহায়নে প্রমাণিত। কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা এবং তা উল্লেখ করার কথা জটিলতাপূর্ণ। যেহেতু সুফিয়ান তাবে'-তাবেঈন।

তদনুরূপ {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ} আয়াতটির অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুফিয়ান সূত্রে এসেছে। সেটাও তাঁর নিজস্ব উক্তি। যেমন বুখারী (১৩/১৭) ও অনুরূপ আল-আদাবুল মুফরাদ (২৩পৃঃ)তে রয়েছে। আর ত্বায়ালিসী, আবূ য়্যা'লা, ইবনে জারীর প্রমুখের নিকট অন্য সূত্রে উক্ত বর্ণনা এসেছে, কিন্তু তাতে আছেন মুসআব বিন সাবেত। আর তিনি যয়ীফ; যেমন মীযানে রয়েছে। তাই আমি তা লিখিনি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} الآية ١٠.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগ ক'রে আসলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান (বিশ্বাস) সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না; যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা ফেরত চেয়ে নাও এবং অবিশ্বাসীরা ফেরত চেয়ে নিক, যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর ফায়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (মুমতাহিনাহ ঃ ১০)

বুখারী (/২৪০এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা বিন বুকাইর, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইষ, তিনি আকীল হতে, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি বলেছেন, আমাকে খবর দিয়েছেন উরওয়াহ বিন যুবাইর, তিনি মারওয়ান ও মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে শুনেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা থেকে জেনেছেন, সুহাইল বিন আমর সেদিন (হুদাইবিয়ার দিন) যে সন্ধি লিখেছিল, তাতে সুহাইল বিন আমর নবী ﷺ-এর উপরে আরোপিত শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত এই ছিল যে, 'আমাদের মধ্য হতে যে কেউ আপনার কাছে চলে এলে আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং আমাদের ও তার মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করবেন না; যদিও সে আপনার দ্বীন-অবলম্বী হয়।' মু'মিনরা এ শর্ত অপছন্দ করলেন এবং তাতে কষ্টাহত হলেন। কিন্তু সুহাইল এ ছাড়া

---

(৫৬) পরবর্তীতে আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, হাদীসটি যয়ীফ। যেহেতু আব্দুর রহমান বিন হাসান দাবী করেছেন যে, তিনি ইবরাহীম বিন হুসাইন বিন দীযীলের কাছে শুনেছেন। (আসলে তিনি শোনেননি।) অনুরূপ ইবনে আবী নাজীহ মুজাহিদ হতে তফসীর শোনেননি।

সন্ধি করতে অস্বীকার করল। সুতরাং নবী ﷺ এই শর্তকে মেনে নিয়েই সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করালেন। অতঃপর সেদিনেই তিনি আবূ জান্দালকে তাঁর পিতা সুহাইল বিন আমরের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং সেই চুক্তির মেয়াদে যে পুরুষই তাঁর কাছে এসেছিল, মুসলিম হলেও তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

মু'মিন মহিলারা হিজরত ক'রে (মদীনায়) এলেন। সেদিন যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বের হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উম্মে কুলষূম বিন্তে উক্ববাহ বিন মুআইত্ব। তিনি ছিলেন সদ্য-যুবতী। সুতরাং তাঁর বাড়ির লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানাল। কিন্তু তিনি তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন না। কারণ তাঁদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল,

{إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إلى قوله {وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.

উরওয়াহ বলেন, আমাকে আয়েশা জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে এই আয়াত দিয়ে পরীক্ষা করতেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ}[৫৭]

উরওয়াহ বলেন, আয়েশা বলেছেন, সুতরাং এই শর্তাবলী যে মেনে নিয়েছে, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কথার মাধ্যমে বলেছেন, 'আমি তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম।' আর আল্লাহর কসম! বায়াত গ্রহণে তাঁর হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমেই তাঁদের বায়আত গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটিকে তিনি এই খন্ডেরই ২৭৬ পৃষ্ঠায় সূরা ফাত্‌হে উল্লিখিত হাদীসের শব্দাবিন্যাসের সাথে পুনরুল্লিখিত করেছেন।

উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৪/৩৩১) দীর্ঘ হাদীসের শব্দবিন্যাসে। আব্দুর রায্যাক (৫/৪৩০), ইবনে জারীর (তারীখ ৩/৮২), আর তাঁর সনদ ৮০পৃষ্ঠায়। তফসীর (২৬/ ১০০, ২৮/৭১)এ।

সূরা স্বাফ্

দারেমী (২/২০০তে) বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন কাষীর, তিনি আওযায়ী হতে, তিনি য়্যাহয়্যা বিন কাষীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন সালাম হতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সাহাবা বসে কিছু আলোচনা করছিলাম। আমরা বললাম, 'যদি জানতাম, কোন্ কাজ মহান আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়, তাহলে আমরা সেই কাজ করতাম।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا} حتى ختمها

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন?----" (স্বাফ্ঃ ১-২)

আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে শেষ সূরা পর্যন্ত পাঠ করলেন। আবূ সালামাহ বলেন, ইবনে সালাম আমাদের কাছে (শেষ সূরা পর্যন্ত) পাঠ করলেন। য়্যাহয়্যা বলেন, আবূ সালামাহ আমাদের কাছে (শেষ সূরা পর্যন্ত) পাঠ করলেন। য়্যাহয়্যা আমাদের কাছে (শেষ সূরা পর্যন্ত) পাঠ করলেন। আওযায়ী আমাদের কাছে (শেষ সূরা পর্যন্ত) পাঠ করলেন। মুহাম্মাদ আমাদের কাছে (শেষ সূরা পর্যন্ত) পাঠ করলেন।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন আহমাদ (৫/৪৫২), তিরমিযী (৪/১৯৯) আর তাতে তিনি আওযায়ীকে নিয়ে যে মতভেদ রয়েছে, তা বিবৃত করেছেন। ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যাম্‌আন ৩৮৩পৃঃ), হাকেম (২/৬৯, ২৯৯, ৪৮৭) এবং তিনি তিন জায়গাতেই বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি।' আর যাহাবী তাতে একমত। অবশ্য প্রথম স্থানে তিনি আওযায়ীকে নিয়ে যে মতভেদ রয়েছে, তা বিবৃত করেছেন।

হাফেয ফাত্‌হ (১০/২৬৫)তে বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই সূরাটি শোনার ব্যাপার ধারাবাহিকভাবে একটি হাদীসে ঘটেছে, যার প্রথমাংশে তার শানে-নুযূল উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার সনদ সহীহ। অধিক উন্নত

---

[৫৭] এমনটাই হাদীসে রয়েছে। কিন্তু কুরআনে আছে

(সংক্ষিপ্ত) সনদে ধারাবাহিক হাদীসসমূহে এমন কম ঘটে থাকে।'
নুখবাতুল ফিকরের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, 'এটি হল সবচেয়ে সহীহ ধারাবাহিক হাদীস।'

সূরা জুমুআহ

বুখারী (৩/৭৫এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া বিন আম্র, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়েদাহ, তিনি হুস্বাইন হতে, তিনি সালেম বিন আবিল জা'দ হতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম (জুমআর খুতবা শুনছিলাম)। এমন সময় একটি খাদ্য-পণ্যবাহী কাফেলা এল। তা দেখে লোকেরা তার দিকে ছুটে গেল। পরিশেষে নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাত্র বারোজন অবশিষ্ট থাকল। তখন অবতীর্ণ হল,

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

"যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়।" (জুমুআহ ঃ ১১)
হাদীসটিকে বুখারী উদ্ধৃত করেছেন (৫/২০০, ২০৪, ১০/২৬৮তে)। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম ৬/১৫০-১৫১), তিরমিযী (৪/২০০) এবং তিনি বলেছেন, এটা হাসান-সহীহ হাদীস। আহমাদ (৩/৩৭০), ইবনে জারীর (২৮/১০৪-১০৫)
পক্ষান্তরে উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারী এমন সনদ-সূত্রে, যার বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী, এবং উদ্ধৃত করেছেন আবূ আওয়ানাহ; যেমন হাফেয ফাত্হ (৩/৭৬)এ বলেছেন, জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, ক্রীতদাসীদের বিয়ে হলে একমুখো তবলা ও বাঁশি বাজিয়ে বিয়ে-বাড়ির লোকেরা রাস্তা পার হতো। তখন লোকেরা নবী ﷺ-কে মেম্বরে খাড়া রেখে সেদিকে দৌড়ে যেত। তাই মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}.

তফসীর ইবনে জারীরে এমনটাই আছে। ফাত্হে আছে, লোকেদের বিবাহ হলে ক্রীতদাসীরা বাঁশি বাজাত। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাড়া রেখে সেদিকে ছুটে যেত। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল।
দুর্রে মানষূর (৬/২২১)এ আছে, নবী ﷺ জুমআর দিন লোকেদের মাঝে খুতবা দিতেন। তখন কারো বিয়ে হলে (অমুসলিম) বিয়ে-বাড়ির লোকেরা খেলাধূলা করত, বাদ্যযন্ত্র বাজাত এবং খেলা নিয়ে মসজিদের পাশ বেয়ে পার হতো। আর বাতহাতে পণ্য আমদানি হতো। (বর্ণনাকারী) বলেন, বাতহা ছিল মসজিদ সংলগ্ন বাক্বীউল গারক্বাদ লাগাও ফাঁকা জায়গায় একটি মজলিস (হাট)। বেদুইনরা যখন ঘোড়া, উট, ছাগল-ভেড়া এবং তাদের পণ্যদ্রব্য আমদানি করত, তখন বাতহাতে অবস্থান করত। অতঃপর খুতবায় বসে থাকা লোকে তা শুনলে খেলাধূলা ও ব্যবসার জন্য উঠে যেত এবং তাঁকে দন্ডায়মান অবস্থায় বর্জন করত। তাই আল্লাহ নবী ﷺ-এর জন্য মু'মিনদেরকে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন,

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

আমি দুর্রে মানষূর থেকে এটা নকল করলাম, যেহেতু ত্বাবারীর শব্দবিন্যাস অস্পষ্ট। আর যেহেতু তাতে রয়েছে এক সাথে দুটি শানে-নযূলের কথা।

সূরা মুনাফিক্বূন

বুখারী (১০/২৯৬এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন রাজা', তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি যায়দ বিন আরকাম হতে, তিনি বলেছেন, আমি একটি অভিযানে ছিলাম। শুনলাম আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলছে, 'আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা তাঁর নিকট থেকে সরে পড়ে। আর আমরা তাঁর নিকট থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।' সুতরাং আমি এ কথা আমার চাচা অথবা উমারকে বললাম। তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সুতরাং আমি তাঁকে খবর বললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গীদের

কাছে লোক পাঠালেন। (তারা এলে) তারা হলফ ক'রে বলল, তারা তা বলেনি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী ও ওকে সত্যবাদী ধারণা করলেন। তখন আমি এত দুঃখ পেলাম যে, তার মতো দুঃখ কখনই পাইনি। আমি ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, 'কী এমন উদ্দেশ্য ছিল তোমার, যাতে তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যাবাদী মনে করলেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন?' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}

অতঃপর নবী ﷺ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে (সূরাটি) পাঠ করলেন এবং বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী বলেছেন হে যায়দ!"

বুখারী হাদীসটিকে ২৭১, ২৭২ ও ২৭৩এও উল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১৭/১২০), তিরমিযী ৪/২০০) এবং তিনি এটিকে 'সহীহ' বলেছেন। আহমাদ (৪/২৭৩), হাকেম (২/৪৮৯) এর চাইতে দীর্ঘাকারে এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত হয়েছেন। ইবনে জারীর (তারীখ ৩/৬৫, তাফসীর ২৮/১০৯)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} .

"তারাই বলে, 'আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে।" (মুনাফিকুন ঃ ৭)

বুখারী (১০/২৭২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আদম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শু'বাহ, তিনি হাকাম হতে, তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাযী বলেছেন, আমি শুনেছি যায়দ বিন আরকাম বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন বলল, 'আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না। আর আমরা মদীনায় ফিরে গেলে---।' তখন আমি সে খবর নবী ﷺ-কে জানিয়ে দিলাম। এতে আনসারগণ আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই হলফ ক'রে বলল যে, সে তা বলেনি। সুতরাং আমি বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলে আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আমাকে বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।" আর অবতীর্ণ হল,

{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا} الآية.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/২০১) এবং বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।' মুবারকপুরী আহমাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর যায়দ বিন আরকাম হতে ইবনে আবী লায়লার হাদীসরূপে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৮/১০৯, ১১৩)

সূরা তাগাবুন

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} الآية ١٤.

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (তাগাবুন ঃ ১৪)

তিরমিযী (৪/২০২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন য়্যাহয়্যা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সিমাক বিন হার্ব, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তাঁকে এক ব্যক্তি এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ}

উত্তরে তিনি বললেন, মক্কার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ ক'রে নবী ﷺ-এর নিকট আসার ইচ্ছা পোষণ করল। কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তানগণ তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর নিকট যাবার জন্য ত্যাগ করতে অসম্মত হল। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবাগণকে দেখল, তাঁরা দ্বীনে বিদ্বান হয়ে গেছেন, তখন তাদের (পরিবার)কে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করল। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} الآية.

এটা হাসান-সহীহ হাদীস।

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৮/১২৪), হাকেম (২/৪৯০) এবং তিনি বলেছেন, 'সনদ সহীহ এবং বুখারী-মুসলিম উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে একমত।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম (তফসীর ইবনে কাষীর ৪/৩৭৬)

হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হলেন ইকরামাহ হতে সিমাক। আর ইকরামাহ হতে সিমাকের বর্ণনা বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত। সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ।[৫৮]

সূরা তাহরীম

বুখারী (১১/২৯৩এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন স্বাবাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ, তিনি ইবনে জুরাইজ হতে, তিনি বলেন, আত্বা ধারণা করেন যে, তিনি উবাইদ বিন উমাইরের কাছে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, নবী ﷺ যয়নাব বিন্তে জাহশের কাছে (কিছু সময়) অবস্থান ক'রে তাঁর কাছে মধু পান করতেন। সুতরাং আমি ও হাফসা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার কাছেই তিনি প্রবেশ করবেন, সে বলবে, 'আমি আপনার কাছ থেকে মাগাফীর[৫৯]-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফীর খেয়েছেন।' অতঃপর তিনি তাঁদের একজনের কাছে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে ঐ কথা বললেন। তিনি বললেন, "না, বরং আমি যয়নাব বিন্তে জাহশের কাছে মধু খেয়েছি। আর কক্ষনো তা খাব না।" তখন অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى {تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা অবৈধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায় এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (স্মরণ কর,) নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল, যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এটা অবহিত করল?' নবী বলল, 'আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।' যদি তোমরা উভয়ে (অনুতপ্ত হয়ে) আল্লাহর নিকট তওবা কর----" (তাহরীম ১-৪) উদ্দেশ্য আয়েশা ও হাফসা।

{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

"(স্মরণ কর,) নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন।" তাঁর উক্তি ছিল, "বরং আমি মধু পান করেছি।"

হাদীসটিকে বুখারী সনদ-সহ মূল বাক্যে সামান্য কিছু পরিবর্তিত আকারে পুনরুল্লিখিত করেছেন (১৪/৩৮৫)তে। অতঃপর শেষে তিনি বলেছেন, আর হিশাম সূত্রে ইবরাহীম বিন মূসা আমাকে বলেছেন, "আমি আর কক্ষনো খাব না, আমি হলফ করলাম। সুতরাং তুমি কাউকে এ খবর বলো না।"

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১০/৭৫), আবূ দাঊদ (৩/৩৮৬), আওনুল মা'বূদের প্রণেতা বলেছেন, মুনযিরী বলেছেন, হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আকারে।

---

(৫৮) এই বইয়ের 'সহীহ' নামকরণের সাথে উক্ত 'যয়ীফ' হাদীসকে উল্লেখ করার কারণ বুঝলাম না। তবে মুহাদ্দিস আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।-----অনুবাদক

(৫৯) এক প্রকার গাছের আঠাজাতীয় অপছন্দনীয় গন্ধময় খাবার।-----অনুবাদক

হাদীসটি রয়েছে নাসাঈ (৬/ ১২৩, ১৭/ ১৩), ইবনে সা'দ (৮/৭৬/ ১), আবূ নুআইম (হিলয়্যাহ ৩/২৭৬)এ। আর উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ (তফসীর ইবনে কাষীর ৪/৩৮৬), হাকেম (২/৪৯৩) এবং তিনি বলেছেন, 'মুসলিমের শর্তে' (সহীহ)। আর যাহাবী তাতে একমত। আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ক্রীতদাসী ছিল, তিনি তার সাথে সহবাস করতেন। আয়েশা ও হাফসার লাগাতার প্রচেষ্টায় পরিশেষে তিনি তাকে নিজের জন্য হারাম ক'রে দিলেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} إلى آخر الآية.

হাফেয ফাতহ (১১/২৯২)এ হাদীসটির ব্যাপারে নাসাঈর উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ।' মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/ ১২৬)এ আছে, ইবনে আব্বাস বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

এই আয়াতটি নবী ﷺ-এর অধিকারভুক্ত দাসীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।
এটিকে বাযযার দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী। আর বাযযারের বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল বিশ্‌র বিন আদম নন। তবে তিনি নির্ভরযোগ্য।
আর উদ্ধৃত করেছেন হাইষাম বিন কুলাইব তাঁর মুসনাদে, যেমন রয়েছে ইবনে কাষীর (৪/৩৮৬)তে, ইবনে উমার বলেছেন, নবী ﷺ হাফসাকে বলেছিলেন, "তুমি কাউকে এ কথা বলো না। উম্মে ইবরাহীম আমার জন্য হারাম।" হাফসা বলল, 'আপনি কি সেই জিনিসকে হারাম করবেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন?' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি তার নিকটবর্তী হব না।" (ইবনে উমার) বলেন, সুতরাং তিনি তাঁর নিকটবর্তী হননি। পরিশেষে হাফসা আয়েশাকে বলে দেয়। অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন,

{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

হাফেয ইবনে কাষীর হাদীসটিকে নিজ সনদে উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'এটা সহীহ সনদ। কিন্তু হাদীসের ছয় গ্রন্থের কোন প্রণেতা এটিকে উদ্ধৃত করেননি। হাফেয যিয়া' মাক্বদিসী তাঁর কিতাব আল-মুস্তাখরাজে এটিকে চয়ন করেছেন।
হাফেয ফাতহ (১০/২৮৩)তে বলেছেন, 'সম্ভবতঃ আয়াতটি একই সাথে দুটি কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে।' অর্থাৎ, মধু হারাম করার কারণে এবং অধিকারভুক্ত দাসী হারাম করার কারণে।
শওকানী তাঁর তফসীর (৫/২৫২)তে বলেছেন, 'এ হল আয়াতটির দুটি সহীহ শানে-নুযূল। সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব, দুটি ঘটনাকে ঘটেছে ধারণা ক'রে। মধুর ঘটনা ও মারিয়ার ঘটনা। আর কুরআন উভয় কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে। পরন্তু প্রত্যেক ঘটনাতেই আছে, তিনি কোন স্ত্রীর কাছে গোপন কথা বলেছিলেন।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} الآية ٥.

"যদি সে (নবী) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী; যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যশীলা, তওবাকারিণী, উপাসনাকারিণী, রোযা পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।" (তাহরীম ঃ ৫)
মুসলিম (১০/৮২তে) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহাইর বিন হার্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন ইউনুস হানাফী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরামাহ বিন আম্মার, তিনি সিমাক আবূ যুমাইল হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন খাত্ত্বাব, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে সাময়িকভাবে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। আমি দেখতে পেলাম লোকেরা হাতে কংকর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে (যা দুশ্চিন্তার সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে)। তারা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা ছিল তাদের উপর পর্দার নির্দেশ আসার পূর্বেকার। উমার বলেন, আমি বললাম, আমি আজই প্রকৃত ঘটনা জেনে নেব। সুতরাং আমি আয়েশার নিকটে গেলাম। আমি তাকে বললাম, 'হে আবু বাক্‌র তনয়া! তোমার অবস্থা কি এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ?' সে বলল, 'হে খাত্তাবের পুত্র! আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি

মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আগে নিজের ঘরের খবর নিন।' তিনি বলেন, তখনই আমি হাফসা বিনতে উমারের কাছে এলাম। আমি তাকে বললাম, 'হে হাফসা! তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তুমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ? আল্লাহর কসম! আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ তোমাকে ভালবাসেন না। আর আমি না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন।' এ কথা শুনে সে কঠিনভাবে কাঁদতে লাগল। তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ কোথায় আছেন?' সে বলল, 'তিনি ঐ উঁচু কোঠায় অবস্থান করছেন।' আমি সেখানে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাস রাবাহ সিঁড়ির কাঠের উপর পা ঝুলিয়ে কোঠার চৌকাঠে বসে আছে। সেটা ছিল খেজুর গাছের কান্ড দিয়ে নির্মিত (সিঁড়ি) যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠানামা করতেন। আমি রাবাহকে ডেকে বললাম, 'হে রাবাহ! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এস।' তখন রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল, এরপর আমার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সে কিছু বলল না। তখন আমি বললাম, 'হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এস।' এরপর রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল এবং আমার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু সে এবারও কিছু বলল না। তখন আমি উচ্চ স্বরে বললাম, 'হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এস।' সে সময় আমি ভেবেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তো ধারণা করছেন, আমি হাফসার কারণেই এখানে এসেছি। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তার গর্দান উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমি অবশ্যই তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। আমি আমার কণ্ঠস্বর উঁচু করলাম। তখন সে (রাবাহ) আমাকে ইশারায় উপরে উঠতে বলল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পাতার তৈরি একটি চাটাইয়ের উপর শয়নাবস্থায় ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর লুঙ্গিখানি নিজ শরীরের উপর টেনে নিলেন। তখন এটি ছাড়া তাঁর পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভান্ডারে সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা (আড়াই কেজি পরিমাণ)এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ পরিমাণ 'ক্বারায' (এক প্রকার গাছের পাতা যা দিয়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়) কক্ষের এক কোণে পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত কাঁচা চামড়া। তখন আমার দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! কিসে তোমার কান্না পেল?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! কেন আমি কাঁদব না? এই যে চাটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার! এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তাছাড়া তো আর কিছু নেই! পক্ষান্তরে ঐ যে রোমসম্রাট ও পারস্য সম্রাট, কত ফলমূল ও নদীমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে (আড়ম্বরপূর্ণ) জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রসূল এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি! আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই!' তখন তিনি বললেন, "হে খাত্তাব-পুত্র! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাত ও তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগ বিলাস)।" আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।'

এরপর উমার বলেন, যখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হই, তখন থেকেই আমি তাঁর চেহারায় রাগের ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্ত্রীগণের কোন আচরণ আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে কি? আপনি যদি তাদেরকে তালাক দিয়ে থাকেন, তাহলে (তাতে আপনার কিছু আসে যায় না।) আল্লাহ আপনার সঙ্গে আছেন। তাঁর সকল ফিরিশ্‌তা, জিবরীল, মীকাঈল, আমি, আবূ বাক্‌র-সহ সকল ঈমানদার আপনার সঙ্গে আছেন।'

(উমার বলেন,) আলহামদু লিল্লাহ, আমি যখনই কোন কথা বলি তাতে প্রায়ই আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ আমার কথা সত্যায়ন করবেন। তখন এখতিয়ার সম্পর্কিত এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ} (٥) سورة التحريم

"যদি সে (নবী) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী।" (তাহরীম ঃ ৫)

{وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (٤) سورة التحريم

“তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা (সাহায্য) কর, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিব্রীল ও সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসিগণও, এ ছাড়া ফিরিশ্তাগণও তার সাহায্যকারী।” (তাহরীম ঃ ৪)

আর আয়েশা বিনতে আবূ বাক্‌র ও হাফসা এই দু'জন নবী ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি তাদের তালাক দিয়েছেন?' তিনি বললেন, “না।” তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মসজিদে প্রবেশ ক'রে দেখতে পেলাম, মুসলিমরা (চিন্তান্বিত হয়ে) মাটিতে কংকর মারছে এবং বলছে যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি কি তাদের কাছে নেমে গিয়ে জানিয়ে দেব যে, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি?' তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তোমার মনে চাইলে।” এভাবে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। পরিশেষে দেখলাম, তাঁর চেহারা থেকে ক্ষোভের ছাপ একেবারে মুছে গেছে এবং তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর দাঁত দেখা গেল। আর যাদের দাঁত সকলের চাইতে সুন্দর, তাদের তিনি অন্যতম ছিলেন। এরপর নবী ﷺ সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন এবং আমিও খেজুর গাছের কান্ড নির্মিত (সিঁড়ির) কাঠ ধরে নিচে নেমে এলাম। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে নিচে নামলেন, যেন তিনি সমতল যমীনে হাঁটছেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে কান্ডটি স্পর্শ করলেন না। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এই কক্ষে উনত্রিশ দিন অবস্থান করেছেন।' তিনি বললেন, “মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।” এরপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি।' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (٨٣) سورة النساء

“আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে, তখন তারা তা রটিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনত, তাহলে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত।” (নিসা ঃ ৮৩)

সুতরাং আমি (উমার) এই বিষয়টির সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলা এখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সূরা জিন

বুখারী (১০/২৯৬এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা বিন ইসমাঈল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আওয়ানাহ, তিনি আবূ বিশ্‌র হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, একদা নবী ﷺ সাহাবাগণের একটি দলের সাথে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন আসমানী খবর ও শয়তানদের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শয়তানেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের?' শয়তানেরা বলল, 'আসমানে আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে, আমাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে।' তারা বলল, 'তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চয় কোন নতুন কারণ আছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রমণ ক'রে দেখ, কিসে তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?'

সুতরাং তাদের যে দলটি তিহামার দিকে যাত্রা করেছিল, তারা রসূল ﷺ-এর প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি তখন উকায বাজারের যাত্রা পথে নাখলা নামক জায়গায় সাহাবাগণকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। সুতরাং তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। অতঃপর বলল, 'এটাই তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?'

সুতরাং তারা (সেখানে ঈমান এনে) নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল,

{إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} (٢) سورة الجن

“আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।” (জ্বিন ঃ ১-২)

অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করলেন,

{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ}.

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক'রে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (জ্বিন ঃ ১)

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৪/ ১৬৭), তিরমিযী (৪/২০৭) এবং তিনি বলেছেন, 'হাসান-সহীহ হাদীস।' আহমাদ (১/২৫২), ইবনে জারীর (২৯/ ১০২), হাকেম (২/৫০৩) এবং তিনি বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং তাঁরা তা এই শব্দবিন্যাসে উদ্ধৃত করেননি।

তিনি এমনটাই বলেছেন। আসলে তাঁরা তাঁর শব্দবিন্যাস অপেক্ষা উত্তম শব্দবিন্যাসে উদ্ধৃত করেছেন।

উদ্ধৃত করেছেন বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুউওয়াহ ২/ ১২), আবূ নুআইম (হিল্য়্যাহ ৪/৩১০)

সূরা মুয্যাম্মিল

আবূ দাউদ (১/৫০৩এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ অর্থাৎ মারওয়াযী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অকী', তিনি মিস্আর হতে, তিনি সিমাক হানাফী হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, যখন মুয্যাম্মিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হল, তখন লোকেরা তার শেষাংশ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রাত্রে রমযান মাসের কিয়ামের মতো কিয়াম করত। আর তার প্রথমাংশ ও শেষাংশ অবতীর্ণ হওয়ার মাঝে ব্যবধান ছিল এক বছর।

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। কেবল আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মারওয়াযী আবুল হাসান বিন শাব্বুওয়াইহ নন। তবে তিনি নির্ভরযোগ্য।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৯/ ১২৪- ১২৫) এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।

উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী হাতেম (তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/ ৪৩৬) এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী।

সূরা মুদ্দাষ্‌ষির

বুখারী (১০/৩০৩এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাহয়্যা (বিন মূসা বালখী অথবা বিন জা'ফর), তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অকী' বিন আলী বিন মুবারক, তিনি য়্যাহয়্যা বিন আবী কাষীর হতে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ সালামাহ বিন আব্দুর রহমানকে কুরআনের সর্বপ্রথম কী অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}

আমি বললাম, লোকেরা বলছে,

{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

আবূ সালামাহ বললেন, 'আমি এ ব্যাপারে জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং আমি তাঁকে তাই বললাম, যা তুমি বললে।' জাবের বললেন, 'আমি তোমাকে সে কথাই বলব, যে কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম। অতঃপর আমার ধ্যান শেষ ক'রে নিচে নামলাম। তখন আমাকে ডাক দেওয়া হল। আমি আমার ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। আমার বাম দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। আমার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না এবং আমার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। অতঃপর উপর দিকে আমার মাথা তুললে কিছু দেখতে পেলাম। আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম, 'আমাকে কাপড় ঢাকা দাও এবং আমার উপর ঠান্ডা পানি ঢালো।' সুতরাং তারা আমাকে ঢাকা দিল এবং আমার উপর ঠান্ডা পানি ঢালল। তখন অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ}.

হাদীসটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন ১০/৩০৫, ৩০৬, ৩৫১, ১/৩১, আর এটিকে উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (২/২০৬-২০৮), তিরমিযী (৪/২০৮), আহমাদ (৩/৩৭৭, ৩৯২), আব্দুর রায্যাক (মুস্বান্নাফ ৫/৩২৪),

ত্বায়ালিসী (২/৭), ইবনে জারীর (তারীখ ২/২০৮-২০৯, তফসীর ২৯/১৪৩), হাকেম (মুস্তাদরাক ২/২৫১) আর তাতে রয়েছে, 'আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অহী বন্ধের সময়-কাল নিয়ে কথা বলছিলেন।' তারপর হাকেম বলেছেন, 'বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং তাঁরা এই শব্দে উদ্ধৃত করেননি। বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুউওয়াহ ১/৪১০-৪১১)

একটি ত্রুটি-সংশোধন ঃ

হাকেম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাঁরা এই শব্দে উদ্ধৃত করেননি' অর্থাৎ, 'তিনি যখন অহী বন্ধের সময়-কাল নিয়ে কথা বলছিলেন।' অথচ বুখারী (১/৩১) 'অহীর সূচনা' শিরোনামে, (১০/৩০৫-৩০৬) তফসীর অধ্যায়ে সূরা মুদ্দাষষিরের তফসীরে, এবং (১০/৩৫০) ইক্বরা'র তফসীরে, আর মুসলিম (২/২০৫-২০৬এ) উক্ত শব্দ-সহ হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন।

একটি সতর্কতা ঃ

হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীর (৪/৪৪০)এ যা বলেছেন, তার অর্থ হল, 'প্রথম অবতীর্ণ সূরা মুদ্দাষ্‌ষির'-এই কথায় জাবের বিন আব্দুল্লাহ অধিকাংশ বিজ্ঞদের বিরোধিতা করেছেন। যেহেতু তাঁরা মনে করেন, অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে কুরআনের প্রথম সূরা 'ইক্বরা'।'

অতঃপর তিনি বুখারী-মুসলিমের হাদীস উল্লেখ ক'রে বলেছেন, মুসলিম আক্বীল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে শিহাব হতে, তিনি আবূ সালামাহ হতে, তিনি বলেন, আমাকে খবর দিয়েছেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অহী বন্ধ থাকার সময়কাল নিয়ে বলতে শুনেছেন। তিনি তাঁর কথায় বলেছেন, "আমি চলছিলাম। এমন সময় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, যে ফিরিশ্‌তা হিরাতে আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ-পৃথিবীর মাঝে একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমার পরিবারের কাছে এসে বললাম, "আমাকে কাপড় ঢাকা দাও, কাপড় ঢাকা দাও।" তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ} إلى {فَاهْجُرْ}

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। অপবিত্রতা বর্জন কর।" (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১-৫)

আবূ সালামাহ বলেন, অপবিত্রতা হল মূর্তি। অতঃপর অধিকাধিক লাগাতার অহী আসতে লাগল।

এ হল বুখারীর শব্দাবলী। আর এই শব্দবিন্যাসই সুরক্ষিত। আর এ হাদীস এই দাবী করে যে, ইতিপূর্বে অহী অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তিনি বলেছেন, "দেখলাম, যে ফিরিশ্‌তা হিরাতে আমার কাছে এসেছিলেন।" আর তিনি ছিলেন জিবরীল, যখন তিনি

{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}

"তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (আলাক্ব ঃ ১-৫)

(এই অহী) নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর অহী সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। অতঃপর পুনরায় ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন। আর সমন্বয় সাধনের পথ হল এই মনে করা যে, অহী বন্ধ থাকার পর প্রথম অবতীর্ণ হয় উক্ত সূরা।

অতঃপর তিনি এর সমর্থনে বহু দলীল উল্লেখ করেছেন।

হাফেয ফাত্‌হ (১/৩১, ১০/৩০৪-৩০৫)এ এরই অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} الآيات.

"আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি একাই সৃষ্টি করেছি। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১১)

আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১২)

এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৩)

অতঃপর তাকে খুব প্রশস্ততা দিয়েছি। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৪)

এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৫)
কক্ষনই না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৬)
আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৭)
সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৮)
ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্ত করল! (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৯)
আবার ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২০)
সে আবার চেয়ে দেখল। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২১)
অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২২)
অতঃপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।(২৩)
এবং বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২৪)
এটা তো মানুষেরই কথা। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২৫)
আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)।" (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২৬)

আল-বিদায়াতু অন-নিহায়াহ (৩/৬০)এ ইসহাক বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্‌যাক, তিনি মা'মার হতে, তিনি আইয়ূব সাখতিয়ানী হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, অলীদ বিন মুগীরাহ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তার কাছে কুরআন পাঠ করলেন। ফলে সে যেন এর জন্য নরম হল। কিন্তু এ কথা আবূ জাহলের কাছে পৌঁছতেই তার কাছে এসে বলল, 'চাচাজী! আপনার সম্প্রদায় আপনার জন্য অর্থ জমা করার ইচ্ছা করেছে।' অলীদ বলল, 'তা কেন?' সে বলল, 'তারা আপনাকে তা দেবে। যেহেতু আপনি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলেন। যাতে আপনি পূর্বের মনোভাব থেকে ফিরে আসেন।' অলীদ বলল, 'কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি অর্থশালী।' সে বলল, 'তাহলে আপনি এমন একটা কথা বলুন, যা আপনার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছলে মনে করে, আপনি তাকে (মুহাম্মাদকে) অস্বীকার করছেন।' অলীদ বলল, 'কী বলব আমি? আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউই আমার চাইতে বেশি কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, তার ছন্দ ও পদ্য সম্বন্ধে এবং জিনের কবিতা সম্বন্ধে আমার চাইতে কেউ বেশি জানে না। আল্লাহর কসম! ও যা বলছে, তার সাথে এগুলির কিছুতেই মিল নেই। আল্লাহর কসম! ও যে কথা বলছে, তার মধ্যে মিষ্টতা আছে, তার উপরে চমৎকারিত্ব আছে, তার উপরিভাগ ফলপ্রসূ, তার নিম্নভাগ বৃষ্টিময়, তা বিজয়ী এবং পরাজিত নয়, তা তার নিম্নের সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।' আবূ জাহল বলল, 'এ কথা আপনার সম্প্রদায় মেনে নেবে না, যতক্ষণ না আপনি তার ব্যাপারে কিছু বলবেন?' অলীদ বলল, 'থামো! আমাকে ভাবতে দাও।' অতঃপর সে ভেবে নেওয়ার পর বলল, 'এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। যা অপরের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে।' তখন অবতীর্ণ হল,

{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا} . الآيات

এই রূপে আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম হতে বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন, (হাকেম) মুহাম্মাদ বিন আলী সানআনী হতে[৬০] মক্কায়, তিনি ইসহাক হতে উক্ত হাদীস। হাম্মাদ বিন যায়দও এটিকে বর্ণনা করেছেন আইয়ুব হতে, তিনি ইকরামা হতে মুরসালরূপে।

আবূ আব্দুর রহমান বলেন, স্পষ্টতঃ মুরসালই সঠিক। যেহেতু হাম্মাদ বিন যায়দ আইয়ুবের ব্যাপারে সবার চেয়ে বলিষ্ঠ রাবী। তাছাড়া মা'মারের বর্ণনাতেও মতভেদ রয়েছে; যেমন আছে বাইহাক্বীর দালাইলুন নুবুউওয়াহ (২/ ১৯৯)এ। সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ। (?) আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা ক্বিয়ামাহ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

(৬০) আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহতে আছে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ সানআনী হতে। মুস্তাদরাকে যা আছে, তা আমরা বহাল করলাম। এমনটাই আছে বাইহাক্বীর দালাইলুন নুবুউওয়াহতে। আর উক্ত হাদীসটিকে হাকেম (২/৫০৭এ) বর্ণনা ক'রে বলেছেন, 'বুখারীর শর্তে সহীহ, কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি। আর যাহাবী তাতে একমত। বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন দালাইলুন নুবুউওয়াহ (১/৫৬)তে।
এই বইয়ের 'সহীহ' নামকরণের সাথে উক্ত 'যয়ীফ' হাদীসকে উল্লেখ করার কারণ বুঝলাম না। তবে মুহাদ্দিস আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ সীরাত (১/ ১৫৮)তে উল্লেখ করেছেন।-----অনুবাদক

{لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} الآيتان ١٦، ١٧.

"তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।" (ক্বিয়ামাহ ঃ ১৬-১৭)

বুখারী (১/৩২এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা বিন ইসমাঈল, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আওয়ানাহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মূসা বিন আবূ আয়েশা, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন জুবাইর, তিনি ইবনে আব্বাস হতে,

{لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}

এই আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অহী আয়ত্ত করতে কষ্টের সম্মুখীন হতেন এবং তিনি তাঁর উভয় ঠোঁটকে হিলাতেন। ইবনে আব্বাস বললেন, '(এই দেখো) আমি তোমাদের জন্য ঠোঁট-দুটিকে হিলাচ্ছি, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাতেন।' সাঈদ বললেন, '(এই দেখো) আমি তোমাদের জন্য ঠোঁট-দুটিকে হিলাচ্ছি, যেমন ইবনে আব্বাসকে হিলাতে দেখেছি।' এবং তিনি নিজ উভয় ঠোঁটকে হিলালেন। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

"তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।"

তিনি বলেন, তোমার হৃদয়ে সংরক্ষণ করার (দায়িত্ব আমারই) এবং তুমি তা পাঠ করবে। তাই এরপর জিবরীল এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোযোগ-সহকারে শুনতেন। অতঃপর জিবরীল চলে গেলে তিনি সেইভাবে পাঠ করতেন, যেভাবে জিবরীল পাঠ করেছেন।

উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৪/১৬৫-১৬৬), তিরমিযী (৪/২০৯) এবং বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।' নাসাঈ (২/১১৫), আহমাদ (১/৩৪৩), ত্বায়ালিসী (২/২৫), ইবনে সা'দ (১/১৩২), ইবনে জারীর (২৯/১৮৭), হুমাইদী (১/২৪২), ইবনে আবী হাতেম (তফসীর ইবনে কাষীর ৪/৪৪৯)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} الآيتان ٣٤، ٣٥.

"দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ। আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ।" (ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৫)

নাসাঈ (ইবনে কাষীর ৪/৪৫২) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াকুব বিন ইবরাহীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুন নু'মান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আওয়ানাহ,

আর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আওয়ানাহ, তিনি মূসা বিন আবূ আয়েশা হতে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (এই আয়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম,

{أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى}

উত্তরে তিনি বললেন, এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ জাহলকে বলেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ (কুরআন রূপে) অবতীর্ণ করেছেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। ইয়াকুব বিন ইবরাহীম হলেন দাওরাক্বী, (মুহাদ্দিষীনদের) জামাআত তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুন নু'মান হলেন মুহাম্মাদ বিন ফায্ল, যাঁর উপাধি হল 'আরেম', তিনি জামাআতের রাবী। আবূ আওয়ানাহ হলেন, অয্যাহ বিন আব্দুল্লাহ য়্যাশকুরী, জামাআতের রাবী।

আর দ্বিতীয় সনদে ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান বিন আশআষ সুনান-প্রণেতা। মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান, যিনি 'লুয়াইন' উপাধিতে পরিচিত, তিনি আবূ দাউদ ও নাসাঈর একজন রাবী, নির্ভরযোগ্য। সনদের অবশিষ্ট রাবী

সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর (২৯/২০০) তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ রাযী হতে এবং তিনি সমালোচিত।

সূরা নাযিআত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} الآيات.

"তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন সংঘটিত হবে?
এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে?
এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকটেই।
যে ওর ভয় রাখে, তুমি কেবল তারই সতর্ককারী।" (নাযিআত ঃ ৪২-৪৫)
ইবনে জারীর (৩০/৪৯এ) বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াকুব বিন ইবরাহীম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়াহ হতে, তিনি আয়েশা হতে, তিনি বলেন, নবী ﷺ কিয়ামত সম্পর্কে লাগাতার জিজ্ঞাসা করতেন। পরিশেষে অবতীর্ণ হল,

{فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا}.

হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (মুস্তাদরাক ১/৫) এবং বলেছেন, 'এই হাদীসটি সহীহায়নে উদ্ধৃত হয়নি। অথচ এটি এক সাথে উভয়ের শর্তে সুরক্ষিত সহীহ। আর (২/৫১৩তে) বলেছেন, 'এটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু তাঁরা উদ্ধৃত করেননি। যেহেতু ইবনে উয়াইনাহ শেষের দিকে এটিকে মুরসাল বর্ণনা করতেন।' এর ব্যাপারে যাহাবী নীরব থেকেছেন।
উদ্ধৃত করেছেন আবূ নুআইম (হিল্য়্যাহ ৭/৩১৪), খাত্বীব (১১/৩২১)। এ ছাড়া হাফেয ইবনে আবী হাতেম কিতাবুল ইলাল-এ উল্লেখ ক'রে বলেছেন, আমি আবূ যুরআহর কাছে শুনেছি, তিনি আয়েশার নিকট থেকে উরওয়াহ, তাঁর নিকট থেকে যুহরীর হাদীস উল্লেখ ক'রে বলেছেন, নবী ﷺ কিয়ামত সম্পর্কে লাগাতার জিজ্ঞাসা করতেন। পরিশেষে অবতীর্ণ হল,

{فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا}.

আবূ যুরআহ বললেন, 'শুদ্ধ হল আয়েশার উল্লেখ ছাড়া মুরসাল।'
আমি বলি, আমার নিকট যা স্পষ্ট হচ্ছে---আর আল্লাহই সবার চাতে বেশি জানেন---উক্ত ত্রুটি ক্ষতিকর নয়। যেহেতু যিনি এটিকে ইবনে উয়াইনাহ হতে মওসূল বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন হুমাইদী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর; যেমন হাকেমের সূত্রে রয়েছে। আর তিনি ইবনে উয়াইনাহর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও সকলের প্রধান। (তাহযীবুত তাহযীব)
এবং ইয়াকূব বিন ইবরাহীম দাওরাক্বী; যেমন ইবনে জারীরে সূত্রে রয়েছে। আর তিনি একজন বড় ইমাম। সুতরাং উক্ত দুইজন ইমাম হাদীসটিকে মওসূল বর্ণনা করেছেন। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।
ইবনে সালাহ (উলূমুল হাদীস ৬৪পৃষ্ঠায়) বলেছেন, ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, 'তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসের মান নির্ণয় হবে, যিনি মুসনাদ বর্ণনা করেছেন; যদি তিনি ত্রুটিমুক্ত সুদক্ষ হন, তাহলে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও অন্য কেউ তাঁর বিরোধিতা করে; বিরোধিতাকারী এক ব্যক্তি হোক বা একাধিক ব্যক্তি।' খত্বীব বলেছেন, 'এটাই হল সঠিক কথা।'
ইবনে সালাহ বলেছেন, 'আমি বলি, তিনি যেটা সহীহ বলবেন, সেটাই সহীহ,[৬১] ফিক্হ, অসূলে ফিক্হ ইত্যাদিতে-----।'
পক্ষান্তরে হাদীসটির সাক্ষ্য বর্ণনা আছে। ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুরাইব, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অকী', তিনি ইসমাঈল (বিন আবূ

---

(৬১) অতঃপর সান্আনীর তাওযীহুল আফকার ও ইবনে রজবের শারহু ইলালিত তিরমিযীতে দেখলাম যে, হাদীসের হাফেযদের নিকট নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনার ব্যাপারে বিষদ বিবরণ আছে। আমি এ বিষয়টিকে আল-ইলযামাত অত্-তাতাব্বু'র ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

খালেদ) হতে, তিনি ত্বারেক বিন শিহাব হতে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ সর্বদা কিয়ামতের বিষয়টা আলোচনা করতেন। পরিশেষে অবতীর্ণ হল,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} إلى قوله {مَنْ يَخْشَاهَا}.

হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয হাইষামী (রাহিমাহুল্লাহ) (মাজমা ৭/১৩৩এ) বলেছেন, 'এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী।' হাফেয ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) (তফসীর ২/২৭৩এ) উক্ত সনদে এটিকে উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'এটার সনদ উত্তম শক্তিশালী।'

সূরা আবাসা

তিরমিযী (৪/২০৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন য়্যাহয়্যা বিন সাঈদ উমাবী, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, এটা আমরা হিশামের কাছে পেশ করেছি, তিনি আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আবাসা অতাওয়াল্লা' অবতীর্ণ হয়েছে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূম সম্বন্ধে। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন।' আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মুশরিকদের একজন বিশাল ব্যক্তি ছিল। তিনি ইবনে উম্মে মাকতূম হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগলেন এবং তার প্রতি অভিমুখ করলেন। আর বললেন, 'আমি যা বলছি, তাতে কি কোন সমস্যা আছে?' সে বলল, 'না।' এই ব্যাপারে অবতীর্ণ হল (উক্ত সূরা)।
এটা হাসান-গারীব হাদীস। কেউ কেউ এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন হিশাম বিন উরওয়াহ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেছেন, আবাসা অতাওয়াল্লা অবতীর্ণ হয়েছে ইবনে উম্মে মাকতূমের ব্যাপারে। আর তিনি আয়েশার উল্লেখ করেননি।
হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয ইরাকী (তাখরীজুল ইহয়্যা ৪/২৪৪)এ বলেছেন, এর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যামআন ৪৩৮পৃঃ), ইবনে জারীর (৩০/৫০), হাকেম (২/৫১৪) এবং তিনি বলেছেন, 'শায়খাইনের শর্তে সহীহ এবং তাঁরা উদ্ধৃত করেননি। যেহেতু একটি জামাআত হিশাম বিন উরওয়াহ হতে এটিকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন।' যাহাবী বলেছেন, 'সেটাই সঠিক।'
হাদীসটির সাক্ষ্য বর্ণনা রয়েছে। শওকানী (ফাতহুল ক্বাদীর ৫/৩৮৬তে) বলেছেন, আর আব্দুর রায্যাক, আব্দ বিন হুমাইদ ও আবূ য়্যা'লা আনাস হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, ইবনে উম্মে মাকতূম (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে) এলেন, তখন তিনি উবাই বিন খালাফের সাথে কথা বলছিলেন। তাই তিনি তাঁর নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى}

"সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল।" (আবাসা ঃ ১-২)
এরপর হতে নবী ﷺ তাঁকে সম্মান করতেন।
এর সনদের ব্যাপারে তফসীর ইবনে কাষীর (৪/৪৭০)এ বলা হয়েছে, এর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। কেবল আবূ য়্যা'লার শায়খ মুহাম্মাদ বিন মাহদী নন। আর তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আমার ধারণা যে, নামটি মুহাম্মাদ বিন মিহরান থেকে অপভ্রষ্ট হয়েছে। যেহেতু বিজ্ঞগণ তাঁকে আব্দুর রায্যাকের একজন রাবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি সহীহর একজন রাবী। সে যাই হোক, তাতে হাদীসের কোন ক্ষতি হবে না। যখন আব্দুর রায্যাক সেটাকে বর্ণনা করেছেন, তখন তাঁর বর্ণনাকারিগণ সহীহর রাবী। আর এ হল ইবনে কাষীর থেকে হাদীসের সনদ ঃ আবূ য়্যা'লা তাঁর সনদে বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মাহদী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মা'মার, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস ؓ হতে, তিনি 'আবাসা অতাওয়াল্লা'র ব্যাপারে বলেছেন, ইবনে উম্মে মাকতূম নবী ﷺ-এর কাছে এলেন----। তারপর হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

সূরা মুত্বাফ্ফিফীন

ইবনে মাজাহ (২২২৩নং) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন বিশ্র বিন

হাকাম ও মুহাম্মাদ বিন আক্বীল বিন খুওয়াইলিদ, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন য়্যাযীদ নাহবী, ইকরামাহ তাঁকে ইবনে আব্বাস হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন মদীনা আগমন করেন ,তখন মদীনাবাসীরা মাপের ব্যাপারে সব চাইতে খারাপ লোক ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}

"ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।" (মুত্বাফ্‌ফিফীন ঃ ১)
অতঃপর লোকেরা মাপ সুন্দর করল।
হাদীসটিকে নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন মুহাম্মাদ বিন আক্বীল সূত্রে, যেমন ইবনে কাষীর (৪/৪৮৩তে) বলেছেন। এর সনদের বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। কেবল আলী বিন হুসাইন বিন ওয়াক্বেদ নয়। যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা রয়েছে। আর মুহাম্মাদ বিন আক্বীল সঙ্গী রাবী। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা সনদের ক্ষতি করবে না।
আর উদ্ধৃত করেছেন ইবনে হিব্বান (মাওয়ারিদুয যাম্‌আন ৪৩৮পৃঃ), ইবনে জারীর (২৯/৯১) আর তাঁর নিকট আলী বিন হুসাইন ওয়াক্বেদের সহযোগী বর্ণনাকারী রয়েছে। তিনি হলেন য়্যাহয়্যা বিন হাফেয। আর তিনি হাফেয জামাআতের অন্যতম রাবী। কিন্তু ইবনে জারীরের শায়খ অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ রাযী হাফেযের বিরুদ্ধে সমালোচনা আছে।
উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৩৩) এবং বলেছেন, 'সনদ সহীহ।' আর যাহাবী তাতে একমত। আর তাঁর নিকটেও আলী বিন হাসান বিন শাক্বীকের সহযোগী বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি জামাআতের রাবী। (তাহযীবুত তাহযীব) কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছনোর রাবী হলেন মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন হাতেম ক্বাশানী। আর তাঁর ব্যাপারে তাঁর ছাত্র কাসেম বিন কাসেম সাইয়ারী বলেছেন, 'আমি তাঁর শুদ্ধতার ব্যাপারে সম্পর্কহীন।' ইবনে আবী সা'দান বলেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন আলী হাফেয তাঁর ব্যাপারে খারাপ রায় প্রকাশ করতেন।' (লিসানুল মীযান) কিন্তু সহযোগী এই সকল বর্ণনার সমষ্টি এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, হাদীসটি প্রমাণিত। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা যুহা

বুখারী (১০/৩৩৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন ইউনুস, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহাইর, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আসওয়াদ বিন কাইস, তিনি বলেন, আমি শুনেছি জুন্দুব বিন সুফিয়ান[৬২] বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হলে দুই অথবা তিন রাত্রি (রাতের) কিয়াম করতে পারেননি। তখন একজন মহিলা এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আশা করি, তোমার শয়তান তোমাকে বর্জন করেছে। তোমার নিকট তাকে দুই-তিন রাত আসতে দেখলাম না।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}.

"শপথ পূর্বাহ্নের (দিনের প্রথম ভাগের)। (যুহা ঃ ১)
শপথ রাত্রির; যখন তা সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। (যুহা ঃ২)
তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।" (যুহা ঃ৩)
হাদীসটিকে ফাযায়েলে কুরআন অধ্যায় (১০/৩৮২), স্বালাত অধ্যায় (৩/২৫০)এও উল্লেখ করেছেন। আর উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (১২/১৫৬), তিরমিযী (৪/২১৪) এবং তিনি বলেছেন, 'এটা হাসান-সহীহ হাদীস।' আহমাদ (৪/৩১১-৩১২), ত্বায়ালিসী (২/২৫), ইবনে জারীর (৩০/২৩১), হুমাইদী (২/৩৪২), খত্বীব মুওয়াযযিহু আওহামিল জাম্‌ই' অত-তাফরীক ২/২২)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

(৬২) তিনি জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান বাজালী। তাঁকে দাদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (আল-ইস্বাবাহ, মুওয়াযযিহু আওহামিল জাম্‌ই' অত-তাফরীক ২/২১-২৩)

{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} الآية ৫.

"অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।" (যুহা ঃ৫)
ইবনে কাষীর (৪/৫২২এ) বলেছেন, আবূ উমার বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবুল মুহাজির মাখযূমী[৬৩] হতে, তিনি আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি বলেছেন, উম্মতের জন্য যা লভ্য, তার ভান্ডার একটা একটা ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করা হল। তাতে তিনি আনন্দিত হলেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

সুতরাং আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে ১০ লক্ষ মহল এবং প্রত্যেক মহলে তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী ও খাদেম।
এটিকে বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম নিজ সূত্রে। ইবনে আব্বাস পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। আর এই শ্রেণীর কথা নবী ﷺ হতে শোনা ছাড়া বলা সম্ভব নয়।
যেমন হাফেয ইবনে কাষীর বলেছেন, হাদীসটিকে ইবনে জারীর (৩০/২৩২এ) বর্ণনা করেছেন আওযায়ী হতে দুটি সূত্রে। তার একটিতে রয়েছেন আওযায়ী হতে বর্ণনাকারী আম্র বিন হাশেম বাইরুতী। আর তিনি যয়ীফ। অপরটিতে রয়েছেন রাওয়াদ বিন জার্রাহ, আর তিনি বিতর্কিত। তবে আমার মনে হয়, তাঁর ব্যাপারে যিনি গুণবাচক মন্তব্য করেছেন, তিনি তাঁর সততা ও দ্বীনদারী দেখে করেছেন এবং যিনি দোষবাচক মন্তব্য করেছেন, তিনি তাঁর স্মৃতিভ্রষ্টতার কথা শুনে করেছেন।
হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন হাকেম (২/৫২৬এ) এবং তিনি 'সহীহ' বলেছেন। যাহাবী তার টীকাতে বলেছেন, ইস্বাম বিন রাওয়াদ নিজ পিতা হতে বর্ণনায় নিঃসঙ্গ আছেন এবং তাঁকে 'যয়ীফ' বলা হয়েছে।
উদ্ধৃত করেছেন ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাত্বে। হাইষামী বলেছেন, আওসাত্বের একটি বর্ণনা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার পরে আমার উম্মতের জন্য যা লভ্য, তা আমার নিকট পেশ করা হল। তা দেখে আমি আনন্দিত হলাম।" তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى}

"তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা অধিক শ্রেয়।" (যুহা ঃ৪)
অতঃপর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর তার সূত্রে রয়েছে মুআবিয়া বিন আবিল আব্বাস, আমি তাঁকে চিনলাম না। তার বাকী বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য। আর কাবীরের সনদ হাসান।
উদ্ধৃত করেছেন আবূ নুআইম (হিল্য়্যাহ ৩/২১২তে) ত্বাবারানী (কাবীর ১০/৩৩৬) হতে। আর তাতে রয়েছে আম্র বিন হাশেম বাইরুতী। অতঃপর তিনি বলেছেন, আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীসরূপে এটা গারীব হাদীস। তাঁর নিকট থেকে ইসমাঈল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর সুফিয়ান সওরী আওযায়ী হতে, তিনি ইসমাঈল হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৬৪]

সূরা আলাক্ব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى} الآيات.

"বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে।
কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।
সুনিশ্চিতভাবে তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তন।
তুমি কি তাকে (আবু জাহলকে) দেখেছ, যে বারণ করে---
এক বান্দা (রাসূলুল্লাহ)কে যখন সে নামায আদায় করে?----"(আলাক্ব ঃ ৬- ১০)
মুসলিম (১৭/ ১৩৯এ) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ বিন মুআয ও মুহাম্মাদ বিন

---

(৬৩) মূল কপিতে 'আব্দুল্লাহ' আছে। আমরা সঠিকটা বহাল করলাম।
(৬৪) হাদীসটি সহীহ। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার পরে আমার উম্মতের জন্য যা লভ্য, তা আমার নিকট পেশ করা হল। তা দেখে আমি আনন্দিত হলাম।" তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ! " !$% ( ) #) +% আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে এক হাজারটি মুক্তার মহল দান করেছেন। যার মাটি হল কস্তুরী। প্রত্যেক মহলে আছে তাঁর জন্য উপযুক্ত সব কিছু। (সিঃ সহীহাহ ২৭৯০নং)---অনুবাদক

আব্দুল আ'লা ক্বাইসী, তাঁরা বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মু'তামির, তিনি নিজ পিতা হতে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নুআইম বিন আবী হিন্দ, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি বলেছেন, একদা আবূ জাহল বলল, 'মুহাম্মাদ কি তোমাদের মাঝে তার মুখমন্ডলকে ধুলামাখা করে?' বলা হল, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'লাত-উয্যার কসম! আমি যদি তাকে এরূপ (সিজদা) করতে দেখি, তাহলে অবশ্যই তার গর্দানকে পদদলিত করব এবং তার মুখমন্ডলকে ধূলাধূসরিত করব।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায পড়া অবস্থায় সে তাঁর কাছে এল। তার সংকল্প ছিল, সে তাঁর গর্দানকে পদদলিত করবে। কিন্তু লোকেরা অবাক হয়ে দেখল, সে পিছপা হয়ে ফিরে আসছে এবং নিজের দুই হাত দিয়ে কোন কিছু থেকে বাঁচতে চাইছে। তাকে বলা হল, 'কী ব্যাপার তোমার?' সে বলল, 'আমার মাঝে ও ওর মাঝে আগুনের পরিখা, ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও (ফিরিশ্‌তার) ডানা!'
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ও যদি আমার নিকটবর্তী হতো, তাহলে ফিরিশ্‌তা তার একটা একটা ক'রে অঙ্গ তুলে নিয়ে যেতেন।"
(রাবী) বলেন, তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, (আমরা জানি না যে, এটা আবূ হুরাইরার হাদীসের কথা, নাকি এমন কিছু কথা যা তাঁর নিকট পৌঁছেছে।)[৬৫]

{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى، إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}

"বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে।
কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।
সুনিশ্চিতভাবে তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তন।
তুমি কি তাকে (আবু জাহলকে) দেখেছ, যে বারণ করে---
এক বান্দা (রাসূলুল্লাহ)কে যখন সে নামায আদায় করে?
তুমি কি মনে কর, যদি সে সৎপথে থাকে।
অথবা তাকওয়া (আল্লাহভীতি)র নির্দেশ দেয়।
তুমি লক্ষ্য করেছ কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?" (আলাক্ব ঃ ৬- ১৩)
উদ্দেশ্য, আবূ জাহল।

{أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، كَلَّا لا تُطِعْهُ}

"তবে কি সে অবগত নয় যে, আল্লাহ (তার সবকিছু) দেখছেন?
সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি ধরে।
মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি।
অতএব সে তার পারিষদবর্গকে আহবান করুক।
আমিও অচিরে আহবান করব (জাহান্নামের) প্রহরীবর্গকে।
সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না।" (আলাক্ব ঃ ১৪- ১৯)
উবাইদুল্লাহ তাঁর হাদীসে সংযোজন ক'রে বলেছেন, 'সে তাঁকে কিছু আদেশ করেছিল।'
আর ইবনে আব্দিল আ'লার তাঁর হাদীসে সংযোজন করেছেন, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ অর্থাৎ, সে তার সম্প্রদায়কে ডাক দিক।
হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে কাষীর তাঁর তফসীর (৪/৫২৯এ) বলেছেন, এটিকে আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে আবী হাতেম মু'তামির বিন সুলাইমানের হাদীসরূপে উক্ত সনদ-সহ বর্ণনা করেছেন।
ইবনে জারীর (৩০/২৫৬) ও বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুউওয়াহ ১/৪৩৮)এ বর্ণনা করেছেন।
আর ইবনে জারীর সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস কর্তৃক অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। আর তাতে রয়েছে, তখন

---

(৬৫) এই দ্বিধা শানে-নুযূল হওয়ার শুদ্ধতায় আঘাতকারী কারণ গণ্য হয়। কিন্তু তার অনেকানেক সাক্ষ্য-বর্ণনা থাকার কারণে আমি লিখেছি।

আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى} إلى قوله {كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ}

সে বলল, সে জানে যে, এই উপত্যকায় আমার পারিষদ সবার চেয়ে বেশি। এ কথা শুনে নবী ﷺ ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু বললেন। সনদের একজন রাবী দাউদ বলেন, তাঁর কথা আমি স্মরণে রাখতে পারিনি। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}

ইবনে আব্বাস বলেন, 'আল্লাহর কসম! সে যদি তা করত, তাহলে অবশ্যই ফিরিশ্‌তা তাকে তার জায়গা হতে তুলে নিতেন।'

উদ্ধৃত করেছেন তিরমিযী (৪/২১৬) এবং তিনি বলেছেন, 'এটা হাসান-গারীব-সহীহ হাদীস।' ইবনে জারীর (৩০/২৫৬), আহমাদ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৩৯) এবং হাইষামী বলেছেন, তাঁর বর্ণনাকারিগণ 'সহীহ'র রাবী। ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ﷺ নামায পড়তেন। একদা আবূ জাহল এসে বলল, 'আমি কি তোমাকে এটা করতে মানা করিনি? আমি কি তোমাকে এটা করতে বাধা দিইনি?' নবী ﷺ নামায শেষ ক'রে তাকে ধমক দিলেন। আবূ জাহল বলল, 'তুমি নিশ্চিত জানো যে, এই মক্কায় আমার চাইতে বেশি পারিষদ আর কারো নেই।' তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}

ইবনে আব্বাস বলেন, 'সে যদি তার পারিষদকে ডাকত, তাহলে জাহান্নামের প্রহরীবর্গ তাকে পাকড়াও করত। এ হল তিরমিযীর শব্দাবলী।

সূরা কাউষার

ইবনে কাষীর (৪/৫৫৯এ) বলেছেন, বায্‌যার বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যিয়াদ বিন য়্যাহয়্যা হাস্‌সানী, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী আদী, তিনি দাউদ হতে, তিনি ইকরামাহ হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন, কা'ব বিন আশরাফ যখন মক্কায় আগমন করল, তখন কুরাইশ তার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আপনি তাদের নেতা।' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তারা বলল, 'নিজ সম্প্রদায়ে এই নিঃসঙ্গ নির্বংশ লোকটির ব্যাপারে আপনার মত কী, যে ধারণা করে যে, সে আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ? অথচ আমরা হাজী ও আল্লাহর ঘরের সেবায়েত এবং (যমযমের) পানি-পরিবেশক।' সে বলল, 'তোমরা তার থেকে শ্রেষ্ঠ।' (ইবনে আব্বাস ﷺ) বলেন, সুতরাং অবতীর্ণ হল,

{إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}

"নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হল নির্বংশ।" (কাউষার ঃ৩)

এটিকে বায্‌যার বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ।

হাদীসটিকে ইবনে জারীর (৩/৩৩০এ) তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার সূত্রে, তিনি বলেছেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী আদী। আর তাতে তিনি সংযোজন করেছেন, তার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে,

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ} إلى قوله {نَصِيرًا}.

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিব্‌ত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্য) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ বিশ্বাসী (মুমিন)দের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।" (নিসা ঃ ৫১-৫২)

সূরা নিসায় কিছু মুহাদ্দিষীনের নাম উল্লেখ হয়েছে, যাঁরা হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন।

অতঃপর আমার নিকট সঠিক মনে হল, এটা মুরসাল। যেমন আমি তফসীর ইবনে কাষীরের তাখরীজে সূরা

নিসায় আলোকপাত করেছি।[৬৬]

সূরা লাহাব

বুখারী (১০/১১৮তে) বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন হাফ্স বিন গিয়াষ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আ'মাশ, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আম্র বিন মুর্রাহ, তিনি সাঈদ বিন জুবাইর হতে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ হতে, তিনি বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হল,

{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}

"তোমার নিকটতম স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও।" (শুআ'রা ঃ ২১৪)

তখন নবী ﷺ স্বাফা পাহাড়ে চড়ে কুরাইশের শাখাগোত্রের লোকেদেরকে ডাক দিতে লাগলেন, 'হে বানী আদী!---' পরিশেষে সকলেই জমায়েত হল। এমনকি যে লোক বের হতে অক্ষম ছিল সেও একজন দূত পাঠিয়ে দিল, যাতে ব্যাপারটা কী তা সে দেখে আসে। আবূ লাহাব ও কুরাইশ এল। নবী ﷺ বললেন, "তোমরা বল! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এক অশ্বারোহী সৈন্যদল এই পাহাড়ের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে, সে তোমাদের উপর হামলা করতে উদ্যত, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?" তারা বলল,'হ্যাঁ। আমরা তোমাকে সত্যবাদীরূপেই পেয়েছি।' তখন নবী ﷺ বললেন, তাহলে তোমাদেরকে আমি এক কঠিন আযাব থেকে সাবধান করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, 'সারা দিন তোমার উপর ধ্বংস নামুক। তুমি কি এই জন্যই আমাদেরকে জমায়েত করেছ?' তখন অবতীর্ণ হল,

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}.

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না।" (লাহাব ঃ ১-২)

হাদীসটিকে বুখারী সূরা তাব্বাতের তফসীরে (১০/৩৬৮-৩৬৯এ) পুনরুল্লিখিত করেছেন এবং জানাযা অধ্যায়ের শেষের দিকে (৩/৫৪তে) উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মুসলিম (৩/৮৩), তিরমিযী (৪/২২০), আহমাদ (১/২৮১), ইবনে জারীর (তারীখ ২/২১৬, তফসীর (১৯/১২১, ৩০/৩৩৭), বাইহাক্বী (দালাইলুন নুবুউওয়াহ (১/৪৩১)।

আমাদের শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, আর উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ তফসীরে; যেমন রয়েছে উমদাতুল ক্বারী (১৬/৯৩)এ। এ হাদীসটি মুরসাল। যেহেতু ইবনে আব্বাস হয় তখন জন্মলাভ করেননি অথবা শিশু ছিলেন। ইসমাঈলী এটাকেই নিশ্চিত বলেছেন। (দেখুন ঃ উমদাতুল ক্বারী ১৯/১০২)

অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি বলি, এটা সাহাবীর মুরসাল। আর সাহাবীর মুরসালে কোন ক্ষতি হয় না এবং তাতে সমালোচনার কোন জায়গা নেই। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(৬৬) সহীহ সীরাহ নববিয়্যাহ, আলবানী ১/২২৫ দ্রঃ